দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১১ ॥ ১৮ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৫ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ভালো সরকার গঠনের পরিবেশ তৈরির কাজ চলছে : উপদেষ্টা ফরিদা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, এই সরকারের প্রয়োজনীয় সময়টাকে যদি বিলম্ব কেউ মনে করে সেটা অন্য বিষয়। আমরা প্রয়োজনীয় সময়ের একদিনও বেশি থাকতে চাই না। সেটা সময় নির্ধারণ করবে। ডিসেম্বর মাস পার হতে দিন। কারণ অনেকগুলো সংস্কারের রিপোর্ট আসবে। তার প্রেক্ষিতে পরবর্তী ধাপ বোঝা যাবে। যে সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে, এর প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ধাপ বোঝা যাবে। রোববার (১৭ নভেম্বর) ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের শহীদ নীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে বিজ্ঞান মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিটি হত্যার বিচার করব, শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইব : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত চাওয়া হবে বলে জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, শুধু জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ড নয়, গত ১৫ বছরে সব গুম-খুন, অপকর্মের বিচার করব। অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০তম দিন উপলক্ষে গতকাল রোববার (নভেম্বর ১৭) সন্ধ্যা ৭টায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। ড. ইউনূস বলেন, স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লব চলাকালে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-শ্রমিক জনতার শহীদি মৃত্যু হয়। আমাদের সরকার প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য অত্যন্ত যত্নের সাথে জোগাড় করছে। এই বিপ্লবে আহত হয়েছে ১৯,৯৩১ জন। আহতদের জন্য ঢাকার ১৩টি হাসপাতালসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিদিনই তালিকায় আরও নতুন নতুন শহীদের তথ্য যোগ হচ্ছে, যারা স্বৈরাচারের আক্রোশের শিকার হয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচার করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রতিটি হত্যার বিচার আমরা করবই। জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, তার কাজও বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারত থেকে ফেরত চাইব। শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ইউনূস বলেন, কেবল জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডই নয়, আমরা গত ১৫ বছরে সব অপকর্মের বিচার করব। অসংখ্য মানুষ গুম হয়েছে, খুন হয়েছে এই সময়ে। আমরা গুমের তদন্তে একটি কমিশন গঠন করেছি। কমিশন প্রধান আমাকে জানিয়েছেন অক্টোবর পর্যন্ত তারা ১ হাজার ৬০০ গুমের তথ্য পেয়েছেন। তাদের ধারণা এই সংখ্যা ৩ হাজার ৫০০ ছাড়িয়ে যাবে। ভাষণের শুরুতেই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস মুক্তিযুদ্ধের লাখো লাখো শহীদ এবং গত জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র শ্রমিক জনতার অভ্যুত্থানে নিহত সব শহীদকে স্মরণ করেন এবং তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম ও গভীর শ্রদ্ধা জানান। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে আহত এবং সব অংশগ্রহণকারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, স্মরণ করছি তাদের, যারা ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে। যারা নয় দফা নিয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা এক দফা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা দেশকে এক হিংস্র স্বৈরাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আপনাদের, আপনাদের ভাই-বোনদের, *২-এর পাতায় দেখুন*

অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন

রেমিট্যান্স বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক খাতে বড় পরিবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় সাড়ে ১৫ বছর দেশ পরিচালনা করা আওয়ামী লীগ সরকার। এরপর ৮ আগস্ট ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। ১৬ নভেম্বর এই সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিনে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, ব্যাংকিং খাতে সুশাসনসহ অর্থনৈতিক খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। উল্লেখযোগ্য সফলতা হলো, নতুন বাংলাদেশ গড়তে ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, সরকার বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে সংস্কার, দুর্বল ব্যাংককে সহায়তা, বিদেশি ঋণ পরিশোধ, নতুন টাকা না ছাপানো, অযাচিত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ স্থগিত, ব্যাংক, পুঁজিবাজারে সংস্কার কমিশন, অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র কমিটি গঠন, বিচার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, *২-এর পাতায় দেখুন*

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেনের সাথে রোববার মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

অন্তর্বর্তী সরকারকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে সহযোগিতা করবে যুক্তরাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের ভিশন পূরণ, শান্তি, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে যুক্তরাজ্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলবিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট। তিনি বলেন, ''বাংলাদেশে ভালো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করে যুক্তরাজ্য।''রোববার (১৭ নভেম্বর) সকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ক্যাথরিন ওয়েস্ট সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুক্তরাজ্যের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরবিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট আরও বলেন, ''দুই দেশের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সহযোগিতার পথ খোলা আছে।''বৈঠকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের যুক্তরাজ্যে অবস্থান ও দেশে ফেরা নিয়ে আলাদা করে কোনো আলোচনা হয়নি বলেও জানান ওয়েস্ট।

তিনি আরও জানান, সামরিক জান্তার দমনপীড়নে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সহায়তায় আরও ১০ মিলিয়ন পাউন্ড দেবে যুক্তরাজ্য। এসময় তিনি বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরাতে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস *২-এর পাতায় দেখুন*

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী ও স্বামীর পাসপোর্টের আবেদন স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, তার স্বামী সৈয়দ ইশতিয়াক হোসাইনের পাসপোর্টের আবেদন স্থগিত করেছে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদফতর। রোববার (১৭ নভেম্বর) সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হত্যা মামলার পর আত্মগোপনে থেকে আবেদন করায় তাদের আবেদন স্থগিত করা হয়েছে। এর আগে, আত্মগোপনে থেকে বিশেষ সুবিধায় সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর পাসপোর্ট আবেদন নিয়ে অনুসন্ধানী সংবাদ প্রচার করে বাংলাদেশের বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন। তাতে দেখা গেছে, হত্যা মামলার আসামি হলেও বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিরীন শারমিনের ফিঙ্গার প্রিন্ট, ছবি ও চোখের আইরিশ নেওয়া হয়। এর সঙ্গে পাসপোর্ট অধিদফতরের কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন। *২-এর পাতায় দেখুন*

অর্থনৈতিক তিন ঝুঁকিতে চরম অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশ: সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার : গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) জানিয়েছে, আগামী দুই বছরে দেশের অর্থনীতিতে তিন ধরনের ঝুঁকি থাকবে। পাশাপাশি দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি, উচ্চ করহারসহ ১৭ ধরনের বাধায় বিপর্যস্ত দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য। মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য- এই তিন ধরনের অর্থনৈতিক ঝুঁকির পাশাপাশি আলোচ্য সময়ে তিন ধরনের সামাজিক ঝুঁকিও রয়েছে। যেগুলো হলো- বেকারত্ব, জ্বালানি ঘাটতি এবং হৃদরোগ, ক্যানসার ও ডায়াবেটিস রোগের প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ স্বাস্থ্যখাতের দুরবস্থা ও সামিজিক অবক্ষয়। রোববার (১৭ নভেম্বর) মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে 'বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ সংস্কার: অন্তর্বর্তী সরকারের এজেন্ডা' শীর্ষক একটি সংলাপে সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে এসব কথা বলেন। সংলাপে প্রধান উপদেষ্টার (উপদেষ্টা) আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত অধ্যাপক লুৎফে সিদ্দিকী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টু, এফআইসিসিআইয়ের সভাপতি জাভেদ আখতার, বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলী শামীম এহসান, ডিসিসিআইয়ের সভাপতি আশরাফ আহমেদ ও বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল।

প্রবন্ধ তৈরিতে দেশের সেবা, কৃষি, ম্যানুফ্যাকচারিং ও নন-ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের এক দশকের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার মানদণ্ডে *২-এর পাতায় দেখুন*

৩ মাসে ৮০ কর্মকর্তাকে ওএসডি, ১০১ জনের চুক্তি বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত তিন মাসে সহকারী সচিব থেকে সিনিয়র সচিব পর্যন্ত ৮০ জন কর্মকর্তাকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে। একই সময়ে ১০১ জন কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। রোববার (১৭ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত তিন মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এতে জানানো হয়, গত আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে সর্বমোট ১ হাজার ৮৭০ জনকে বদলি করা হয়েছে। ৬৫ জনকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, বিগত ৩ মাসে (আগস্ট-অক্টোবর) সিনিয়র *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশে খেলাপি ঋণ ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত মোট ঋণের প্রায় ১৭ শতাংশ (১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ)। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, গত ১৬ বছরের মধ্যে বিতরণ করা ঋণ ও খেলাপি ঋণের সর্বোচ্চ অনুপাত এটি। তথ্য বলছে, গত জুন পর্যন্ত খেলাপি ঋণ ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। অর্থাৎ তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৭৩ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, খেলাপি ঋণের হারে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। সেপ্টেম্বর শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৬ হাজার ১১১ কোটি টাকা, যা তাদের বিতরণ করা ঋণের ৪০ দশমিক ৩৫ শতাংশ। একই সময়ে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে *২-এর পাতায় দেখুন*

২০২৫ সালে চাহিদার তুলনায় তেলের জোগান বাড়বে

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের চাহিদার চেয়ে জোগান বেশি হবে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ)। তবে ২০২৪ চাহিদা বাড়লেও ২০২৫ সাল নাগাদ তা কমে যাবে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, বিশ্বের দ্বিতীয় জীবাশ্ম জ্বালানি তেল ব্যবহারকারী দেশ চীন ইলেকট্রিক গাড়ির (ইলেট্রিক ভেহিকেল-ইভি) উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় অপরিশোধিত তেলের চাহিদা কমে আসবে।যদিও ওপেকভুক্ত দেশ এবং রাশিয়া মিলে ওপেক+ দেশগুলো উৎপাদন কমিয়ে দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে জোগান ঠিক রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো কয়েকটি দেশ উৎপাদন বাড়াবে। আইইএ জানায়, ওপেক ও সহযোগী দেশগুলোর তেল উত্তোলন হ্রাস *২-এর পাতায় দেখুন*

স্মার্টকার্ড মুদ্রণে তথ্য ঘাটতি জটিলতা নিরসনে কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা স্মার্টকার্ড মুদ্রণে তথ্য ঘাটতিজনিত জটিলতা নিরসনে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংস্থাটির এনআইডি শাখার উপ-পরিচালক মাহবুবা মমতা হেনা বিষয়টি জানান। ইসির মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কল্যাণ শাখার উপ-সচিব এম মাজহারুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও এনআইডি শাখার সহকারী পরিচালক এএসএম ইকবাল হাসানকে সদস্য সচিব করে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইসি কর্মকর্তারা জানান, ভোটার এলাকা পরিবর্তন বা তথ্যের ঘাটতি থাকার কারণে অনেকে স্মার্টকার্ড সিস্টেম খুঁজে পান না। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্মার্টকার্ড মুদ্রণ হয় না। মূলত এ সমস্যার সমাধান করতেই ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১৬ সালে স্মার্টকার্ডের বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যন্ত দেশের আট কোটি নয় লাখ ২১ হাজার ১৩০ জন *২-এর পাতায় দেখুন*

সিলেট সীমান্ত এলাকার বিলে পাকতে শুরু করেছে আমন ধান। ধানকাটার পর ক্ষেতেই মাড়াই শেষে খড় নিয়ে বাড়ি ফিরছে কৃষক। ছবিটি রোববার গোয়াইনঘাট উপজেলার কমলাপুর গ্রাম থেকে তোলা।

১৪ হেভিওয়েট আসামিকে ট্রাইব্যুনালে তোলা হচ্ছে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ১০ মন্ত্রী, দুই উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতি ও সাবেক এক সচিবসহ মোট ১৪ জন হেভিওয়েট আসামিকে জুলাই-আগস্টের গণহত্যার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হবে। রোববার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তোলা হবে। বর্তমানে অন্য মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে তারা সবাই কারাগারে রয়েছেন। জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় যাদের ট্রাইব্যুনালে তোলা হচ্ছে, তারা হলেন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ফারুক খান, দীপু *২-এর পাতায় দেখুন*

ভারতের বিকল্প হিসেবে থাইল্যান্ড মালদ্বীপে ছুটছেন পর্যটকরা

স্টাফ রিপোর্টার : অক্টোবর মাস থেকেই শুরু হয়ে গেছে পর্যটন মৌসুম। দেশ-বিদেশে পছন্দের গন্তব্যে ছুটছেন পর্যটকরা। খরচ-সুবিধা বিবেচনায় বাংলাদেশিদের সর্বাধিক পছন্দের গন্তব্য ভারতের ভ্রমণ ভিসার কোনো সুখবর এখনো নেই। বিকল্প হিসেবে বেড়েছে প্যাকেজ ট্যুরের কদর। শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও নেপাল। গত ৫ আগস্টের পর থেকে ভারতে বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ ভিসা বন্ধ থাকায় বিকল্প হিসেবে থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে যাচ্ছেন পর্যটকরা। অনেকে একসঙ্গে দুটি বা তিনটি দেশ ঘোরার প্যাকেজ নিয়ে সাশ্রয়ী ট্যুর করছেন। অ্যাভিয়েশন খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের পর্যটকদের বড় একটি অংশ সারা বছরই ভারতে বেড়াতে যেতেন। পর্যটক ভিসা বন্ধ থাকায় এয়ারলাইন্সগুলো ফ্লাইটের হার এক-তৃতীয়াংশে নেমেছে। যদিও আশপাশের অন্য দেশগুলোর ফ্লাইটে যাত্রী বেড়েছে। জানতে চাইলে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) পরিচালক (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স) মো. ইউনুছ বলেন, 'ভারতের পর্যটক ভিসা বন্ধ থাকায় বিকল্প হিসেবে মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে যাচ্ছেন পর্যটকরা। এসব দেশে সহজেই ভিসা পাওয়ার কারণে অনেকে দুই-তিনটা দেশ একসঙ্গে প্যাকেজে যাচ্ছেন। প্যাকেজ ভ্রমণ দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে।' ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ভারতে বিদেশি পর্যটকদের আগমন প্রায় ৪৭ দশমিক ৮ লাখ। এসময় ভারতে পর্যটকদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে শীর্ষে থাকা পাঁচ দেশ হলো- বাংলাদেশ (২১ দশমিক ৫৫ শতাংশ), যুক্তরাষ্ট্র (১৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (৯ দশমিক ৮২ শতাংশ), কানাডা (৪ দশমিক ৫ শতাংশ) ও অস্ট্রেলিয়া (৪ দশমিক ৩২ শতাংশ)। টোয়াব সূত্র জানায়, বাংলাদেশি ভ্রমণকারীদের *২-এর পাতায় দেখুন*

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ১৮ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

বাজেট কাটছাঁটের প্রক্রিয়া শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারের কৃচ্ছ্রতাসাধন নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের ভ্রমণ ব্যয়ের ওপর বিদ্যমান বিধি-নিষেধ বলবৎ থাকছে। ইতোমধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলনের কাজ শুরু করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি হয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, শুধু জরুরি ও অপরিহার্য ক্ষেত্রে ভ্রমণ করা যাবে এবং সরকারি ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০ ভাগ ব্যয় করা যাবে। এখানে অব্যয়িত অর্থ কোনোভাবেই অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। এছাড়া সংশোধিত বাজেটে কোনো মন্ত্রণালয় তাদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ দাবি করতে পারবে না। অর্থ বিভাগ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে, চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের আকার অবশ্যই মূল বাজেটে উল্লেখিত মোট ব্যয়সীমার (পরিচালন ও উন্নয়ন) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং কোনোভাবেই অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না। একই সঙ্গে উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে কোনো অর্থ অব্যয়িত থাকবে বলে অনুমিত হলে ওই অব্যয়িত অর্থ কোনোক্রমেই পরিচালন বাজেটে স্থানান্তর করা যাবে না। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলনে সব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এসব নির্দেশনা দিয়ে গত বৃহস্পতিবার একটি 'বাজেট পরিপত্র' জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ। সব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নিজ নিজ সংশোধিত বাজেটের প্রাক্কলন নির্ধারিত ফরমে আগামী ২৮ নভেম্বরের মধ্যে অর্থ বিভাগে পাঠাতে বলা হয়েছে। 'মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (পরিচালন ও উন্নয়ন) প্রণয়ন' শীর্ষক বাজেট পরিপত্রে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নীতি ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে উল্লেখিত মোট ব্যয়সীমার মধ্যে সংকুলান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিভিন্ন অপারেশনাল ইউনিট বা আইটেম/ অর্থনৈতিক কোডের বরাদ্দ কমাতে/বাড়াতে পারবে।

সরকারের কৃচ্ছ্রসাধন নীতিমালার আলোকে সব ধরনের মোটরযান ক্রয় বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে ১০ বছরের পুরনো টিওআই অ্যান্ডডিভুক্ত গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে।বাজেট পরিপত্রে সংশোধিত রাজস্ব ও মূলধন প্রাপ্তি প্রাক্কলনের হিসাবের বিষয়ে বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে গত দুই (২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪) অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম চার-পাঁচ মাসের রাজস্ব আদায়ের ধারা বিবেচনায় নিতে হবে। বাজেট পরিপত্রে সংশোধিত 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' (এডিপি) প্রণয়নে ১৩ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে- সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সংখ্যা সীমিত রাখতে হবে এবং মূল সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দহীন কোনো প্রকল্প রাখা যাবে না। সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে অগ্রাধিকার বাছাই করে অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দিতে হবে। সংশোধিত এডিপির মূল অংশে বরাদ্দবিহীন কোনো প্রকল্প রাখা যাবে না। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের এডিপি-বহির্ভূত যেসব প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং যেসব প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেসব প্রকল্প সংশোধিত ৭-এর পাতায় দেখুন

রিটার্ন জমা সহজ করতে চালু হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান জানিয়েছেন, আগামী বছর আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে। রোববার (১৭ নভেম্বর) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস এলাকায় যাত্রীদের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন শেষে এ কথা জানান তিনি। মো. আব্দুর রহমান খান বলেন, কর প্রদান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অটোমেশনের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। আগামী বছর কর রিটার্নের জন্য মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে। তিনি বলেন, সব করপোরেট ট্যাক্স রিটার্ন আগামী বছরের মধ্যে অনলাইন করা হবে। বর্তমানে অনলাইনে রিটার্ন জমা দেয়া যাচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে। আগামীতে এটি করপোরেট পর্যায়েও চালু করা হবে। এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, কর কর্মকর্তাদের সঙ্গে জনগণের সরাসরি যোগাযোগ কমিয়ে আনতে কাজ করছে এনবিআর। তিনি বলেন, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ট্যাক্স দেওয়া সহজ করা হয়েছে। কার্ডে ২৫ হাজার টাকার নিচে ট্যাক্স দিলে খরচ হবে ২০ টাকা। এর ওপরে যত টাকাই হোক সর্বোচ্চ ৫০ টাকা। প্রসঙ্গত, গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল ও কর পরিপালন সহজে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইন রিটার্ন দাখিল সিস্টেম করদাতাদের জন্য উন্মুক্ত করেছে। অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার ও ই-রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা ১০ লাখ ৫০ হাজার অতিক্রম করেছে।

আগামী ২ বছরে ৫ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির উদ্যোগ: আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে এখনো এক কোটি ৮ লাখ মানুষ বেকার উল্লেখ করে অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, আগামী ২ বছরের মধ্যে ৫ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রোববার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম নিয়ে সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন আসিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, 'দেশে এখন এক কোটি ৮ লাখ বেকার। আর নুন্যতম স্নাতক বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ। তবে আগামী ২ বছরের মধ্যে ৫ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে।' এরই মধ্যে ৮৬ হাজার ২৭৭ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। যুব ও ক্রীড়া সচিব বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় কর্মপ্রত্যাশী যুবকদের সরকারি-বেসরকারি কর্মে নিয়োজিত এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৮০ জনের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিগত ১০০ দিনে ১৯ হাজার ৪৫২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ৫২ হাজার ১১৫ জন যুব প্রশিক্ষণরত। তিনি বলেন, বিগত ১০০ দিনে নতুন কর্মসংস্থান হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিপিএসসি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সর্বমোট রাজস্ব ও প্রকল্প খাতে নতুন ৮৬ হাজার ২৭৭ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৬৮ জনের রাজস্ব খাতে ও প্রকল্প খাতে (আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা) ৮৩ হাজার ৮০৯ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে সরকার। বিসিবি প্রসঙ্গে আসিফ মাহমুদ বলেন, 'বিসিবি জোড়াতালি দিয়ে চলছে। নতুন পরিচালক নিয়োগের মাধ্যমে স্থবিরতা কাটানোর চেষ্টা চলছে। এছাড়া প্রতিটি ফেডারেশনের জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রতি বছর কার্যক্রমের রিপোর্ট ও অডিট রিপোর্ট দেওয়া হবে। কেউ যদি দুর্নীতি করে সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। তবে ফুটবলসহ বেশ কিছু ফেডারেশন স্বায়ত্তশাসিত। তাই সেখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।' ফেডারেশনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলমান আছে বলেও জানান আসিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন কমিটি নিয়ে যে অভিযোগ আছে, তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেখানে স্থবিরতা আছে, সেখানে নতুন কমিটি করে সংকট সমাধানের ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশ টিভির এমডি আরিফ হাসান ২ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : হত্যাচেষ্টার মামলায় বেসরকারি টেলিভিশন দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আরিফ হাসানের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রোববার (১৭ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শাহিন রেজার আদালত শুনানি শেষে রিমান্ডের আদেশ দেন। এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বিমানবন্দর থানার উপ-পরিদর্শক আবু সাঈদ তাকে আদালতে হাজির করে তিন দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মো. আজিজুল হক দিদার রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার দুই দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন। এদিকে, রিমান্ড আবেদনে আরিফ হাসানকে আওয়ামী লীগের অর্থের যোগানদাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা। এর আগে শনিবার (১৬ নভেম্বর) রাতে বিদেশ ৭-এর পাতায় দেখুন

মেট্রোরেলের গাবতলী-দাশেরকান্দি রুটে খরচ কমলো ৭ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রোরেলের ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৫ (এমআরটি লাইন-৫) এর সাউদার্ন রুট (গাবতলী-দাশেরকান্দি) প্রকল্পের ব্যয় সাম্প্রতিক পর্যালোচনার পর ১৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। ফলে শেখ হাসিনা সরকারের নেওয়া মেগা প্রকল্পগুলো পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেট্রোরেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) প্রকল্পটি পুনর্মূল্যায়নের পর ছয় হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা ব্যয় কমেছে। সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের নেতৃত্বাধীন পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে এ পর্যালোচনা করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জমা দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আরও খরচ হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে প্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুল ওহাব জানিয়েছেন, ঋণের সুদ পরিশোধের সময় কমিয়ে আনা, মূলধন ব্যয় হ্রাস এবং অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলনে কম অর্থ ধরে খরচ সাশ্রয় করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ডিএমটিসিএল প্রকল্পটির জন্য ৫৪ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছিল। চলতি বছরের এপ্রিলে পরিকল্পনা কমিশনের মূল্যায়ন কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করলেও তখন ব্যয়ে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের পর ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বড় প্রকল্পগুলোর ব্যয় পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ডিএমটিসিএল প্রকল্পটি পুনর্বিবেচিত হয় এবং ব্যয় ৪৭ হাজার ৭২১ কোটি টাকায় সংশোধিত হয়।ফযধশধ-ঢ়ড়ংঃপ্রথম পর্যালোচনার পর ডিএমটিসিএল সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জমা দেয়। বিভাগে পাঠানো ডিএমটিসিএলের এক চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ও ব্যয় বিশ্লেষণ, ইউনিট রেট, বৈদেশিক ঋণের সুদ এবং সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ব্যয় কমানো হয়েছে। ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোট ব্যয়ের মধ্যে ৩৯ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা বিদেশি ঋণের আওতায় থাকবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এ অর্থায়নে প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছে। এমআরটি লাইন-৫ দক্ষিণ রুটটি গাবতলী, টেকনিক্যাল, কল্যাণপুর, শ্যামলী, কলেজ গেট, আসাদ গেট, রাসেল স্কয়ার, কারওয়ান বাজার, হাতিরঝিল, তেজগাঁও, আফতাবনগর, ৭-এর পাতায় দেখুন

বিসিএস ২৫ তম ব্যাচের অল ক্যাডার ফোরামের কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ২৫ তম ব্যাচের অল ক্যাডার ফোরামের সভাপতি হয়েছেন উপসচিব মো. নুরুল করিম ভূঁইয়া; তার সঙ্গে মহাসচিব হিসেবে থাকছেন পুলিশ সুপার ইলিয়াস কবির। গত শনিবার রাতে ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সব ক্যাডারের প্রতিনিধিদের সম্মতিতে ৩৫ সদস্যের এ কমিটি গঠন হয় বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারের উপসচিব মো. নূরুল করিম ভূঁইয়া বলেন, সকল ক্যাডারে সদস্য প্রায় ২৬শ। সবাইতো বিভিন্ন স্থানে কর্মরত। তবে বেশিরভাগ সদস্যদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে সভাপতি এবং পুলিশ সুপার ইলিয়াস কবিরকে মহাসচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কমিটিতে সহ-সভাপতি হয়েছেন মো. সগীর হোসেন, শামীমা পারভীন ও মোহাম্মদ সায়িম রহমান ভূইয়া। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন খাদেমুল করিম ইকবাল ও মো. জাফর ইমাম জেম। এছাড়া মুশতাব শীরা মৌসুমী ৭-এর পাতায় দেখুন

ভাসানীর জন্ম না হলে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হতাম না: কাদের সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বলেছেন, 'মওলানা ভাসানীর জন্ম না হলে আমরা আজ বাংলাদেশের নাগরিক হতাম না। মওলানা ভাসানীর জন্ম না হলে পাকিস্তান হতো না, পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না।' রবিবার

(১৭ নভেম্বর) সকালে টাঙ্গাইলের সন্তোষে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি। এ সময় কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে একটা মারাত্মক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অতীতকে বর্জন করে কেউ যদি পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে সে আহাম্মকের স্বর্গেই বাস করছে। দু'দিন পরে তাদেরও এরকম হতে হবে। মানুষ খুব আশা করেছিল, কিন্তু গত এই তিন মাসে আশা অনুযায়ী ফল পাইনি। যারা সরকার চালাচ্ছে তাদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন দেশের মানুষের কথা বিবেচনা করেন। ক্ষমতা কারও জন্য চিরস্থায়ী নয়। আজকে যারা এসেছেন তাদের জন্যও চিরস্থায়ী নয়। এজন্য দেশের মানুষের কথা চিন্তা করুন। দেশের মানুষকে সম্মান করুন। অতীতকে সম্মান করুন। যাদের এই দেশের জন্য অবদান আছে তাদের যথাযথ যোগ্য সম্মান দিয়ে রাষ্ট্র চালানোর চেষ্টা করুন।' তিনি আরও বলেন, 'এই দেশের মানুষ চায় গণতন্ত্র, চায় ভোটাধিকার। শেখ হাসিনার এই রকম ন্যক্কারজনক পতনের প্রধান কারণ তিনি মানুষের ভোটাধিকারকে সম্মান করেননি। যার ফল এটা হয়েছে। দীর্ঘ সময় মানুষকে ভোটাধিকার ছাড়া রাখলে এখন যারা আছে তাদের পরিণতিও খুব ভালো হবে না, এটা আমার বিশ্বাস।'এ সময় সখীপুর উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার হোসেন সজীবসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল না থাকায় কষ্টে আছেন ব্যারিস্টার সুমন পড়ছেন নামাজ

স্টাফ রিপোর্টার : কারাবন্দি সাবেক সংসদ সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন পুরোপুরি বদলে গেছেন। তিনি কারাগারে নিয়মিত নামাজ আদায় শুরু করেছেন। গতকাল রোববার ব্যারিস্টার সুমনের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও চেম্বার পার্টনার আইনজীবী এম লিটন আহমেদ এসব তথ্য জানিয়েছেন। গত ১৫ নভেম্বর কারাগারে গিয়ে ব্যারিস্টার সুমনের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এ আইনজীবী। আইনজীবী লিটন আহমেদ বলেন, ব্যারিস্টার সুমনের জেল জীবনের সঙ্গী হিসেবে আছেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্যসচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান। এদের দুজনের সঙ্গে একই রুম শেয়ার করতে হয় ব্যারিস্টার সুমনকে। তিনি বলেন, ব্যারিস্টার সুমন কারাগারে ঘুম থেকে ওঠেন ফজরের আজানের আগে। তিনি এখন ৭-এর পাতায় দেখুন

এয়ারক্র্যাফটের ভিতরে স্বর্ণ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা
— এনবিআর চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : এয়ারক্রাফটের ভেতরে স্বর্ণ পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। গতকাল রোববার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাস্টমস হেল্প ডেস্ক উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় ঢাকা কাস্টমস হাউসের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মো. আবদুর রহমান খান বলেন, যে সকল এয়ারক্র্যাফটের ভেতরে স্বর্ণ পাওয়া যাবে, এর দায়-দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে। এয়ারক্র্যাফটের অনেক স্পর্শকাতর জায়গা থেকে স্বর্ণ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি। তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান ৭-এর পাতায় দেখুন

সিংড়ায় 'আমি মধ্যবিত্ত' কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি: নাটোরের সিংড়ায় তরুন লেখক ও সাহিত্যিক মোঃ সামাউন আলী (সুমন) রচিত "আমি মধ্যবিত্ত" কাব্যগ্রন্েহর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। অনির্বাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের আয়োজনে (১৭ই নভেম্বর) রবিবার সকাল ১১ টায় সিংড়া মডেল প্রেসক্লাব কনফারেন্স রুমে মোড়ক উন্মোচন ও সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়। অনির্বাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি, এস এম রাজু আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক জুলহাস কায়েম ও রবিন খানের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, নাটোর ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক কবি আলতাফ হোসেন। আরো বক্তব্য রাখেন, অগ্নিবীণা সাহিত্য সংসদের সভাপতি, সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট আব্দুল ওহাব, গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের নাটোর জেলা সভাপতি কবি রুস্তম আলী মোল্লা , গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, এডভোকেট বাকী বিল্লাহ রশিদী, হাতিয়ান্দহ গণগ্রন্থাগারের সভাপতি আব্দুল মতিন, "আমি মধ্যবিত্ত" কাব্যগ্রন্েহর লেখক কবি সামাউন আলী। বক্তব্য শেষে অনির্বাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে তরুণ কবি সামাউন আলী (সুমন) কে "সেরা কবি" সম্মাননা স্মারক ও সনদ এবং এডভোকেট বাকী বিল্লাহ রশীদি "আইন উপদেষ্টা " হিসেবে মনোনীত হওয়ায় সনদপত্র প্রদান করা হয়।

পল্টনে বাস-ট্রাকের মাঝে পড়ে প্রাণ গেল ব্যাংক কর্মকর্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্টনে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষের মাঝে চাপা পড়ে অটোরিকশার এক যাত্রী মারা গেছেন। পল্টন থানার এসআই মো. আরিফ উল্লাহ জানিয়েছেন, গতকাল রোববার ভোর পাঁচটার দিকে পল্টন মোড়ে ইউনিক পরিবহনের একটি বাস ও পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষের মধ্যে অটোরিকশাটি পড়ে গেলে এই ঘটনা ঘটে। নিহত রিকশা যাত্রী ৬০ বছর বয়সী জাকির হোসেন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন; তার গ্রামের বাড়ি ফেনীর দাগনভুইয়ায়। এই দুর্ঘটনায় চালক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন এসআই আরিফ। তিনি বলেন, "তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সকাল ৬ টা ৫ মিনিটে মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক জাকির হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত রিকশাচালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।চ নিহত জাকিরের মরদেহ ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রথম প্রান্তিকে মুনাফা কমেছে ২০ কোম্পানির

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২০টি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ চলতি হিসাব বছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিগুলোর শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) কমেছে। কোম্পানিগুলো হলো-সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড, বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড, নাভানা সিএনজি লিমিটেড, বেস্ট হোল্ডিংস লিমিটেড, আমরা নেটওয়ার্কস

লিমিটেড, ওয়াটা কেমিক্যালস লিমিটেড, বারাকা পাওয়ার লিমিটেড, আলিফ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, টেকনো ড্রাগস লিমিটেড, ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড, মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড, ওরিয়ন ইনফিউশনস লিমিটেড, মীর আখতার হোসেন লিমিটেড, ইনডেক্স এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স লিমিটেড, হা ওয়েল টেক্সটাইলস (বিডি) পিএলসি, বিডিকম অনলাইন এবং ইউসুফ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড। রোববার (১৭ নভেম্বর) ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই-সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সামিট পোর্ট: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৮০ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম ৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে সংস্কার করতে হবে
——চরমোনাই পীর

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনের রোডম্যপ ঘোষণা করে সে অনুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দ্রুত শেষ করে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। ইসলামী মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে পুরানা পল্টনস্থ আইএবি মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন। এসময় তিনি বলেন,নির্বাচন নিয়ে জনমনে সংশয় ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এজন্য নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে সে আলোকে সংস্কার কাজ দ্রুত চালিয়ে নিতে হবে। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিগত শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযুদ্ধের ধোয়া তুলে হাজার হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ দিয়েছে। এই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ বাতিল করতে হবে। সেইসাথে স্বীকৃতবঞ্চিত ৭-এর পাতায় দেখুন

কৌশলে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা, ঢামেক থেকে ভুয়া চিকিৎসক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গত ১১ নভেম্বর নাক, কান ও গলা বিভাগে নূর আলম নামে এক রোগী ভর্তি হন। তার কাছে থেকে পাপিয়া আক্তার স্বর্ণা (২৫) নামের এক ভুয়া চিকিৎসক কৌশলে ২৮ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন। তাকে আটক করে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়। রোববার (১৭ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের নাক, কান ও গলা বিভাগের ৩০৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাকে আটক করা হয়। ঢাকা মেডিকেলে দায়িত্বে থাকা আনসারের প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) মিজানুর রহমান জানান, ১২টার দিকে আমাদের সদস্যরা টহল দেওয়ার সময় এই নারীকে অ্যাপ্রোন পরে ঘোরাফেরা করতে দেখে। তার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে আনসার সদস্যরা ওই ওয়ার্ডে কর্মরত চিকিৎসকদের ডেকে ৭-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের জাহাজে কী এসেছে জানালো বন্দর কাস্টমস

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসা আলোচিত জাহাজ এমভি ইউয়ান জিয়ান ফা ঝং নামের জাহাজে কি পণ্য এসেছে তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছিলো। চট্টগ্রাম বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সেই জাহাজে কি পণ্য এসেছে তা বিস্তারিত জানিয়েছেন। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, জাহাজটিতে মূলত গার্মেন্টস শিল্পের কাঁচামাল, পেঁয়াজ, আলু, চুনাপাথর, কাঁচ, কাপড়, গাড়ির যন্ত্রাংশসহ

বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি হয়েছে। পাকিস্তানের ১৮টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এসব পণ্য সরবরাহ করেছে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের উপ-কমিশনার মোহাম্মদ সাইদুর রহমান জানান, পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে এমভি ইউয়ান জিয়ান ফা ঝং নামের যে জাহাজ এসেছে সেই জাহাজ থেকে সর্বমোট ৩৭০টি একক কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে নামানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৯৭ একক কনটেইনার এসেছে করাচি বন্দর থেকে, আর বাকি ৭৩ একক কনটেইনার এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। কাস্টমস-এর কাছে আসা তালিকা অনুযায়ী, এই জাহাজের কনটেইনার সমূহে আমদানি হয়েছে টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল, এর মধ্যে আছে ১১৫ কনটেইনার সোডিয়াম কার্বনেট বা সোডা অ্যাশ, ৪৬ ৭-এর পাতায় দেখুন

ধামরাইয়ে ট্রাক চাপায় হেলপারসহ নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার ধামরাইয়ে ট্রাক চাপায় হেলপারসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৫ জন। গত শনিবার দিবাগত রাতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ঢুলিভিটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করা হলেও ড্রাইভারকে আটক করা যায়নি। সাভার হাইওয়ে থানার ওসি শওকাতুল আলম দুজনের মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেছেন। নিহত কাঞ্চন (২৬) ও মো. আশরাফুল ইসলাম (২৫) এর বাড়ি যথাক্রমে জামালপুর ও নেত্রকোনা বলে জানা যায়। তারা দুইজনই ট্রাকে কাজ করতেন বলে জানাগেছে। হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ধামরাই এর কালামপুর এলাকা থেকে ঈদ বুঝাই একটি ট্রাক ঢাকার দিকে যাওয়ার সময় ঢুলিভিটা এলাকায় পৌছালে ট্রাকটিতে ত্রুটি দেখা দিলে ট্রাকের ড্রাইভার ও হেলপার ট্রাকটি সাইড করে মেরামতের কাজ করছিলেন। এই সময় মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী একটি বড় ট্রাক, থামিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

সুপেয় পানি পাচ্ছে না দক্ষিণ গাজার ১২ লাখ মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহরে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ রেখেছে ইসরায়েল। এতে মারাত্মক সুপেয় ?পানি সংকটে অনিরাপদ হয়ে পড়েছে খান ইউনিস শহর। সেখানকার ১২ লাখেরও বেশি বাসিন্দা ও বাস্তুচ্যুত মানুষ সুপেয় পানির অভাবে এখন 'জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে'। এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে খান ইউনিস শহর কর্তৃপক্ষ। খবর আনাদোলু এজেন্সির। বিবৃতিতে নগর সরকার বলেছে, ক্রমাগত জ্বালানি বন্ধের কারণে নলকূপ এবং ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো ভেঙে পড়েছে। খান ইউনিসের ১২ লাখেরও বেশি বাসিন্দা ও বাস্তুচ্যুত মানুষজন পানযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য পানি পাচ্ছে না। নগর সরকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থগিত করার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সতর্ক করে বলেছে, অপরিশোধিত বর্জ্য জল রাস্তায় প্লাবিত হতে পারে, পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এতে রোগ ও মহামারি ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে, নগর সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোকে গাজায় ইসরায়েলি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে জরুরিভাবে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে, যা জীবনের সমস্ত দিক ধ্বংস করেছে। নগর সরকার জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে জ্বালানি সরবরাহ পুনরায় শুরু করতে এবং জনসেবা সম্পূর্ণ পতন রোধে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং খুচরা যন্ত্রাংশ প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। গাজার বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আক্রমণ ১৩ মাসেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে, যার ফলে ৪৩ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং ছিটমহলটিকে প্রায় বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। ইসরায়েলের চলমান অবরোধের ফলে গাজায় খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। গাজায় ইসরায়েল তার কর্মকাণ্ডের কারণে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যা মামলার মুখোমুখিও হচ্ছে।

৬ কোটি তরুণ নির্বাচন চায় না: এবি পার্টি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই আন্দোলনের ৬ কোটি তরুণ নির্বাচন চায় না বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। রোববার (১৭ নভেম্বর) এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু সংবিধানের ৯০ ধারার সরকার না, যে তারা নির্বাচন করার জন্য আসছে। এর দুই কারণ। প্রথমটি হলো- কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে জুলাই-আগস্টের পরিবর্তন হয়নি। যদিও আমরা রাজনৈতিক কর্মী। আন্দোলনে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যেই ৬ কোটি তরুণ-যুবক এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা কেউ নির্বাচনের দাবি তোলেননি। তিনি বলেন, '৬ কোটি তরুণ বলেননি আমরা ইমেডিয়েট নির্বাচন চাই। তাহলে এই সরকারের ম্যান্ডেটটা আমাদের ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের

আর দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনামের ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি ছিল ৯ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলারের। সেখানে ২০২৩ সালে এই রপ্তানি বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামের রপ্তানি বেড়েছে ৫২ দশমিক ৯৬ শতাংশ। ওটেক্সার প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পোশাক রপ্তানি ছিল ৩ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের। ২০২৩ সালে এই রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলারে। আর ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের পোশাক রপ্তানি ছিল ১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলার। যা ২০২৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ০২ বিলিয়ন ডলারে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ার পোশাক রপ্তানি গত এক দশকে বেড়েছে ৩৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে যেখানে দেশটির রপ্তানি ছিল ২ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০২৩ সালে এই রপ্তানি উন্নীত হয় ৩ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলারে। তবে গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীনের পাশাপাশি হ্রাস পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, হন্ডুরাস এবং ইন্দোনেশিয়ার পোশাক রপ্তানিও। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি ১৩ দশমিক ৩১ শতাংশ, মেক্সিকোর ২৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ, হন্ডুরাসের ৬ দশমিক ০৮ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে ১৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ।

২০২৫ সালে চাহিদার তুলনায়

কমলে ২০২৫ সালে চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত ১০ লাখ ব্যারেল তেলে জোগান বাড়বে। এর মূল কারণ হলো চীনে এর চাহিদা কমে আসবে। এ বিষয়ে মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক জেপি মরগ্যানি এক প্রতিবেদনে জানায়, ২০২৫ সালে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলারে নেমে আসতে পারে। ওপেক প্লাসের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালে বিশ্বে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দৈনিক চাহিদা গড়ে ৯ লাখ ৯০ হাজার ব্যারেল হতে পারে। আইইএ-এর প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০২৫ সালে ওপেক+এর বাইরে থাকা দেশগুলোতে দৈনিক তেল উৎপাদন বাড়তে পারে গড়ে ১৫ লাখ ব্যারেল। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, গায়ানা ও আর্জেন্টিনার মতো দেশ এতে মূল ভূমিকা রাখবে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) সুদের হার কমে যাওয়ার সম্ভাবনায় শুক্রবার জ্বালানি তেলের দাম ২ শতাংশের বেশি কমেছে। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার আদর্শ ব্রেন্টের দাম শুক্রবার আগের দিনের তুলনায় ১ ডলার ৫২ সেন্ট বা ২ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ কমেছে। সে হিসাবে ব্যারেল প্রতি মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭১ ডলার ৪ সেন্ট। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) দাম শুক্রবার কমেছে আগের দিনের তুলনায় ১ ডলার ৬৮ সেন্ট বা ২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এতে ব্যারেলপ্রতি মূল্য দাঁড়িয়েছে ৬৭ ডলার ২ সেন্ট। আগের সপ্তাহের তুলনায় ব্রেন্ট ও ডব্লিউটিআইয়ের দাম যথাক্রমে ৪ ও ৫ শতাংশ কমেছে। ডাচ বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবা প্রতিষ্ঠান রাবোব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, ২০২৫ সালে বাজারে দৈনিক প্রায় ৭ লাখ ব্যারেল অতিরিক্ত সরবরাহ হতে পারে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, তেলের দাম বৃদ্ধিতে ওপেক ও সহযোগী দেশগুলো এতদিন যে উৎপাদন হ্রাসের ধারায় ছিল, সেই ধারা থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। এতে করে বাজারে সরবরাহ বাড়বে। কারণে দামও কমে আসবে।

চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫

বয়সসীমা ৩২ ও বিসিএসে ৪ বার অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। তবে এটি ৩৫ প্রত্যাশীদের সঙ্গে একটি প্রহসন বলে মনে করেন আন্দোলনকারীরা। তারা বলেন, যেহেতু সরকার বিসিএসের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে, তাই আমরা আশা করি বয়সের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ৩২ থেকে ৩৫ করে আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৫ নভেম্বর সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা পরিবর্তন করে ৩২ থেকে ৩৫ করার দাবিতে সরকারকে এক সপ্তাহের আল্টিমেটাম দেন আন্দোলনকারীরা। দাবি না মানলে জেলা টু ঢাকা লংমার্চ কর্মসূচি দেয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

র‍্যাব ও পুলিশ কর্মকর্তাসহ ৫৩ জনের

নোয়াখালীর দেলোয়ার হোসেন মিশু, পঙ্গু হয়ে যাওয়া চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার সাইফুল ইসলাম তারেক, গুলশানের ভাটারা থানা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি নুরুল আমিন এবং ঝিনাইদহের রতনহাট উপজেলার একটি ইউনিয়নের ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মো. কামারুজ্জামান।

জ্বালানি তেল নিয়ে সুসংবাদ

ব্যবহার বৃদ্ধির পূর্বাভাসের (প্রতিদিন ৯ লাখ ৯০ হাজার ব্যারেল) চেয়ে বেশি। অন্যদিকে ওপেক প্লাসভুক্ত দেশগুলো তাদের ২২ লাখ ব্যারেল দৈনিক উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকে উৎপাদন কোটা বাড়ানোর কাজ শুরু করতে পারে তারা। তবে সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন ওপেক প্লাসভুক্ত দেশগুলো তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলেও ২০২৫ সালে বৈশ্বিক চাহিদার তুলনায় দৈনিক ১০ লাখ ব্যারেলের বেশি তেল উদ্বৃত্ত থাকবে। কোভিড, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, এটি একটি শিথিল সরবরাহ পরিস্থিতিই স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

আইইএ জানিয়েছে, মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয় ও তার 'ড্রু দি বিজনেস' নীতির ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টাবে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রশমন ও মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা হ্রাস পেতে পারে। এর প্রভাব তেলের বাজারেও পড়বে। টানা ছয় বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদক হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত আগস্টে দেশটির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দৈনিক রেকর্ড ১ কোটি ৩৪ লাখ ব্যারেলে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে ইউএস এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

অক্টোবরে সড়কে ঝরেছে

সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা করা হয়েছে বলে জানায় বিআরটিএ।

ভারতের বিকল্প হিসেবে থাইল্যান্ড

একটি প্রধান গন্তব্য ছিল ভারত, প্রায় ৪৫ শতাংশ। এর মধ্যে বেশিরভাগ ভ্রমণ করেন চিকিৎসার জন্য (প্রায় ৮০ শতাংশ), কেনাকাটা (১৫ শতাংশ) এবং অবকাশ যাপন (৫ শতাংশ)। ভ্রমণকারীদের কেনাকাটার জন্য প্রথম পছন্দ কলকাতা। এরপর আছে সিকিম, গোয়া, কাশ্মীর, দার্জিলিং, গুজরাট, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, হায়দরাবাদসহ উত্তর-পূর্ব ভারত। ৫ আগস্টের পর এ সংখ্যা ৯০ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে। ভ্রমণ ভিসা কবে চালু হবে সে বিষয়ে কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। এখন শুধু শিক্ষা ও চিকিৎসা ভিসা সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে। থাইল্যান্ড-মালদ্বীপের ফ্লাইটে বাড়ছে যাত্রীচাপ টোয়াব সূত্র জানায়, ভারতে যেতে না পেরে অনেক পর্যটক পরিবার-পরিজন নিয়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, নেপালের কাঠমান্ডু যাচ্ছেন। এর মধ্যে ব্যাংকক, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, নেপাল রুটের ফ্লাইটে পর্যটকের চাপ অনেকাংশে বেড়েছে। অনেকে থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের প্যাকেজ নিচ্ছেন। বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটনকেন্দ্রিক দেশগুলোর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কাঠমান্ডু, ব্যাংকক, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ব্যাংকক, মালদ্বীপে যায়। এছাড়া শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স, ফিটস এয়ার, মালদিভিয়ান, মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স, থাই এয়ারওয়েজ, বাটিক এয়ার এবং এয়ার এশিয়া ঢাকা থেকে এসব গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

এসব এয়ারলাইন্সে মালদ্বীপে ইকোনোমি ক্লাসের রিটার্ন ভাড়া প্রায় ৪৫ হাজার থেকে ৫৫ হাজার টাকা, কাঠমান্ডু ৩২ থেকে ৩৫ হাজার, শ্রীলঙ্কা ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা, সিঙ্গাপুর ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা, মালয়েশিয়া ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা, ব্যাংকক ৩০ থেকে ৩২ হাজার টাকা। দূরত্বের দিক দিয়ে ভারতের পর বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে কাছের পর্যটনকেন্দ্রিক দেশ নেপাল। দেশটিতে ঢাকা থেকে দুটি এয়ারলাইন্স ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং নেপালের হিমালয়া এয়ারলাইন্স। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক-জনসংযোগ মো. কামরুল ইসলাম বলেন, ভিসা জটিলতায় ভারতের সব রুটের ফ্লাইট সংখ্যা কমানো হয়েছে। চট্টগ্রাম-কলকাতার ফ্লাইটটি আপাতত বন্ধ। তবে ভারতে যেতে না পেরে অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যাংকক এবং মালদ্বীপে যাচ্ছেন। এই দুই রুটের ফ্লাইটে পর্যটকের চাপ অনেকাংশে বেড়েছে। পাশাপাশি থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের (একসঙ্গে তিন দেশ) প্যাকেজও নিচ্ছেন অনেকে। নেপালের কাঠমান্ডুতে প্রতিদিন ফ্লাইট পরিচালনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বিমানের জনসংযোগ বিভাগ সূত্র জানায়, বিমানের কাঠমান্ডু ফ্লাইটে প্রতিদিন ৮০ শতাংশের বেশি যাত্রী যাতায়াত করছেন। এই যাত্রীদের অধিকাংশই পর্যটক। বাকিরা কাঠমান্ডু হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যে যাচ্ছেন।

ঢাকা-কলকাতা-দিল্লি-চেন্নাইয়ে বন্ধ একের পর এক ফ্লাইট বাংলাদেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স, ভারতের এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগো। তবে পর্যটক কম থাকায় ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা ফ্লাইট স্থগিত করেছে নভোএয়ার। আবার চট্টগ্রাম-কলকাতা রুটের ফ্লাইট বন্ধ রেখেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। এছাড়া ভারতের এয়ারলাইন্সগুলোর ফ্লাইটও এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। ঢাকা থেকে ভারতের কলকাতা, চেন্নাই, দিল্লিতে আকাশপথে যাত্রী পরিবহন করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। কিন্তু এ পথে গড়ে ৫০ শতাংশ যাত্রীও পাচ্ছে না সংস্থাটি। ফলে আগে যেখানে ঢাকা-কলকাতায় ১৪টি ফ্লাইট চলতো এখন সেখানে মাত্র সাতটি ফ্লাইট (দিনে একটি) চলছে। একইভাবে দিল্লিতে আগে প্রতিদিন একটি করে ফ্লাইট পরিচালনা করতো বিমান। এখন সেখানে সপ্তাহে চারটা এবং চেন্নাইয়ে সাতটির জায়গায় তিনটি ফ্লাইট চলছে। এ অবস্থায় পরিচালন ব্যয় তুলতেই হিমশিম খাচ্ছে বিমান।

ঢাকা থেকে কলকাতা রুটে এটিআর ৭২-৫০০ এয়ারক্রাফট দিয়ে সপ্তাহে সাতটি ফ্লাইট পরিচালনা করতো নভোএয়ার। কিন্তু পর্যাপ্ত যাত্রী না পাওয়ায় গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে সাময়িকভাবে ফ্লাইট বন্ধ রেখেছে নভোএয়ার। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে ভারতের কলকাতায় সপ্তাহে ২১টি ফ্লাইট পরিচালনা করতো ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। এখন যাত্রী সংকটে ১৫টি ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় সব ফ্লাইটই বন্ধ। এছাড়া ঢাকা থেকে চেন্নাই রুটে সপ্তাহে ১১টি ফ্লাইট পরিচালনা করতো ইউএস-বাংলা। এখন সেটি কমিয়ে পাঁচে নামানো হয়েছে। মো. কামরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রী সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমেছে। এতে এয়ারলাইন্স ব্যবসা ঝুঁকিতে রয়েছে। এ অচলাবস্থা দ্রুত কাটাতে হবে।

১৪ হেভিওয়েট আসামিকে

মনি, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, তৌফিক এলাহী, আ. রাজ্জাক, শাহজাহান খান, কামাল আহমেদ মজুমদার, গোলাম দস্তগীর গাজী, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাঙ্গীর আলম। এর আগে, গত ২৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল তাদের হাজির করার আদেশ দেন। প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবর শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়।

স্মার্টকার্ড মুদ্রণে তথ্য ঘাটতি

এ স্মার্টকার্ড পেয়েছেন। এখনো বিতরণের অপেক্ষায় রয়েছে এক কোটি ৫১ লাখ ৭৬ হাজার ১৪৭ জনের কার্ড। সবচেয়ে বেশি স্মার্টকার্ড বিতরণ হয়েছে ঢাকায়, এক কোটি ৫০ লাখ ৩ হাজার ৮৬টি। সবচেয়ে কম বিতরণ হয়েছে সিলেটে ৩৭ লাখ ২১ হাজার ৮৬৬টি। উদ্বোধনের পর আট বছর কেটে গেলেও এখনো ১৪৩টি উপজেলার লাখ লাখ ভোটারের উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা স্মার্টকার্ড ছাপাতে পারেনি নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ছাপানো হলেও ৪৭টি উপজেলার ৭২ লাখের মতো কার্ড বিতরণ হয়নি। ইসির কয়েকটি সূত্র জানায়, দেশে মোট উপজেলা (ইসির প্রশাসনিক এলাকা) সংখ্যা ৫১৯টি। এর মধ্যে বিতরণ শেষ হয়েছে ৩৫০টি উপজেলার স্মার্টকার্ড। বর্তমানে স্মার্টকার্ড বিতরণ চলমান আছে এমন উপজেলার সংখ্যা ১১টি। স্মার্টকার্ড মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু বিতরণ শুরু হয়নি এমন উপজেলার সংখ্যা ১৫টি। পারসোনালাইজেশন সেন্টারে ডেলিভারির অপেক্ষা রয়েছে এমন উপজেলার সংখ্যা ২১টি। আর স্মার্ট কার্ড মুদ্রণ করা হয়নি এমন উপজেলার সংখ্যা ১৪৩টি। ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নাগরিকদের উন্নতমানের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ২০১১ সালে আইডিইএ (স্মার্টকার্ড) প্রকল্পটি হাতে নেয় কমিশন। তারপর তিন বছর সময় নিয়ে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে স্মার্টকার্ড তৈরির দিকে এগোয় সংস্থাটি। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠান অবার্থার টেকনোলজিসের সঙ্গে ৩ সময়ের ৯ কোটি ভোটারের জন্য নয় কোটি স্মার্টকার্ড তৈরি করে দিতে ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি চুক্তি করে ইসি। যার মেয়াদ ছিল ১৮ মাস। কিন্তু মেয়াদ বাড়ানোর পরও ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তিতে উল্লেখিত কার্ড সরবরাহ করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। ফলে সে বছরের শেষের দিকে অবার্থারের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়। ইসি কর্মকর্তারা জানান, অবার্থার এক দশমিক ৫১ ডলার দরে সাত কোটি ৭৩ লাখ কার্ড সরবরাহ করতে পেরেছিল। সে অনুযায়ী আগের এক কোটি ২৭ লাখ নাগরিকের কার্ড ঘাটতি ছিল। এই কয়েক বছরে ভোটার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জনে। সব মিলিয়ে আরো প্রায় সাড়ে চার কোটির মতো ব্লাংক কার্ড তৈরি এবং তাতে নাগরিকের তথ্য ইনপুট করে বিতরণে যেতে হবে। সেজন্য আইডিইএর দ্বিতীয় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আর এক হাজার ৮০৫ কোটি টাকার এ প্রকল্প থেকে তিন কোটি কার্ড দেওয়ার কথা থাকলেও ডলারের দাম বাড়ায় দুই কোটি ৩৬ লাখ ৩৩ হাজার ৭২০টি কার্ড দেবে বিএমটিএফ। অবশিষ্ট কার্ডগুলো প্রকল্পের মেয়াদ শেষে রাজস্ব খাত থেকে কেনার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি।

দেশে খেলাপি ঋণ ২ লাখ

১ লাখ ৪৯ হাজার ৮০৬ কোটি টাকা, যা তাদের বিতরণ করা ঋণের ১১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। অন্যদিকে বিদেশি ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বা বিতরণ করা ঋণের ৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ। এর আগে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপে ব্যাংকগুলোর প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এতদিন এ চিত্র চাপা পড়েছিল স্বার্থান্বেষী মহলগুলোর কারসাজিতে।

৩ মাসে ৮০ কর্মকর্তাকে ওএসডি

সচিব ও সচিব পদে ১২ জন, গ্রেড-১ পদে ৩ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ১৩৫ জন, যুগ্মসচিব পদে ২২৬ জন, উপসচিব পদে ১২৫ জন, অন্যান্য ক্যাডারে ২২১ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব (নন-ক্যাডার) পদে ৯ জন এবং সহকারী সচিব (নন-ক্যাডার) পদে ৩৭ জনসহ সর্বমোট ৭৬৮ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে ৪ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ৩ মাসে সহকারী সচিব থেকে সিনিয়র সচিব ও সচিব পর্যায় পর্যন্ত ৮০ জন কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। এ ছাড়া একই সময়ে ১০১ জন কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। সাতজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

অর্থনৈতিক তিন ঝুঁকিতে চরম

বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ও ভারতের চেয়ে পিছিয়ে। অর্থনীতির তুলনায় ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বাংলাদেশে ডুয়িং ব্যবসা করার জন্য ১৭টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- দুর্নীতি, আমলাতন্ত্রের অদক্ষতা, বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, নীতির অস্থিতিশীলতা, দুর্বল শ্রমশক্তি, উচ্চ করহার, উদ্ভাবনের জন্য অপর্যাপ্ত ক্ষমতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঝুঁকিপূর্ণ জনস্বাস্থ্য এবং শ্রমনীতির সীমাবদ্ধতা। তবে দুর্নীতিকে মূল সমস্যা জানিয়ে মোয়াজ্জেম বলেন, আমরা মনে করি দুর্নীতি সর্বদাই প্রধান সমস্যা। যদিও অপর্যাপ্ত অবকাঠামোর সমস্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। বছরের পর বছর অদক্ষ আমলাতন্ত্র একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার অস্থিরতা একটি বড় কারণ হয়ে উঠেছে। মুদ্রাস্ফীতি সবসময় বড় চিন্তার কারণ। অন্যদিকে নীতির অস্থিতিশীলতা একটি মারাত্মক উদ্বেগের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সংলাপে আরও বলা হয়, সার্বিকভাবে অর্থনীতির অবস্থা যথেষ্ট খারাপ। ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, দুর্নীতি, প্রবৃদ্ধির হিসাবে গরমিলের কারণে অর্থনীতিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থনীতির বড় অনিশ্চয়তা এখন উৎপাদন খাতে। নানা কারণ উদ্যোক্তারা পার ও সবচেয়ে বড় রপ্তানি শিল্প পোশাক খাতকে উৎপাদনব্যবস্থা এখনো ভঙ্গুর রয়ে গেছে। বিভিন্ন খাতের সমস্যা ও সংস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়, এনবিআর বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, যার মধ্যে রয়েছে পরিচালনা, সাংগঠনিক এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। এসব সীমাবদ্ধতার ফলে ট্যাক্স জালিয়াতি কমানোর চেষ্টা চলছে। বর্তমান ভ্যাট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং মূল ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলো প্রধানত ম্যানুয়াল। এখানে স্বচ্ছতার জন্য আধুনিকীকরণের প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে। এছাড়া শিক্ষায় মাথাপিছু ব্যয় কম। এখানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রাথমিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা ও সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর কার্যক্রমের পর্যালোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। পাশাপাশি আর্থিক খাতেও ন্যায়পাল নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি।

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন

পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে না পারলেও বেশ কিছু মামলার আসামি এমন অনেক নেতাকে অনৈতিক সুবিধায় পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ২২ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্যদের (এমপি) জন্য বরাদ্দকৃত সব কূটনৈতিক (লাল) পাসপোর্ট বাতিল করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

অন্তর্বর্তী সরকারকে গণতান্ত্রিক

একটি রূপরেখা ঘোষণা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। শুভেচ্ছা সফরে শনিবার (১৬ নভেম্বর) ঢাকা আসেন যুক্তরাজ্যের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর যুক্তরাজ্য সরকারের কোনো জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধির এটিই প্রথম বাংলাদেশ সফর। ক্যাথরিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা, রাজনৈতিক নেতা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। তার ঢাকা সফরের দুদেশের বাণিজ্য-বিনিয়োগ ও রোহিঙ্গা ইস্যু প্রাধান্য পাবে।

রেমিট্যান্স বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক খাতে

সুশাসন আনার ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে ব্যাংকের ভেতরে যে কর্পোরেট গভর্নেন্স, এ বিষয়ে ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ এসেছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন শুল্ক কমানো এবং কর ছাড় দেওয়ার বিষয়টিও ইতিবাচক। এ ছাড়া বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও এক ধরনের প্রাথমিক স্থিতিশীলতা এসেছে। এদিকে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, বাহিনীগুলোর সংস্কার, মূল্যস্ফীতি, দুর্নীতি দূর করা ও রাজনৈতিক দলের সংস্কারের ক্ষেত্রে এখনও গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন, সার্বিকভাবে পাশাপাশি অনেকগুলো সমস্যায় রয়েছে। কর ছাড় দিয়েও নিত্যপণ্যের দাম কমানো যাচ্ছে না। পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফেরেনি, জনপ্রশাসনে শুদ্ধি অভিযান শেষ হয়নি, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। এসব বিষয়ে সরকার নজর দিতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক আশরাফ কায়সার বলেন, দ্রব্যমূল্য হলো প্রথম চ্যালেঞ্জ। কারণ, মানুষ বাজারে গিয়ে সঠিক দামে পণ্য কিনতে না পারলে তারা হতাশ হবেই, তাই বলেও এবং একসময় সে বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম সরকার অনেক তীব্র গতিতে হবে, তৎপরতা দেখাবেন যেটা সেভাবে দেখিনি। প্রশাসনকে ঢেলে না সাজানোর কারণে পদেপদে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। রাষ্ট্র সংস্কারে গঠিত কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশের সব সেক্টরে আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ দ্রুত সংস্কার শেষে নির্বাচনের রূপরেখা ঘোষণা।

প্রতিটি হত্যার বিচার করব, শেখ

আপনাদের সন্তানদের যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম ১০০ দিন অতিক্রম করার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, স্বৈরশাসনে বিপর্যস্ত এই দেশকে আমাদের সবাইকে মিলে পুনর্গঠন করতে হচ্ছে। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের পর আমরা এমন একটি দেশ হাতে পেয়েছি, যার সর্বত্র ছিল বিশৃঙ্খলা।

টেকনাফের মেরিন ড্রাইভে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নির্বাচন অফিসের কর্মচারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফে মেরিন ড্রাইভে মোটরসাইকেলের ট্রাক্টরের ধাক্কায় উপজেলা নির্বাচন অফিসের এক কর্মচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল ১১টায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের জাহাজপুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানান বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের এসআই লক্ষ্মণ চন্দ্র বর্মণ। নিহত মো. আব্দুর রহমান (৪০) উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের সাবেক রুমখাঁ আলী পাড়ার আব্দুল গফুরের ছেলে। তিনি টেকনাফ উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। স্থানীয়দের বরাতে এসআই লক্ষ্মণ বলেন, সকালে আব্দুর রহমান বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে টেকনাফ উপজেলা সদরে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে জাহাজপুরা এলাকায় পৌঁছালে কৃষিকাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে তিনি মোটরসাইকেল থেকে সড়কের উপর ছিটকে পড়েন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। স্বজনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লালমনিরহাটে ২ মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের পাটগ্রাম-বুড়িমারী স্থলবন্দর আঞ্চলিক সড়কে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে আঞ্চলিক সড়কের পাটগ্রাম ইউনিয়নের কলতাপাড় (হাজীগঞ্জ বাজার) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন পাটগ্রাম থানার ওসি আশরাফুজ্জামান। নিহত ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদের (৪৮) বাড়ি একই উপজেলার কুচলিবাড়ি ইউনিয়নের ললিতাহাট গ্রামে। তিনি পেশায় মিল (ধান ভাঙ্গার মেশিন) ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ওসি আশরাফুজ্জামান বলেন, ব্যবসায়ী আবুল কালাম বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের কামারেরহাট (উফামারা) বাজারে তার ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে (ধান ভাঙ্গার মিল) যাচ্ছিলেন। পথে কলতাপাড় এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে আবুল কালাম আজাদ মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আহত হন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দুই মোটরসাইকেল চালক কেউ কাউকে দেখতে না পারায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওসি আশরাফুজ্জামান আরও বলেন, নিহতের স্বজনদের অভিযোগ না করায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বেতনের দাবিতে ফের সড়ককে বেক্সিমকোর শ্রমিকরা

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর মহানগরের সারাবো এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা। গতকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে শ্রমিকরা সারাবোর চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ শুরু করেন বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কাশিমপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে পোশাক ও সিরামিক কারখানায় ৪১ হাজার কর্মী রয়েছে। এর মধ্যে আরএমজি কারখানার শ্রমিকেরা সপ্তাহখানেক ধরেই সড়ক অবরোধ করে গত (অক্টোবর) মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানাচ্ছেন। এই দাবিতে শ্রমিকরা গত শনিবার সকাল থেকে রাত সোয়া ৭টা পর্যন্ত ১০ ঘণ্টা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে রাতে তারা অবরোধ তুলে নিলেও গতকাল রোববার সকাল ৯টার আবার ওই সড়ক অবরোধ করেন। এদিকে সড়ক অবরোধ করায় ওই সড়কের উভয় পাশে তৈরি হয়েছে যানজট। সড়ক ব্যবহারকারী যাত্রী ও চালকেরা ভোগান্তিতে পড়েছেন। তবে উত্তরবঙ্গের যানবাহন বিকল্প হিসেবে গাজীপুরের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ব্যবহার করে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, "পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে, শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বকেয়া বেতন প্রদানের আশ্বাস না পেলে মহাসড়ক ছেড়ে যাবেন না বলে জানিয়েছে শ্রমিকরা।"

গাজীপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় নারী শ্রমিক ও কলেজ ছাত্র নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে বাস চাপায় নারী শ্রমিক ও বাংলাবাজার এলাকায় মোটরসাইকেল-অটোরিকশার সংঘর্ষে কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে কলেজ ছাত্র নিহত হন বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম। নিহত নিলয় সরকার গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বাহাদুরপুর গ্রামের নির্মল সরকারের ছেলে। তিনি পুবাইলের ম্যাটসের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এসআই সাইফুল বলেন, গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে খাসির মাংস কেনার জন্য মোটরসাইকেল নিয়ে বাহাদুরপর থেকে বাংলাবাজার সড়ক ধরে রাজেন্দ্রপুর আরপি গেইট এলাকায় যাচ্ছিলেন নিলয়। পথে রাজেন্দ্রপুর থেকে বাংলাবাজারমুখী এক অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। এসআই আরও বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে গাজীপুরের শ্রীপুরে নতুন বাজারে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাস চাপায় এক নারী পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি আইয়ুব আলী। নিহত মোছা. বিলকিছ আক্তারের বাড়ি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার মালিয়াপাড়া গ্রামে। তিনি ভবানীপুর এলাকায় এলাকার ট্রাস্ট নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে জুনিয়র অপারেটর ছিলেন। ওসি আইয়ুব আলী জানান, গতকাল রোববার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের তুলা গবেষণা ইন্সটিটিউটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেসময় ওই নারী শ্রমিক মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। তখন শেরপুর থেকে ঢাকাগামী আমানি পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই নারী নিহত হন। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এবিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান হাইওয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা।

লটারি নয়, ভর্তি পরীক্ষার দাবিতে রেসিডেনসিয়াল মডেলের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : লটারি পদ্ধতি বাতিল করে পরীক্ষা নিয়ে মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির দাবিতে সড়ক আটকে আড়াই ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখিয়েছে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এই দাবিতে গতকাল রোববার সকাল ১০ থেকে গণভবনের সামনে সড়ক অবরোধ করে তারা বিক্ষোভ করেন। তাদের আন্দোলনের কারণে মিরপুর সড়কে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ এসে তাদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার রুহুল কবির খান জানান। আন্দোলন চলাকালে কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাইনুজ্জামান বলেন, লটারি পদ্ধতি বাদ দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। আমাদের একটি প্রতিনিধিদল গত শনিবার সরকারের একটি পক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলেছে। কিন্তু তাতে সুরাহা না হওয়ায় রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। কলেজে তৃতীয় শ্রেণি, ষষ্ঠ শ্রেণি এবং নবম শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হয় জানিয়ে মাইনুজ্জামান বলেন, এসব শ্রেণিতে লটরির মাধ্যমে ভর্তি হয়। আমরা লটারি নয়, মেধা চাই। উপ পুলিশ কমিশনার রুহুল কবির খান বলেন, অবরোধের কারণে যানজট তৈরি হওয়ায় তারা শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। পরে কলেজের বিদায়ী অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম ফরহাদও বেলা সোয়া ১২টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার পর অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার সময় দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মোয়াজ হোসেন বলেন, "আমরা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অবস্থা করেছি। অধ্যক্ষ এসে সাধারণ জনগণের ভোগান্তির কথা বলেছেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে দিলাম। দাবি না মানলে আগামীকাল আবার বসব। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম ফরহাদ সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। বিষয়টি এখন মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষের হয়রানির বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বোঝানোর পর তারা রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে।

নভেম্বরে তৃতীয় বারের মতো বন্ধ আরিচা-কাজিরহাট ফেরি চলাচল

স্টাফ রিপোর্টার : নাব্য সংকটের কারণে আবারো মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাবনার কাজিরহাট নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রেখেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)। গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে যমুনা নদীর এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করা হয় বলে জানিয়েছেন বিআইডব্লিউটিসি'র আরিচা ঘাটের ম্যানেজার আবু আব্দুল্লাহ। চলতি নভেম্বর মাসে এটি তৃতীয়বারের মতো এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করার ঘটনা। এর আগে ১ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে সাড়ে ৩৭ ঘণ্টা এবং ৮ নভেম্বর শুক্রবার রাত ১১টা থেকে ৬১ ঘণ্টার বেশি এই নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকে। বিআইডব্লিউটিসি'র কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ বলেন, "আরিচা এপ্রোচ চ্যানেলে পলি জমে নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় ফেরি চলাচলে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যাপ্ত পানি না থাকায় ফেরি চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতেই বিআইডব্লিউটিসি ফেরি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছ। এদিকে, ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় আরিচা-কাজিরহাট নৌপথে যানবাহন পারাপার ব্যাহত হচ্ছে। ঘাট এলাকায় কিছু সংখ্যক পণ্যবাহী যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০০১ সালে পাটুরিয়ায় ফেরিঘাট স্থানান্তর করা হলে স্থবির হয়ে পড়ে আরিচা ফেরি ঘাটটি। পরে দীর্ঘ দুই দশক পর ২০২১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পুনরায় চালু হয় আরিচা-কাজিরহাট নৌপথে ফেরি চলাচল। কিন্তু নৌপথের নাব্য সংকটের কারণে বারবার ফেরি বন্ধ হওয়ায় এই রুটে নিয়মিত যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ঘাটে অপেক্ষায় থেকে পণ্যবাহী ট্রাকের চালক সহকারীদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। এছাড়া এই রুটের যানবাহনগুলোকে বিকল্প পথে যেতে হলে সময় ও খরচ অনেক বেড়ে যায়।

গাজীপুরে গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৪

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের কাশিমপুরে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে চারজন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল রোববার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বাগবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে। জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, সকাল সাড়ে ৮টায় তাদের বার্ন ইনস্টিটিউটে আনা হয়। তাদের মধ্যে ২২ বছর বয়সী তানজিলের শরীরের ২০ শতাংশ এবং ২০ বছর বয়সী রাব্বির ২৩ শতাংশ পুড়ে গেছে। আর ৬৫ বছর বয়সী শামসুলের ৫ শতাংশ এবং ৪৯ বছরের রাজিয়া হকের শরীরের ৪ শতাংশ পুড়ে গেছে। চিকিৎসক শাওন বলেন, "তানজিল এবং রাব্বির শরীর বেশি পুড়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় এইচডিইউতে ভর্তি করা হয়েছে।" বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

পাওনা টাকা নিয়ে বাগবিতণ্ডা, চাচার ছুরিকাঘাতে ভাতিজা 'খুন'

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে চাচার ছুরিকাঘাতে ভাতিজা 'খুন হয়েছে' বলে পুলিশ জানিয়েছে। পটিয়া উপজেলার হাইদগাঁও ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাজীপাড়ায় গত শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। পটিয়া থানার ওসি আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর জানিয়েছেন নিহত ২২ বছর বয়সী মো. রাসেল পটিয়ার জামাল মিয়ার ছেলে। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে রাসেলের চাচা মো. জালাল 'পলাতক' আছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। হাটহাজারীতে তার একটি চায়ের দোকান আছে, এ জন্য তিনি নিয়মিত পটিয়ায় নিজের বাড়িতে থাকতেন না। ওসি নূর বলেন, রাতে পাওনা টাকা নিয়ে চাচা ভাতিজার মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়েছে। তার জেরে চাচা ভাতিজাকে গলায় ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এতে তার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে পটিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতাউর রহমান বলেন, জালাল তার বাড়িতে আসার পর পাওনা টাকা নিয়ে চাচা-ভাতিজার মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এর এক পর্যায়ে জালাল ছুরি এনে রাসেলের গলার ডান-বামে আঘাত করে। এরপর পরিবারের সদস্যরা রাসেলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এই পরিদর্শক।

মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে নানা কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার : এদিকে টাঙ্গাইলে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল রোববার সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ভাসানীর মাজারে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার, ভাসানী পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া করা হয়। শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে সকাল থেকেই তার মাজারে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মানুষের ঢল নামে। পরে মওলানা ভাসানীর অনুসারীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন পর্যায়ক্রমে তার মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোকসজ্জা করা হয়েছে এবং মওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সাতদিনব্যাপী 'ভাসানী মেলা'ও চলছে। এছাড়াও সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজ, মওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম। সিরাজগঞ্জে জন্ম হলেও তিনি তার জীবনের সিংহভাগই কাটিয়েছেন টাঙ্গাইলের সন্তোষে। সন্তোষের মাটিতেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। কৈশোর-যৌবন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দীর্ঘদিন তৎকালীন বাংলা-আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তার উদ্যোগে ১৯৫৭ সালে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন বাংলাদেশের রাজনীতিতে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি সর্বদলীয় ওয়ার কাউন্সিলের উপদেষ্টা ছিলেন। স্বাধীনতার পর তার সর্বশেষ কীর্তি ছিল- বাঁধ দিয়ে ভারতের একতরফা পানি অপসারণের প্রতিবাদে ফারাক্কা লং মার্চ। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মওলানা ভাসানী।

এক স্কুল তিনবার বিলীন পদ্মায়, এখন খোলা আকাশের নিচে ক্লাস

স্টাফ রিপোর্টার : শরীয়তপুরের জাজিরায় তিন দফায় পদ্মার ভাঙনে বিলীন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নিচে। এতে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। সবশেষ এক মাসের বেশি সময় আগে ভাঙনের মুখে উপজেলার পাইনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পদ্মার বুকে বিলীন হয়ে যায়। এরপর থেকে একটি জরাজীর্ণ টিনশেড ও খোলা আকাশের নিচে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। স্থানীয়রা জানান, ১৯৭০ সালে জাজিরার পদ্মাতীরের নাওডোবা পাইনপাড়া এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন পাইনপাড়া এলাকাটি নদীর দক্ষিণ তীরে ছিল। পরে কয়েক দফায় নদীভাঙনের কবলে পড়ে এলাকাটি এখন পদ্মা নদীর মাঝামাঝি স্থানে একটি চরে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়দের দেওয়া তথ্য বলছে, বিদ্যালয়টি প্রথমবার ভাঙনের কবলে পড়ে ১৯৯৫ সালে। দ্বিতীয় দফায় ২০০৭ সালে ভাঙনের কারণে এটির জমি ও অবকাঠামো পদ্মা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এরপর ২০১৩ সালে চরপাইনপাড়ায় ৩৩ শতাংশ জমির ওপর পাঁচটি কক্ষ নির্মাণ করে বিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। শিক্ষকরা জানান, গত বর্ষায় নদীভাঙনের কবলে পড়ে প্রথমে বিদ্যালয়ের মাঠটি বিলীন হয়। এরপর ৫ অক্টোবর বিদ্যালয়টির টিনশেড ঘর ভাঙনের কবলে পড়লে তা সরিয়ে নেওয়া হয়। ওই সময় নদীর দক্ষিণ তীরে পদ্মা সেতু প্রকল্পের একটি খালি জমিতে বিদ্যালয়ের জিনিস ও আসবাবপত্র স্তূপ করে রাখা হয়। ওই সময় টানা ২০ দিন বিদ্যালয়টির কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পদ্মা নদীর মাঝে অবস্থিত চরপাইনপাড়া এলাকার। এখন সেটি অস্থায়ীভাবে চালু হয়েছে নদীর দক্ষিণ তীরের নাওডোবা এলাকায়। ফলে নৌকায় করে পদ্মার প্রায় দুই কিলোমিটার জলপথ পাড়ি দিয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে আসতে হচ্ছে। নদী পারাপারের ভয়ে প্রাক্?-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না অভিভাবকেরা। সম্প্রতি পদ্মা সেতু প্রকল্পের নাওডোবা এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সেতুর জন্য অধিগ্রহণ করা একটি খালি জমিতে নদী ভাঙনের শিকার কিছু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে পাইনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে একটি মাদ্রাসার রান্নাঘরের বারান্দা ও খোলা আকাশের নিচে। রোদের মধ্যে বসেই পড়ালেখা করছে শিশুরা। পাশে একটি নলকূপ থাকলেও কোনো শৌচাগার নেই। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪০ শিক্ষার্থীকে পাঠ কার্যক্রমে অংশ নিতে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির হলেও সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে রেখে পাঠের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন শিক্ষকরা। শারমিন আক্তার ও মেহেদী হাসান নামে বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির দুই শিক্ষার্থী জানায়, তারা সাঁতার জানে, তবু নদী পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে ভয় লাগে। প্রতিদিন সকালে পদ্মা পাড়ি দিয়ে নাওডোয় গিয়ে ক্লাস শেষে বিকালে গ্রামে ফিরে যায় তারা। পঞ্চম শ্রেণির নিশাতুল রায়হানা ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আবু রায়হানের বসতবাড়ি পদ্মায় বিলীন হয়েছে গত সেপ্টেম্বরে। এরপর চোখের সামনে বিদ্যালয়টির একই পরিণতি দেখেছে বলে তারা জানায়। এদিকে, অবকাঠামো না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানান, বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম মিয়া। তিনি বলেন, "বিদ্যালয়টি নেই, ভাবতে পারছি না। সামনে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষা। এই বিবেচনায় খোলা আকাশের নিচে শ্রেণির কার্যক্রম চালাচ্ছি। স্কুলটা কোথায় নিয়ে চালু করা হবে, কে আমাদের জমি দেবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। "জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্কুলটির অবস্থা জানিয়েছি। তারা আসেননি বলে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তও দিতে পারিনি।" বিদ্যালয়টি পরিদর্শন না করার কথা অকপটে স্বীকার করেন জাজিরা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়ামত হোসেন। তিনি বলেন, "আমি শুনেছি, একটি স্কুল নদীভাঙনের শিকার হয়েছে। সেটি দেখতে যেতে পারিনি। স্কুলটির শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ কি না, তাও বলতে পারব না।" জাজিরা উপজেলার ইউএনও কাবেরী রায় বলেন, "আমি জাজিরায় যোগদান করেছি তিন সপ্তাহ হল। কোন স্কুল নদীতে বিলীন হয়েছে, তা কেউ আমাকে জানাননি। খোঁজ নিয়ে দেখব বিদ্যালয়টির বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়।"

সাবেক মন্ত্রী মায়া চৌধুরীর বাড়িতে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া'র বাড়িতে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গত শনিবার রাত আনুমানিক ৮টার দিকে মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুরের বাড়ির দুটি ভবনে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে ফায়ার সার্ভিস। পরিস্থিতি দেখতে রাতেই ঘটনাস্থলে যা সেনাবাহিনী, পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন। গতকাল রোববার ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর মতলব উত্তর ইনচার্জ ইন্সপেক্টর নুরুল করিম বলেন, গতকাল রাতে আমরা আগুনের খবর পাই।

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে

মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। যারা অভাবে তাড়নায় রিকশা চালায়, চা বিক্রি করে সে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়া, বৈষম্যহীন সমাজের জন্য তিনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য জাতির সামনে তুলে ধরতে মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম পরিষদকে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতা বড় আশা নিয়ে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে ফ্যাসিবাদকে বিতাড়িত করেছে। জনগণের চাহিদা পুরণে উপদেষ্টা সরকারকে কাজ করতে হবে। নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে। গণহত্যাকারী ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনাসহ দোষীদের দ্রুত বিচার করতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এবং নুরুজ্জামান সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমাদ, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ইমতিয়াজ আলম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ূম প্রমুখ। সম্মেলন শেষে কামরুল হককে সভাপতি, মুহাম্মদ নুরুজ্জামান সরকারকে সহ-সভাপতি ও মাওলানা শেখ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে সেক্রেটারী জেনারেল করে ইসলামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেন পীল সাহেব চরমোনাই। পরে তিনি তাদেরকে শপথবাক্য পাঠা করান।

ধামরাইয়ে ট্রাক চাপায় হেলপারসহ

রাখা নষ্ট ট্রাকের পিছন থেকে ধাক্কা দিলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুইজন নিহত হন। এতে ট্রাকের পাশে থাকা প্রায় আরও ৫ ব্যক্তি আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সাভার হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এয়ারক্র্যাফটের ভিতরে স্বর্ণ পাওয়া

বলেন, ব্যাগেজ রুলসের সুবিধা নিয়ে একই যাত্রী বারবার স্বর্ণ আনার ঘটনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সকল যাত্রীদেরও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। যাত্রীসেবা নিয়ে তিনি আরও বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী সেবায় নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কাস্টমসের পক্ষ থেকেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যাত্রী-রা যেন সহজেই কাস্টমসের কাছ থেকে সেবা পান, সে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। বিমানবন্দরের ভিতরে কাস্টমস হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে যাত্রীসেবা আরও ত্বরান্বিত হবে। কাস্টমসের কাছ থেকে যাত্রী নাজেহালের কোন অভিযোগ আসলেও আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। প্রবাসী যাত্রীদের সেবার মান সমুন্নত রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কাস্টমসের কর্মকর্তারাও সর্বোচ্চ সেবা দিতে কাজ করছে। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য হাসন আহমদ, ফারজানা আফরাজ, মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চধুরী, মো. মোয়াজ্জম হোসেন, ড. মা. আবদুর রউফ, মো. আজিজুর রহমান, কাজী মাস্তাফিজুর রহমান, কাস্টমস হাউসের কমিশনার অব কাস্টমস মোবারা খানম, অ্যাডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, সিফাত-ই-মরিয়ম, এয়ারপার্ট কাস্টমস ইনচার্জ ও জয়েট কমিশনার অব কাস্টমস মো. আল-আমিন, এয়ারপার্ট কাস্টমস ইনচার্জ ও জয়েট কমিশনার অব কাস্টমস প্রমুখ।

পাকিস্তানের জাহাজে কী এসেছে

কনটেইনার খনিজ পদার্থ ডলোমাইট, ৩৫ কনটেইনারে চুনাপাথর এবং ৬ কনটেইনারে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট। এছাড়া আমদানি হয়েছে ১০ কনটেইনার কাচশিল্পের কাঁচামাল ভাঙা কাচ, ২৮ কনটেইনার শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের কাঁচামাল কাপড়, রং। এক কনটেইনার গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং ৪২ কনটেইনার পেঁয়াজ, ১৪ কনটেইনার আলু। পাকিস্তান ও আমিরাত থেকে এসব পণ্য আমদানি করেছে আকিজ গ্লাস ফ্যাক্টরি, নাসির ফ্লোট গ্লাস, চট্টগ্রামের প্যাসিফিক জিনস, এক্স সিরামিকস, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, ঢাকার হাফিজ করপোরেশন, এম আর ট্রেডিংস ও চট্টগ্রামের আল্লাহর রহমত স্টোর। জাহাজটি কনটেইনারগুলো নামিয়ে দিয়ে ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ত্যাগ করেছে। আমদানিকারকরা তাদের আমদানিকৃত পণ্য খালাস নিতে ইতিমধ্যে কাস্টমস-এর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বলে বন্দর কাস্টমস সূত্রে জানা গেছে। এদিকে পাকিস্তান থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য আমদানি প্রসঙ্গে দেশের বৃহত্তম ভোগ্যপণ্যের বাজার খাতুনগঞ্জের ফারুক ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার ফারুক আহমেদ জানান, এর আগে করাচি থেকে কোন পণ্য সরাসরি আমদানি হতো না। পাকিস্তান থেকে কোন পণ্য আমদানি করতে হলে সেসব পণ্য প্রথমে শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া কিংবা সিঙ্গাপুরের বন্দরে এনে ফিডার জাহাজে চট্টগ্রামে পাঠানো হতো। এখন সরাসরি পাকিস্তান থেকে জাহাজ আসায় আমদানি খরচ অনেক কমে যাবে। বাঁচবে সময়ও।

৬ কোটি তরুণ নির্বাচন চায় নাঃ এবি

বোঝা দরকার। তরুণদের সরকার, তরুণরা কী চায়।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের রাজনীতি হলো নির্বাচন দেন। যেন টেন্ডার, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব করা যায়। সরকার পরিবর্তন হয়েছে, চাঁদাবাজ পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু চাঁদাবাজির পরিবর্তন হয়নি।' ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, 'সব জায়গায় চাঁদাবাজদের তালিকা পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দেশের হাট-ঘাট-মাঠ-বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে হকার-ফেরিওয়ালা সব দখল হয়ে গেছে।'

কৌশলে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা

ওই নারীর ব্যাপারে খোঁজ নেন। পরে ঢাকা মেডিকেলের কোনো চিকিৎসক তাকে না চিনলে তাকে প্রশাসনিক ভবনে পরিচালকের কক্ষে নেওয়া হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিচালক ও উপপরিচালকের পরামর্শে ওই ভুয়া নারী চিকিৎসককে ঢামেকের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুকের কাছে সোপর্দ করা হয়। ঢাকা মেডিকেলে কেন এসেছেন জানতে চাইলে অভিযুক্ত পাপিয়া আক্তার স্বর্ণা জানান, পূর্বপরিচিত এক রোগীকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা করাতে এসেছেন। চিকিৎসকের অ্যাপ্রোন কেন পরেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এটা ভুল করেছি, ভবিষ্যতে আর এ কাজ করব না। আমার ভুল হয়েছে আমি জীবনে আর এ ধরনের অপরাধ করব না। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক ফারুক বলেন, আমরা জানতে পেরেছি গত ১১ নভেম্বর নাক, কান, গলা, বিভাগে নূর আলম নামের এক রোগী ভর্তি হয়। তার কাছে থেকে এই ভুয়া চিকিৎসক কৌশলে ২৮ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। পরে আমরা তাকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করি। ফারুক আরও জানান, ওই ভুয়া নারী চিকিৎসক নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার ওয়াদিয়া গ্রামের মো. আনোয়ার হোসেনের মেয়ে। বর্তমানে ঢাকার বকশিবাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। এর আগে, গত বছরের ডিসেম্বরে মুনিয়া রোজা নামের এক ভুয়া নারী চিকিৎসককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

প্রথম প্রান্তিকে মুনাফা কমেছে ২০

প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৩৬ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৩৪ টাকা ৫১ পয়সা। বসুন্ধরা পেপার: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৮০ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৯৩ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৭৫ টাকা ২৮ পয়সা। নাভানা সিএনজি: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি নাভানা সিএনজি লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ২ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৫ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৩১ টাকা ২৯ পয়সা। বেস্ট হোল্ডিংস: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বেস্ট হোল্ডিংস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) সমন্বিতভাবে কোম্পানির শেয়ার প্রতি ১ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৩৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৫৩ টাকা ৭৯ পয়সা। আমরা নেটওয়ার্কস: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তথ্য প্রযুক্তি খাতের কোম্পানি আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৩৪ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৮২ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৩৭ টাকা ৩৫ পয়সা। ওয়াটা কেমিক্যালস: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ওয়াটা কেমিক্যালস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৩১ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৩৫ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৬১ টাকা ৯০ পয়সা। বারাকা পাওয়ার: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানি বারাকা পাওয়ার লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ১২ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ২২ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ২২ টাকা ৭৪ পয়সা। আলিফ ম্যানুফেকচারিং: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আলিফ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৭ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১৫ টাকা ২০ পয়সা। টেকনো ড্রাগস: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি টেকনো ড্রাগস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৬৩ পয়সা আয় হয়েছে। গতবছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৯ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ২৯ টাকা ৮৮ পয়সা (পুনর্মূল্যায়নসহ)। ফু-ওয়াং সিরামিক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৭ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৯ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১২ টাকা ৪ পয়সা। জিপিএইচ ইস্পাত: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ১৪ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৩৪ পয়সা লোকসান হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৫২ টাকা ৬৫ পয়সা। মুন্নু সিরামিক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৮ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৭৪ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮০ টাকা ৬ পয়সা। ওরিয়ন ফার্মা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ওরিয়ন ফার্মা গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) সমন্বিতভাবে কোম্পানির শেয়ার প্রতি ২৪ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৭৬ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ওরিয়ন ইনফিউশনস: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ওরিয়ন ইনফিউশনস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৫৪ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৬৬ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১৫ টাকা ৯৯ পয়সা। মীর আখতার: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি মীর আখতার হোসেন লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে সমন্বিতভাবে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় (EPS) হয়েছে ২৩ পয়সা। গত বছরও একই সময়ে কোম্পানির শেয়ার প্রতি ২৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৫১ টাকা ২১ পয়সা। ইনডেক্স এগ্রো: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ইনডেক্স এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ১ টাকা ১ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ২ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮৩ টাকা ১৫ পয়সা। ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ১৬ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ২০ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১৩ টাকা ৪০ পয়সা। হা ওয়েল টেক্সটাইলস: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হা ওয়েল টেক্সটাইলস (বিডি) পিএলসি গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ১ টাকা ১৭ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৩৮ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৩৯ টাকা ৬৮ পয়সা। বিডিকম অনলাইন: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি বিডিকম অনলাইন লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৩০ পয়সা আয় হয়েছে। গত বছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ৩৫ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১৬ টাকা ২৫ পয়সা। ইউসুফ ফ্লাওয়ার: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি ইউসুফ ফ্লাওয়ার মিলস লিমিটেড গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) কোম্পানির শেয়ার প্রতি ৭৪ পয়সা আয় হয়েছে। গতবছর প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি ২ টাকা ১৯ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৭৪ টাকা ৬৭ পয়সা।

পল্টনে বাস-ট্রাকের মাঝে পড়ে প্রাণ

ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলে এসআই আরিফ জানিয়েছেন।

মোবাইল না থাকায় কষ্টে আছেন

নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। সাবেক এমপি হিসেবে জেলে ডিভিশন পেয়েছেন। তবে ব্যারিস্টার সুমন কষ্টে আছেন তার সঙ্গে মোবাইল ফোন না থাকায়। কারণ, আগে সার্বক্ষণিক মোবাইলে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যেতেন, যা এখন একেবারেই বন্ধ। ব্যারিস্টার সুমন তার চেম্বার পার্টনারকে আরও বলেন, জেলজীবন কষ্টের, কারণ ঠিক সন্ধ্যা নামার সময় কারা সেলে ঢুকে পড়তে হয়, খাবার খেয়ে নিতে হয়। এটা স্বাভাবিক জীবনে মানা কষ্টের। সারাদিন কী করেন ব্যারিস্টার সুমনড় এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, হাঁটাহাঁটি করেন। কখনো সকালে, কখনো বিকেলে। তবে সেখানেও তাকে দেখলে অন্য কয়েদিরা 'সুমন ভাই', 'সুমন ভাই' ডাক শুরু করেন। এতে কখনো-কখনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এ কারণে সেলের বাইরে হাঁটতে কিছুটা বেগ পেতে হয় তাকে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন রাজধানীর মিরপুরে যুবদল নেতা ও বাঙালিয়ানা ভোজের সহকারী বাবুর্চি হৃদয় মিয়াকে হত্যাচেষ্টা মামলায় গত ২১ অক্টোবর মধ্যরাতে মিরপুর-৬ এলাকা থেকে ব্যারিস্টার সুমনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ মামলায় ৫ দিনের রিমান্ড শেষে গত ২৭ অক্টোবর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই বাবুর্চি হৃদয় জুমার নামাজ আদায় করে মির-পুর-১০ নম্বরে সমাবেশে যান। সেখানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। তারা ককটেল ও বোমা নিক্ষেপ করে এবং গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন হৃদয়। আহত হৃদয় হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার ১০ নম্বর হাতিয়াইন ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি। এ ঘটনায় তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন। মামলার ৩ নম্বর আসামি ব্যারিস্টার সুমন।

বিসিএস ২৫ তম ব্যাচের অল

সাংগঠনিক সম্পাদক; মোহাম্মদ তাহেরুল ইসলাম জুয়েল কোষাধ্যক্ষ; আলিমুন রাজিব আইনবিষয়ক সম্পাদক; আবু জাফর রাশেদ দপ্তর সম্পাদক; শাহরিয়ার মো. কবির হাসান স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক; সাইদুজ্জামান সাঈদ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক; মোজাম্মেল হক পিটার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক; লুৎফর রহমান জনসংযোগ ও প্রকাশনা সম্পাদক; মোহাম্মদ মজিবুর রহমান সমাজকল্যাণ সম্পাদক; আমিনুর রশিদ উন্নয়িন বিষয়ক সম্পাদক; সেলিম আহমদ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক হয়েছেন। কমিটিতে নির্বাহী সদস্য হয়েছেন মো. নেয়ামুল ইসলাম, প্রত্যুষ কুমার মজুমদার, মো. আনিসুজ্জামান, সাখাওয়াত হোসেন, মো. সাজ্জাদুর রহমান, মোহা. আবু সায়েম, এ কে এম হামিদুর রহমান, গোলাম আজম, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, এস এম কায়সার আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ সফিকুর রহমান, মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাকির হোসেন, মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও মোহাম্মদ আরিফুর রহমান।

মেট্রোরেলের গাবতলী-দাশেরকান্দি

নাসিরাবাদ এবং দাশেরকান্দি এলাকাগুলোকে সংযুক্ত করবে। এমআরটি লাইন-৫ প্রকল্পে গাবতলী থেকে আফতাবনগর পর্যন্ত ১৩.১০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ এবং আফতাবনগর থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত ৪.১০ কিলোমিটার ভূ-উপরিস্থ মেট্রোরেল লাইন তৈরি করার কথা রয়েছে।

দেশ টিভির এমডি আরিফ হাসান ২

যাওয়ার সময় সন্দেহ হওয়ায় ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে আটকে দেয়। পরে খবর পেয়ে বিমানবন্দর থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ১৯ জুলাই গুলিবিদ্ধ হয় সজিব। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় সজীবের বাবা বিমানবন্দর থানায় হত্যাচেষ্টার মামলা করেন। অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো) কার্যনির্বাহী কমিটির মহাসচিব পদে আরিফ হাসান দায়িত্ব পালন করছেন।

আগামী ২ বছরে ৫ লাখ কর্মসংস্থান

চেষ্টা করা হচ্ছে।' ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট সাতটি ব্যাচে ২ হাজার ১০০ জনকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ট্রাফিক পুলিশের সহায়ক পুলিশ হিসেবে ২৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট নিয়োগ কর্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও জানানো হয় অনুষ্ঠানে।

বাজেট কাটছাঁটের প্রক্রিয়া শুরু

এডিপিতে বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়ন কাজ শেষ হবে এমন সব প্রকল্পের বিপরীতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সহায়তার অংশ সম্পূর্ণ ব্যয় করা যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের অংশে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, অপ্রত্যাশিত খাত থেকে কোনো অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকলে সংশোধিত বাজেটে এর প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে। নির্দেশনায় বলা হয়, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি খাতের বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ ব্যয় করা যাবে। আবাসিক, অনাবাসিক এবং অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় বন্ধ থাকবে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ খাতে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় স্থগিত থাকবে। ধীরগতি প্রকল্প থেকে বরাদ্দ কমিয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ, কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতি সংক্রান্ত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন সম্পর্কিত প্রকল্প এবং এলাকা/অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলোকে সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণে অগ্রাধিকার দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পাখি পল্লী হচ্ছে রাণীনগরের রক্তদহ বিল

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর রাণীনগরের ঐতিহ্যবাহী হাতিরপুল এলাকাসহ শতবছরের ঐতিহ্য রক্তদহ বিলে গড়ে উঠছে পর্যটন কেন্দ্র ও পাখি পল্লী। ইতিমধ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাইমেনা শারমীন। প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়ন করতে পারলে এলাকাটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে আরও শক্তিশালী হবে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাইমেনা শারমীন বলেন, রাণীনগর উপজেলা একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। কিন্তু এখন পর্যন্ত উপজেলায় পর্যটনমুখি কোন খাত গড়ে তোলা হয়নি। উপজেলার শত বছরের ঐতিহ্য হচ্ছে রক্তদহ বিল। এই বিলটি বগুড়া জেলার আদমদীঘি ও নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলা এই দুই উপজেলার মধ্যে অবস্থিত। তবে বিলের সিংহ ভাগই হচ্ছে রাণীনগর উপজেলার অংশে। অপরদিকে রাণীনগর-কালীগঞ্জ সড়কটি নতুন করে নির্মাণ হওয়ায় হাতিরপুল এলাকাটি পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে রক্তদহ বিলের এই অঞ্চলটি যখন পানিতে টই-টুম্বর হয়ে যায় তখন এলাকাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে নৌকা নিয়ে ভ্রমণের জন্য হাজারো পর্যটকরা এখানে ভিড় করে। আর হরেক রকমের পাখিদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো রক্তদহ বিল এলাকা। তাই হাতিরপুল ব্রিজ থেকে রতনডারার পাশ দিয়ে রক্তদহ বিলের মধ্যে চলাচলকারী মেঠো সড়কটি আধুনিকায়ন, সড়কের দুই পাশে পর্যটকদের জন্য বসার বেঞ্চ নির্মাণসহ আরও নানা রকমের সৌখিন ও আকর্ষণীয় স্থাপনা নির্মাণ করা এবং সারা বছর রক্তদহ বিলে আশ্রয় নেয়া হরেক রকমের পাখিদের অভয়ারণ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাখি পল্লী হিসেবে এলাকাটিকে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে "রক্তদহ বিল পর্যটন এলাকা ও পাখি পল্লী" শীর্ষক প্রকল্প স্থাপনের জন্য সকল প্রাথমিক কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। নির্বাহী কর্মকর্তা আরও বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাসহ উপজেলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে প্রথমবারের মতো উপজেলায় কোন এলাকাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এলাকাটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা গেলে স্থানীয়দের পাশাপাশি আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষরা যান্ত্রিক এই জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও একটু বিনোদন গ্রহণ করতে পারবেন। হরেক রকমের হাজার হাজার পাখির কিচিরমিচির শব্দে সকাল হবে এই অঞ্চলের মানুষদের। পরিবারের সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠা পর্যটন কেন্দ্রে এসে পাখি দর্শনের পাশাপাশি কিছুটা সময় প্রকৃতির মাঝে কাটানোর সুযোগ পাবেন। অপরদিকে হাজার হাজার পর্যটকের আগমনের ফলে এই অঞ্চলে গড়ে উঠবে নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের। পাল্টে যাবে অর্থনৈতিক দৃশ্যপট। দ্রুতই রক্তদহ বিল পর্যটন এলাকা ও পাখি পল্লী গড়ে তোলার দৃশ্যমান কাজ শুরু করা হবে বলে তিনি জানান।

গাংনীতে অস্ত্রসহ ইউপি সদস্য আটক

স্টাফ রিপোর্টার : গাংনীতে শুটারগান, ২ রাউন্ড গুলি, দেশীয় অস্ত্র ও কৃষিপণ্য, সরকারি অনুদানের শাড়ী, কম্বল এবং টিসিবির মালামালসহ ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুলকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষীনারায়নপুর ধলা গ্রামের আজমাইন হোসেন টুটুলকে তার বাড়ী থেকে আটক করা হয়েছে। জানা গেছে, উপজেলার ধলা গ্রামের মেম্বর আজমাইন হোসেন টুটুলের বাড়ীতে অবৈধ অস্ত্র ও সরকারি ত্রাণের মালামাল এবং টিসিবির মালামাল রয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তার বাড়ি থেকে তাকে আটক করে। এসময় তাকে জিজ্ঞাসাবাদে ১টি শুটার গান, ২ রাউন্ড গুলি, দেশীয় অস্ত্র, এবং সরকারি মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, টুটুল বিগত সময়ে আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানে বিএনপির মিছিল মিটিং সমাবেশে এ যোগদান করছেন। এব্যাপারে গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, মেম্বর টুটুলকে তার নিজ বাড়ী থেকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। অস্ত্র আইনে তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

পঞ্চগড়ে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার : হিমালয়ের কন্যা ও শীতের জেলা নামে খ্যাত দেশের উত্তরের সীমান্ত জেলা পঞ্চগড়ে শুরু হয়েছে শীতের আমেজ। গতকাল রোবব-ার সকাল ৬টার দিকে জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে প্রথম শ্রেণির তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। গত শনিবার তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হলেও তার আগের দিন শুক্রবার রেকর্ড হয়েছিল ১৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালে আবহাওয়ার তথ্যটি জানিয়েছেন তেঁতুলিয়ার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাসেল শাহ। সকালে সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ভোরের সূর্য উঠলেও কুয়াশার চাদরে ঘেরা প্রকৃতি। শিশির মাড়িয়ে মাঠে যেতে দেখা যায় চাষিদের। শীত ঘিরে বাংলার ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্নের আয়োজন। স্থানীয়রা জানান, ধীরে ধীরে বাড়ছে শীতের মাত্রা। সন্ধ্যার পর থেকেই উত্তরীয় হিমেল হাওয়ায় শীতের পরশ অনুভূত হচ্ছে। মাঝরাতের পর ভোর পর্যন্ত গায়ে কাঁথা নিতে হচ্ছে। উত্তরের এ জেলাটি বরফের পাহাড় হিমালয়-কাঞ্চনজঙ্ঘার বিধৌত এলাকা হওয়ায় অন্যান্য জেলার আগেই এ অঞ্চলে শীতের আগমন ঘটে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতের দাপট বেশি হয়ে থাকে। তবে নভেম্বর থেকেই শুরু হয় শীতের আমেজ। পঞ্চগড় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) রাসেল শাহ বলেন, আগের তুলনায় তাপমাত্রা কিছুটা কমতে শুরু করেছে। গত শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা শুক্রবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল ১৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখন যত দিন যাবে তাপমাত্রা আরও কমতে শুরু করবে বলেও জানান তিনি।

৪২ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া

নগরীর নান্দনিক সড়কবাতি এখন রাসিকের গলার কাঁটা!

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তরাঞ্চলের বিভাগীয় শহর রাজশাহীর নান্দনিক সড়কবাতিগুলো এখন সিটি করপোরেশনের গলার কাঁটা হয়েছে। এসব সড়কবাতির অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল গুনতে হিমশিম খাচ্ছে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক)। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে সিটি করপোরেশনের বকেয়া জমেছে ৪২ কোটি টাকা। এসব সড়কবাতির প্রয়োজনীয়তা ও অস্বাভাবিক ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। জানা গেছে, রাজশাহী মহানগরীর সড়কবাতির বিদ্যুৎ ব্যয়ের বিষয়ে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের বর্তমান কর্তৃপক্ষ সাবেক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের উদাসীনতাকেই দুষছেন। এসব সড়কবাতিতে অনর্থক অর্থ অপচয় করা হয়েছে বলে অনেকের অভিমত। নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানির (নেসকো) কর্মকর্তারা জানান, রাসিকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার বিষয়টি নতুন নয়। তবে কয়েক বছরে বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বেড়েছে। বর্তমানে রাসিকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ৪২ কোটি টাকা। বকেয়া পরিশোধে রাসিকে প্রায়ই চিঠি পাঠানো হয়। সংস্থাটি নাগরিক সেবায় সংশ্লিষ্ট বলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয় না। রাসিক সূত্র জানায়, মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা-বহরমপুর-বন্ধগেট, তালাইমারী-কোর্ট, তালাইমারী-কাটাখালী ও আলিফ-লাম-মিম ভাটা থেকে বিহাস পর্যন্ত প্রায় ২৩ কিলোমিটার সড়কে আধুনিক নান্দনিক সড়কবাতি রয়েছে। প্রায় ১৫ মিটার দূরত্বে বসানো হয়েছে পোল। এসব সড়কবাতি তুরস্ক, চীন ও ইতালি থেকে আনা। এছাড়া ১৮টি মোড়ে পোলে ফ্লাডলাইটও বসানো হয়েছে। ১০৩ কোটি ৭ লাখ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত সড়কবাতি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নষ্ট হচ্ছে।

প্রতিদিন চলছে মেরামত বা সংস্কার। অতিরিক্ত সড়কবাতির কারণে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল টানছে রাসিক। রাসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. এ বি এম শরীফ উদ্দিন বলেন, শুধু সড়কবাতিই নয়, চারটি জোনের পানির পাম্প, বিভিন্ন স্থাপনা ও আরবান হেলথ কেয়ারে ব্যবহৃত বিদ্যুৎবিল পরিশোধ হয়নি সাবেক মেয়রের উদাসীনতায়। বর্তমানে বিদ্যুতের অপচয় কমিয়ে বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'প্রতি মাসের বকেয়া পুঞ্জীভূত হয়ে বড় অঙ্কে দাঁড়িয়েছে। প্রতি মাসে ৫০ লাখ টাকা বিদ্যুৎবিল শোধ করা হচ্ছে।' এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও রাসিকের প্রশাসক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রায়ই গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, 'বর্তমানে সড়কবাতির রেশনিং চলছে। বিদ্যুৎবিল যা আসার এসেছে। এগুলো ধীরে ধীরে পরিশোধ করা হবে।'

টেকনাফের মেরিন ড্রাইভে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নির্বাচন অফিসের কর্মচারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফে মেরিন ড্রাইভে মোটরসাইকেলের ট্রাক্টরের ধাক্কায় উপজেলা নির্বাচন অফিসের এক কর্মচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল ১১টায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের জাহাজপুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানান বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের এসআই লক্ষ্মণ চন্দ্র বর্মণ। নিহত মো. আব্দুর রহমান (৪০) উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের সাবেক রুমখাঁ আলী পাড়ার আব্দুল গফুরের ছেলে। তিনি টেকনাফ উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ের কম্পিউটার অপারেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। স্থানীয়দের বরাতে এসআই লক্ষ্মণ বলেন, সকালে আব্দুর রহমান বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে টেকনাফ উপজেলা সদরে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে জাহাজপুরা এলাকায় পৌঁছালে কৃষিকাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে তিনি মোটরসাইকেল থেকে সড়কের উপর ছিটকে পড়েন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। স্বজনদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লালমনিরহাটে ২ মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের পাটগ্রাম-বুড়িমারী স্থলবন্দর আঞ্চলিক সড়কে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে আঞ্চলিক সড়কের পাটগ্রাম ইউনিয়নের কলতাপাড় (হাজীগঞ্জ বাজার) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন পাটগ্রাম থানার ওসি আশরাফুজ্জামান। নিহত ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদের (৪৮) বাড়ি একই উপজেলার কুচলিবাড়ি ইউনিয়নের ললিতাহাট গ্রামে। তিনি পেশায় মিল (ধান ভাঙ্গার মেশিন) ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ওসি আশরাফুজ্জামান বলেন, ব্যবসায়ী আবুল কালাম বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের কামারেরহাট (উফামারা) বাজারে তার ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে (ধান ভাঙ্গার মিল) যাচ্ছিলেন। পথে কলতাপাড় এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে আবুল কালাম আজাদ মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আহত হন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দুই মোটরসাইকেল চালক কেউ কাউকে দেখতে না পারায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওসি আশরাফুজ্জামান আরও বলেন, নিহতের স্বজনদের অভিযোগ না করায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বেতনের দাবিতে ফের সড়ককে বেক্সিমকোর শ্রমিকরা

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর মহানগরের সারাবো এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা। গতকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে শ্রমিকরা সারাবোর চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ শুরু করেন বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটনের কাশিমপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে পোশাক ও সিরামিক কারখানায় ৪১ হাজার কর্মী রয়েছে। এর মধ্যে আরএমজি কারখানার শ্রমিকেরা সপ্তাহখানেক ধরেই সড়ক অবরোধ করে গত (অক্টোবর) মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানাচ্ছেন। এই দাবিতে শ্রমিকরা গত শনিবার সকাল থেকে রাত সোয়া ৭টা পর্যন্ত ১০ ঘণ্টা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে রাতে তারা অবরোধ তুলে নিলেও গতকাল রোববার সকাল ৯টার আবার ওই সড়ক অবরোধ করেন। এদিকে সড়ক অবরোধ করায় ওই সড়কের উভয় পাশে তৈরি হয়েছে যানজট। সড়ক ব্যবহারকারী যাত্রী ও চালকেরা ভোগান্তিতে পড়েছেন। তবে উত্তরবঙ্গের যানবাহন বিকল্প হিসেবে গাজীপুরের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ব্যবহার করে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, "পু-লিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে, শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু বকেয়া বেতন প্রদানের আশ্বাস না পেলে মহাসড়ক ছেড়ে যাবেন না বলে জানিয়েছে শ্রমিকরা।"

গাজীপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় নারী শ্রমিক ও কলেজ ছাত্র নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে বাস চাপায় নারী শ্রমিক ও বাংলাবাজার এলাকায় মোটরসাইকেল-অটোরিকশার সংঘর্ষে কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে কলেজ ছাত্র নিহত হন বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম। নিহত নিলয় সরকার গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বাহাদুরপুর গ্রামের নির্মল সরকারের ছেলে। তিনি পুবাইলের ম্যাটসের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এসআই সাইফুল বলেন, গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে খাসির মাংস কেনার জন্য মোটরসাইকেল নিয়ে বাহাদুরপর থেকে বাংলাবাজার সড়ক ধরে রাজেন্দ্রপুর আরপি গেইট এলাকায় যাচ্ছিলেন নিলয়। পথে রাজেন্দ্রপুর থেকে বাংলাবাজারমুখী এক অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। এসআই আরও বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে গাজীপুরের শ্রীপুরে নতুন বাজারে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাস চাপায় এক নারী পোশাকশ্রমিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি আইয়ুব আলী। নিহত মোছা. বিলকিছ আক্তারের বাড়ি শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার মালিয়াপাড়া গ্রামে। তিনি ভবানীপুর এলাকায় এলাকার ট্রাস্ট নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে জুনিয়র অপারেটর ছিলেন। ওসি আইয়ুব আলী জানান, গতকাল রোববার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের তুলা গবেষণা ইন্সটিটিউটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সেসময় ওই নারী শ্রমিক মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। তখন শেরপুর থেকে ঢাকাগামী আমানি পরিবহনের একটি বাস তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই নারী নিহত হন। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এবিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান হাইওয়ে পুলিশের এই কর্মকর্তা।

লটারি নয়, ভর্তি পরীক্ষার দাবিতে রেসিডেনসিয়াল মডেলের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : লটারি পদ্ধতি বাতিল করে পরীক্ষা নিয়ে মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির দাবিতে সড়ক আটকে আড়াই ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখিয়েছে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এই দাবিতে গতকাল রোববার সকাল ১০ থেকে গণভবনের সামনে সড়ক অবরোধ করে তারা বিক্ষোভ করেন। তাদের আন্দোলনের কারণে মিরপুর সড়কে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ এসে তাদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার রুহুল কবির খান জানান। আন্দোলন চলাকালে কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মাইনুজ্জামান বলেন, লটারি পদ্ধতি বাদ দিয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। আমাদের একটি প্রতিনিধিদল গত শনিবার সরকারের একটি পক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলেছে। কিন্তু তাতে সুরাহা না হওয়ায় রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি। কলেজে তৃতীয় শ্রেণি, ষষ্ঠ শ্রেণি এবং নবম শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হয় জানিয়ে মাইনুজ্জামান বলেন, এসব শ্রেণিতে লটরির মাধ্যমে ভর্তি হয়। আমরা লটারি নয়, মেধা চাই। উপ পুলিশ কমিশনার রুহুল কবির খান বলেন, অবরোধের কারণে যানজট তৈরি হওয়ায় তারা শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। পরে কলেজের বিদায়ী অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম ফরহাদও বেলা সোয়া ১২টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার পর অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার সময় দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মোয়াজ হোসেন বলেন, "আমরা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অবস্থা করেছি। অধ্যক্ষ এসে সাধারণ জনগণের ভোগান্তির কথা বলেছেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে দিলাম। দাবি না মানলে আগামীকাল আবার বসব। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম ফরহাদ সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। বিষয়টি এখন মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষের হয়রানির বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বোঝানোর পর তারা রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে।

নভেম্বরে তৃতীয় বারের মতো বন্ধ আরিচা-কাজিরহাট ফেরি চলাচল

স্টাফ রিপোর্টার : নাব্য সংকটের কারণে আবারো মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাবনার কাজিরহাট নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রেখেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)। গত শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে যমুনা নদীর এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করা হয় বলে জানিয়েছেন বিআইডব্লিউটিসি'র আরিচা ঘাটের ম্যানেজার আবু আব্দুল্লাহ। চলতি নভেম্বর মাসে এটি তৃতীয়বারের মতো এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করার ঘটনা। এর আগে ১ নভেম্বর রাত ১০টা থেকে সাড়ে ৩৭ ঘণ্টা এবং ৮ নভেম্বর শুক্রবার রাত ১১টা থেকে ৬১ ঘণ্টার বেশি এই নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকে। বিআইডব্লিউটিসি'র কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ বলেন, "আরিচা এপ্রোচ চ্যানেলে পলি জমে নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় ফেরি চলাচলে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যাপ্ত পানি না থাকায় ফেরি চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতেই বিআইডব্লিউটিসি ফেরি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে, ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় আরিচা-কাজিরহাট নৌপথে যানবাহন পারাপার ব্যাহত হচ্ছে। ঘাট এলাকায় কিছু সংখ্যক পণ্যবাহী যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে। ২০০১ সালে পাটুরিয়ায় ফেরিঘাট স্থানান্তর করা হলে স্থবির হয়ে পড়ে আরিচা ফেরি ঘাটটি।

সম্পাদকীয়

মৎস্য খাতে বৈষম্য

দেশের কৃষির অন্যতম উপাদান মৎস্য খাত। মানুষের প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টি চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ হয় মাছ থেকে। প্রবাদ রয়েছে মাছে ভাতে বাঙালি। বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজন এলে বড় মাছ আনার রীতি আজও প্রচলিত। মাছ দিয়ে তৈরি নানা পদের খাদ্য প্রণালী প্রায় নিয়মিত হাজির থাকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে। জেলে জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়েও নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত নাটক, সিনেমা ও কালজয়ী উপন্যাস। মাছ ধরা ও চাষ করা অনেকের জীবন-জীবিকারও উৎস। এ ধরনের পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু নর-নারীর জীবন ও জীবিকা। এক জরিপে উঠে এসেছে, মৎস্য খাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে ১৪ লাখ নারীসহ দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশের অধিক মানুষ। সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে নানা সফলতা এলেও মৎস্যজীবী ও মৎস্যখাতে বৈষম্য এখনো দূর হয়নি। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেছেন, যারা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই প্রকৃত মৎস্যজীবী। এক্ষেত্রে কোনোভাবেই ব্যবসায়ীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। নারী মৎস্যজীবীদের স্বীকৃতিকে বড় ধরনের সমর্থন জানাতে হবে। তাদের সঙ্গে অন্য মৎস্যজীবীদের কোনো পার্থক্য করা যাবে না। যথাযথ সুযোগ-সুবিধা দিতে পারলে মৎস্যজীবীরা আর গরিব থাকবে না। মৎস্যজীবীদের জন্য কৃষি ব্যাংকের মতো নতুন একটি ব্যাংক খোলা যেতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের মৎস্য খাত একটি অপার সম্ভাবনার খাত। এই খাতের সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধি। ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা লাখ লাখ পুকুরে চলছে মাছ চাষ। সেই সঙ্গে উদ্ভাবন হচ্ছে নতুন নতুন মাছের জাত। বিলুপ্তপ্রায় অনেক দেশী মাছের প্রজাতি ফিরে আসছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায় প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মৎস্য চাষিরা সরাসরি তাদের উৎপাদিত মাছ পৌঁছে দিচ্ছেন শহরের ব্যবসায়ীদের কাছে। শহরের মানুষও টাটকা মাছের স্বাদ নিতে পারছেন। কিন্তু যে জেলেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, ঝড়-তুফান ও বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিভিন্ন জলাশয় ও সমুদ্র থেকে মাছ ধরে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের আমিষের চাহিদা মেটান সেই জেলেদের জীবন কীভাবে কাটে তার খবর আমরা কজনই বা রাখি! দেশে মাছের উৎপাদন বাড়লেও জেলেদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি। সামগ্রিকভাবে জেলেরা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। বিশেষ করে যারা সমুদ্রে মাছ ধরেন, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। অনেকের স্থায়ী ঘরবাড়িও নেই। কাজেই মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে শুধু খাদ্য সহায়তা নয়, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। জেলেরা যাতে মহাজনদের ঋণচক্রে আবদ্ধ না থাকেন, সে জন্য তাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা চাই। উপকূল ও চরাঞ্চলের অনেক স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভিভাবকরা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারেন না। এ বিষয়েও সরকারের সুদৃষ্টি কাম্য।

দেশে মাছের উৎপাদন বাড়লেও জেলেদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি। সামগ্রিকভাবে জেলেরা বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। বিশেষ করে যারা সমুদ্রে মাছ ধরেন, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। অনেকের স্থায়ী ঘরবাড়িও নেই। কাজেই মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে শুধু খাদ্য সহায়তা নয়, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। জেলেরা যাতে মহাজনদের ঋণচক্রে আবদ্ধ না থাকেন, সে জন্য তাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা চাই

স্মার্টকার্ডে টিসিবির পণ্য

নিত্যপণ্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে দেশের স্বল্প আয়ের মানুষের সুবিধার্থে সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। তবে এর জন্য এককভাবে শুধু টিসিবি দায়ী, এমন বলা যাবে না। দেশে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ভোজ্যতেল, চিনি, ডাল, পেঁয়াজসহ কয়েকটি পণ্য বিক্রি করছে টিসিবি। তবে এই কার্ড তৈরির দায়িত্ব ছিল না টিসিবির হাতে। পরিবর্তে এসব উপকারভোগী নির্বাচনের দায়িত্বে ছিল তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসন ও সিটি করপোরেশনের হাতে। তাদের থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ইউএনও অফিসের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি ও সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের মাধ্যমে কার্ডগুলো করার নির্দেশনা ছিল। এও নির্দেশ ছিল যে, ফ্যামিলি কার্ড যেন শুধু অসচ্ছল পরিবারগুলোকেই দেওয়া হয়। আর এখানেই নিয়ম বা নির্দেশনা যাই বলি না কেন, গুরুতর অনিয়ম ও ব্যত্যয় ঘটেছে। জনপ্রতিনিধিসহ কিছু স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়ে বিপুল সংখ্যক ফ্যামিলি কার্ড বরাদ্দ করেছে নিজেদের লোকদের মধ্যে, যাদের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না এখন। এসব অভিযোগের পরিপেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর দুর্নীতি-অনিয়ম রোধে স্মার্টকার্ড তৈরির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিসিবি, যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। যাচাই-বাছাই করে টিসিবির পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ৫৭ লাখ স্মার্টকার্ড তৈরি করা হয়েছে, যাদের কাছে টিসিবি পণ্য বিক্রি করবে ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। যেটি দুঃখজনক তা হলো, প্রয়োজনীয় যথাযথ তথ্যের অভাবে বাকি ৪৩ লাখ ফ্যামিলি কার্ড স্মার্টকার্ডে রূপান্তর করা যাচ্ছে না। প্রতি পরিবারে একটি ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার নিয়ম থাকলেও একই পরিবারের নামে একাধিক ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে, নিয়মের গুরুতর ব্যত্যয় ঘটেছে। এতে বঞ্চিত হয়েছেন স্বল্প আয়ের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে চার দফা চিঠি দিয়েও বাকি ৪৩ লাখ ফ্যামিলি কার্ডধারীর হালনাগাদ কোনো তথ্য এখনো পর্যন্ত পায়নি টিসিবি। ফলে, হালনাগাদ করে নতুন ফ্যামিলি তথা স্মার্টকার্ড তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এমন একটি সংস্থা যা কিছু নিত্যপণ্যের আপৎকালীন মজুত গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় সময়ে ভোক্তা সাধারণের নিকট স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সরবরাহের ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম স্থিতিশীল রেখে জনগণের স্বার্থরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখাই এর লক্ষ্য। বর্তমানে চড়া মূল্যের বাজারে টিসিবি দাঁড়িয়েছে মানুষের পাশে। ফলে, বাজার মূল্যের চেয়ে অর্ধেক দামে পণ্য কিনতে পারছেন ভোক্তারা। নিত্যপণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির অবস্থায় বিপুলসংখ্যক পোশাক শ্রমিকসহ এটি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রতি পরিবারে একটি ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার নিয়ম থাকলেও একই পরিবারের নামে একাধিক ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে, নিয়মের গুরুতর ব্যত্যয় ঘটেছে। এতে বঞ্চিত হয়েছেন স্বল্প আয়ের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে চার দফা চিঠি দিয়েও বাকি ৪৩ লাখ ফ্যামিলি কার্ডধারীর হালনাগাদ কোনো তথ্য এখনো পর্যন্ত পায়নি টিসিবি। ফলে, হালনাগাদ করে নতুন ফ্যামিলি তথা স্মার্টকার্ড তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও বিশ্বে তার প্রভাব

রায়হান আহমেদ তপাদার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অনন্য সাধারণ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মার্কিন শাসন বিভাগের প্রধান বা আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান, আবার শাসন বিভাগের প্রকৃত কর্ণধার। তিনি ইংল্যান্ডের রাজার মতো রাজত্ব করেন ও প্রধানমন্ত্রীর মতো শাসন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি আর ক্ষমতার প্রশ্নের প্রাসঙ্গিক কারণেই সেটা হয়। কিন্তু কীভাবে দেশটির প্রেসিডেন্ট পদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, নির্বাহী বিভাগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্কে ভারসাম্য এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও বিশ্বে তার প্রভাব বিস্তার নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেবল আমেরিকানদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ নন, বরং বিশ্বজুড়েই মানুষ প্রেসিডেন্টকে সব ধরনের সংবাদ ও প্রচারমাধ্যমে দেখেন নিয়মিত। প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের নেতৃত্ব দেন, একই সঙ্গে পৃথিবীজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। নতুন পলিসি প্রবর্তন, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সংকট, বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তন কিংবা রাষ্ট্রীয় সফর সবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সব সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে তাই পৃথিবীজুড়েই থাকে তুমুল আগ্রহ, এটিকে আখ্যায়িত করা হয় বৈশ্বিক রঙ্গমঞ্চ হিসেবেও। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট অভ্যন্তরীণ আর পররাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রায় সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও দেনদরবার করার ক্ষমতা ভোগ করলেও প্রেসিডেন্ট পদটি তৈরির সময় পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস কলোনিগুলোকে নতুন সংবিধান তৈরির তাগাদা দেয়, যাতে দ্রুত রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা যায়। নতুন তৈরি করা সংবিধানেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা থাকলেও নিউইয়র্ক ছাড়া সব জায়গাতেই নির্বাহী বিভাগের প্রধানের পদটি দুর্বল করে আইন বিভাগের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। আইনসভার মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হতেন, নির্বাহী বিভাগের প্রধানদের মেয়াদও করে রাখা হয় এক বছর। ছিল না কোনো ভেটো ক্ষমতাও। ম্যাসাচুসেটসে গভর্নর আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত না হলেও প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা গভর্নরের ক্ষমতা সীমিত করা হয়। থমাস জেফারসনের মতো অনেকেই আইনসভার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের সমালোচনা করেছিলেন। ভার্জিনিয়ার গভর্নর জেফারসনের মত ছিল, এক ব্যক্তি স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ১৭৩ জনের ভার্জিনিয়ার আইনসভাও স্বৈরতন্ত্র তৈরি করতে পারে। এসব অভিজ্ঞতা নিয়েই ডেলিগেটরা ১৭৮৭ সালের সাংবিধানিক কনভেনশনে গিয়েছিলেন। অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করতে। নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করার প্রশ্নটা কনভেনশনে দীর্ঘ বিতর্কের মধ্য দিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আর্কিটেক্ট জেমস ম্যাডিসন এ নিয়ে তার দোদুল্যমানতা চিঠিতে জানিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনকে। আজকে যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট থাকাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে নিলেও কনভেনশনে এটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, রান্ডোলফরা চেয়েছেন বহু নির্বাহীর নেতৃত্ব। পেনসিলভানিয়ার ডেলিগেট জেমস উইলসন প্রস্তাব দেন একক নেতৃত্বের।

প্রাথমিক বিতর্ক শেষে একক নেতৃত্বের প্রস্তাব পাস হয়, সঙ্গে শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া হয় ভেটো ক্ষমতাও। তবে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয় নিউ জার্সি প্ল্যান উত্থাপিত হলে। প্রায় আড়াই শতাব্দী পার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র, কখনোই অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা যায়নি। প্রেসিডেন্টই একমাত্র পদ, যেখানে সব আমেরিকানের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত হন একজন ব্যক্তি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহির দুটি সুযোগই রাখা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ সব নীতিতে প্রেসিডেন্ট যেমন ভূমিকা রাখেন, দেশের বাইরে ভূমিকা রাখেন প্রধান কূটনীতিক হিসেবে। এসব বিতর্ক শেষে পেনসিলভানিয়ার ডেলিগেট মরিসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের কমিটি হয়। কমিটির দায়িত্ব ছিল সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া লেখা। দীর্ঘ সময় নিউইয়র্কে থাকা মরিস ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের পক্ষে। সর্বশেষ যে সংবিধান প্রস্তুত হয়, তার আলোকে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার কিছু পরিসর স্পষ্ট হয়। যেমন- কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক। দুর্বল নির্বাহী বিভাগে প্রেসিডেন্ট সব সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের মডেলে কংগ্রেসকে পাস কাটিয়ে প্রেসিডেন্ট যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি মডেল তৈরি করা হয়, যাতে প্রেসিডেন্ট স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আবার কংগ্রেসের কাছেও জবাবদিহির সুযোগ রাখা হয়। দুর্বল নির্বাহী বিভাগ মডেলে একাধিক প্রেসিডেন্ট থাকেন, সবল নির্বাহী বিভাগে থাকেন একজন। কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন শেষে যে সংবিধান গৃহীত হয়, সেখানে একক প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি কিছু বিষয়ে সিনেটের পরামর্শক কমিটি তৈরির সুযোগ রাখা হয়। আইনসভায় তৈরি হওয়া আইনকে বাতিল করা কঠিনই রাখা হয়। নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বাধীন বিভাগের ওপরই। দুর্বল নির্বাহী বিভাগের মডেলে প্রেসিডেন্ট আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন, পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সবল নির্বাহী বিভাগের মডেলে আবার ঠিক উল্টোটা। বিতর্ক শেষে ইলেকটোরাল কলেজের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিধান তৈরি হয়, সেখানে কোনো মেয়াদসীমা ছিল না।

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের হওয়া চুক্তিগুলোর মূল অনুমোদনও আসে প্রেসিডেন্ট থেকেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বর্তমান ক্ষমতা অনেকটা যুক্তরাজ্যের সংবিধানের মতো অলিখিত হয়ে গেছে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ট্রুম্যান যেভাবে কোরিয়ায় সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, সেটি কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতাকেই তুলে ধরে। ট্রুম্যানের মতো পরবর্তী সময়ে অনেক প্রেসিডেন্টই যুদ্ধ ঘোষণা না করে বিদেশের মাটিতে সৈন্য পাঠিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া দুই মাসের বেশি বিদেশের মাটিতে সৈন্য রাখার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এরপরও বৈশ্বিক সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা কমেনি। প্রেসিডেন্টরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যখন ক্ষমতা সংহত করেছেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এসে সেই সংহত অবস্থান থেকে নিজের প্রেসিডেন্সি শুরু করেছেন। যেমন– থিওডর রুজভেল্টের সময়ই যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। জাপানের উত্থানের মধ্যে প্যাসিফিকে স্বার্থ রক্ষায় মধ্যস্থতা করেন পোর্টমাউথ চুক্তিতে, সৈন্য পাঠান কিউবা আর ডমিনিকান রিপাবলিকে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী পৃথিবীজুড়ে অগ্রসর হতে শুরু করে

পরবর্তী সময়ে জর্জ ওয়াশিংটনের মাধ্যমে দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্সি না করাটা প্রথায় পরিণত হয়, যেটি আইনে পরিণত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। যারা শক্তিশালী আইনসভার পক্ষে ছিলেন, তাদের চাওয়া ছিল কংগ্রেস চাওয়ামাত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন করার ক্ষমতা। আবার শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের পক্ষের লোকজন চাচ্ছিলেন, এই ক্ষমতা আইন বিভাগ বা বিচার বিভাগের কাছে গেলেও তাকে অত্যন্ত সংকুচিত করে রাখবে। সর্বশেষ প্রেসিডেন্টকে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আলোকে অভিশংসনের সুযোগ রাখা হয়। দুর্বল নির্বাহীরা সাধারণত আইনসভা কর্তৃক দেওয়া সীমিত ক্ষমতা ভোগ করতেন। বিপরীতে ছিল সংবিধান থেকে অসীম ক্ষমতা পাওয়ার সুযোগ, যেখানে আইনসভা কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সংবিধান প্রেসিডেন্টকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়, সঙ্গে যুক্ত করে দেয় কংগ্রেসের জবাবদিহি চাওয়ার সুযোগও। যেমন- প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পান, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর জন্য প্রয়োজন আইনসভার অনুমোদন। জর্জ ওয়াশিংটন কিংবা জন অ্যাডামসের সময় শত্রুপক্ষের কোনো যুদ্ধযানে আক্রমণ করা হবে, যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে যাবে-সেটিও কংগ্রেসই ঠিক করত। এখন অবশ্য প্রেসিডেন্টরা এসব সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষাও করেন। পররাষ্ট্রনীতি আর যুদ্ধের বিষয়ে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা হয়। পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ থেকে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করার সুযোগ পান প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধ শুরুর বিষয়ে প্রেসিডেন্টের যেমন কংগ্রেস থেকে অনুমোদন নিতে হয়, প্রেসিডেন্টের করা সব চুক্তিতেও সিনেটের অনুমোদন নেওয়ার বিধান রাখা হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রায় সব সময়ই নিরঙ্কুশ ছিল, এখনো আছে। শক্তিশালী আইনসভার পক্ষের ডেলিগেটরা প্রধান নির্বাহীকে কোনো ভেটো ক্ষমতা দিতে চাননি। পাস হওয়া সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়। একইভাবে সিনেটকেও ভেটো ক্ষমতায় নেওয়া সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সির বৈশ্বিক আবেদন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন থেকে জর্জ ওয়াশিংটন পর্যন্ত ৪৬ জন এই দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০ জানুয়ারির পর দায়িত্ব নিচ্ছেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মধ্যে প্রায় আড়াই শতাব্দী পার হয়েছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র কখনোই অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা যায়নি। দুটি বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নেতৃত্ব দিয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বেড়েছে, বেড়েছে বৈশ্বিক আবেদনও। অনেক কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সুসংহত প্রতিষ্ঠান থাকার পরও প্রেসিডেন্ট পদই হয়েছে মুখ্য। প্রেসিডেন্টই একমাত্র পদ, যেখানে সব আমেরিকানের ম্যান্ডেট নিয়ে একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি নির্বাহী বিভাগে যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন, আবার তাকে পদচ্যুতও করতে পারেন। জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় প্রেসিডেন্টের এই নির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেকের। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক পরিচিতি সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে যেমন আছে, সংঘাত তৈরি কিংবা সংঘাতের পক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রেও আছে। সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, যেখানে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানকার ভাষাগত অস্পষ্টতা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে বৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছে। প্রধান নির্বাহী হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ সব নীতিতে প্রেসিডেন্ট যেমন ভূমিকা রাখেন, দেশের বাইরে ভূমিকা রাখেন প্রধান কূটনীতিক হিসেবে। বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য দেশের হওয়া চুক্তিগুলোর মূল অনুমোদনও আসে প্রেসিডেন্ট থেকেই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বর্তমান ক্ষমতা অনেকটা যুক্তরাজ্যের সংবিধানের মতো অলিখিত হয়ে গেছে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ট্রুম্যান যেভাবে কোরিয়ায় সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, সেটি কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতাকেই তুলে ধরে। ট্রুম্যানের মতো পরবর্তী সময়ে অনেক প্রেসিডেন্টই যুদ্ধ ঘোষণা না করে বিদেশের মাটিতে সৈন্য পাঠিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া দুই মাসের বেশি বিদেশের মাটিতে সৈন্য রাখার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এরপরও বৈশ্বিক সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা কমেনি। প্রেসিডেন্টরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে যখন ক্ষমতা সংহত করেছেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এসে সেই সংহত অবস্থান থেকে নিজের প্রেসিডেন্সি শুরু করেছেন। যেমন– থিওডর রুজভেল্টের সময়ই যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। জাপানের উত্থানের মধ্যে প্যাসিফিকে স্বার্থ রক্ষায় মধ্যস্থতা করেন পোর্টমাউথ চুক্তিতে, সৈন্য পাঠান কিউবা আর ডমিনিকান রিপাবলিকে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী পৃথিবীজুড়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। দ্রুত এগিয়ে যায় আমেরিকার শিল্পায়ন। উড্রো উইলসন এসে দেশের অর্থনীতি সংস্কারের পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেন। প্রস্তাবনা দেন লিগ অব ন্যাশনস তৈরির। ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এসে মহামন্দা কাটানোর জন্য যুদ্ধ-অর্থনীতি তৈরি করেন। এখনো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বড় অংশ আসে অস্ত্র ব্যবসা থেকে। এর পাশাপাশি ছিল বৈশ্বিক মঞ্চে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা, যেটি যুক্তরাষ্ট্রকে পরিণত করে পুঁজিবাদী পৃথিবীর নেতা হিসেবে। পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিরোধ ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তার সব থেকে বড় পরিচয় হলো তিনি জাতির নেতা, জনসাধারণের মুখপাত্র। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন মার্কিন মুলুকের নৈতিক মুখপাত্র।

লেখক : যুক্তরাজ্য প্রবাসী গবেষক

রিক্সার বিড়ম্বনায় নাগরিক জীবন

ওবায়দুল কবির

রাজধানীর সাম্প্রতিক আপদের নাম ব্যাটারিচালিত রিক্সা ও ইজিবাইক। অলিগলি কিংবা কখনো মূল রাস্তায় দাবড়ে বেড়াচ্ছে বিপজ্জনক এই যান। এলোমেলো চলাচল, হুটহাট ঘোরানো, উল্টোপথে চলাচলের কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা। এদের কারণে প্রধান সড়কে গাড়ির গতি কমে যাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। বিশৃঙ্খল চলাচলে কেউ প্রতিবাদ করলে জোটে তাদের সম্মিলিত দুর্ব্যবহার। রাজধানীর মূল সড়ক থেকে এদের উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেও রুখতে পারেনি ট্রাফিক বিভাগ। উল্টো বৃদ্ধি পাচ্ছে এদের সংখ্যা। ট্রাফিক বিভাগ জনিয়েছে, প্রধান সড়কে অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধ এবং সড়ক আইন মানাতে কঠোর হচ্ছেন তারা। প্রতিদিনই আড়াই থেকে তিন হাজার ব্যাটারি রিক্সার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু ব্যাটারি রিক্সা নয়, রাজধানী ঢাকায় রিক্সা একটি সমস্যার নাম। কোনো মানবিক সমাজে এই অমানবিক পেশা চালু না থাকলেও নানা আবেগ ইমোশনে রাজধানীতে রিক্সা রয়েই গেছে। স্বল্পগতির এই যানটির কারণে রাজধানীতে অটো সিগন্যাল চালু সম্ভব হচ্ছে না। একই সঙ্গে যানজটসহ নানা সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে নগর বিশেষজ্ঞদের তেমন একটা ভাবতে দেখা যায় না। অদ্ভুত নানা নিয়ম চালু রয়েছে রাজধানীর রাজপথে। কিছু মূল রাস্তায় রিক্সা চলাচল নিষিদ্ধ, অনেক রাস্তায়ই রিক্সা চলাচল বৈধ। অলিগলিতে ব্যাটারি রিক্সা ও ইজিবাইকের ওপর কোনো বিধি নিষেধ নেই। বিগত সরকারের আমলের শেষ দিকে রাজধানীতে ব্যাটারি রিক্সা ও ইজিবাইক নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন শুরু করলে প্রধানমন্ত্রী এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পর অলিগলি থেকে রাজপথে চলে আসে ব্যাটারি রিক্সা।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পতনের পর এদের দাপট আরও বেড়ে যায়। মহানগর ট্রাফিক বিভাগ একাধিকবার ঘোষণা দিয়েও রাস্তা থেকে এদের সরানো যায়নি। প্রায় সব এলাকায় প্রধান সড়কে ব্যাটারির রিক্সা কিংবা ইজিবাইক চলছে। দিনের শুরুতে সাধারণত এরা মূল সড়কে ওঠে না। বিকেল থেকেই মূল সড়কে দাপিয়ে বেড়ায়। অনেক এলাকায় এ ধরনের রিক্সার কারণে যান চলাচল দূরের কথা হাঁটার সুযোগও থাকে না। মূল সড়কে ব্যাটারি রিক্সা ও ইজিবাইকের বেপরোয়া চলাচলে বিপদে পড়ছে দ্রুত গতির যানবাহন। ট্রাফিক ও কমিউনিটি পুলিশের তৎপরতাও এসব অটোরিক্সার খামখেয়ালিপনা থামাতে পারছে না। ট্রাফিক পুলিশ মূল সড়কে রিক্সা ধরা শুরু করলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ ধরনের যানবাহনের চালকদের উদ্ধৃত করে বলা হয়, আগে বিভিন্ন অলিগলিতে রিক্সা চালাতেও টোকেন নিতে হতো ১২শ' টাকা খরচ করে। এখন আর রাস্তায় কোনো চাঁদা দিতে হয় না। চার্জিং খরচ আর রিক্সার জমা ছাড়া রাস্তায় কোনো বাড়তি খরচ নেই। তা ছাড়া যাত্রী নিয়ে যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পারছেন, কেউ বাধা দিচ্ছে না। আয়ও হচ্ছে বেশি। চালকদের দাবি, কিছু অনভিজ্ঞ চালক আছেন, যারা সড়কে দুর্ঘটনা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে। তারাই বেশি ভাড়ার লোভে মূল সড়কে উঠে যায়। তাদের কারণে অন্য চালকদেরও অভিযোগের মুখে পড়তে হয়। এসব চালকের কারণে সাধারণ চালকদের অনেক মোটর ও রিক্সা ডাম্পিংয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড. হাদিউজ্জামানকে উদ্ধৃত করে রিপোর্টে বলা হয়, এই যানবাহনগুলো মূল সড়ক বা মহাসড়কে চলার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে হাইকোর্টের একটি স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সড়ক আইনেও এগুলো নিষিদ্ধ। স্বস্তি পেতে হলে মূল সড়ক থেকে এসব যানবাহন সরাতেই হবে। ঢাকার বাইরে থেকে যেসব রিক্সা-অটোরিক্সা এসেছে, এগুলো নগরীর চার্জিং পয়েন্টগুলোতে (গ্যারেজ) চার্জ দিচ্ছে। চার্জিং পয়েন্টগুলোতে পুলিশ প্রশাসন, বিআরটিএ এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয়ে যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালালে এদের উপদ্রব বন্ধ হতে পারে। যেসব ওয়ার্কশপে এসব অবৈধ যানবাহন তৈরি হচ্ছে, সেসব স্থানেও অভিযান চালানো প্রয়োজন। এ ছাড়া বিদেশ থেকে মোটরসহ যন্ত্রপাতি আমদানির বিষয়েও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

রিক্সা শুধু সড়কে নয়, রাজধানীতে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। দ্রুত কাঁচা টাকা আয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাম থেকে অনেক যুবক শহরে আসে। তারা মূলত রিক্সা চালিয়ে জীবন নির্বাহের চেষ্টা করে। আশ্রয় নেয় শহরের বস্তিগুলোতে। আয় বৃদ্ধি হলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে। যুবকদের হাত ধরে আসে অনেক হাত। বাড়তে থাকে বস্তির কলেবর। রিক্সাকেন্দ্রিক এই জনগোষ্ঠী এক সময় শহরের নানা সমস্যা ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু যে রিক্সাকেন্দ্রিক অর্থনীতি ঘিরে গ্রামের মানুষ শহরকেন্দ্রিক হয় তা অবশ্য নয়। নদীর ভাঙনে নিঃস্ব হয়েও অনেক পরিবার শহরমুখী হতে বাধ্য হয়। কাজের অভাবেও শহরে আসে অনেক মানুষ। শহরে এসেই কাজ পাওয়া কঠিন। রিক্সা হয়ে ওঠে তাদের জীবিকার সহজ উপায়। মহিলারা যুক্ত হয় বাসা বাড়ির কাজে। বর্তমানে গ্রামমুখী অর্থনৈতিক কর্মকা- গতিশীল হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিদ্যুতায়নের ফলে গ্রামে শহরকেন্দ্রিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থানের। এখন মানুষ গ্রামেও কাজ খুঁজে নিতে পারছে। এরপরও রিক্সা চালিয়ে সহজ পথে কাঁচা টাকা আয়ের লক্ষ্যে শহরমুখী হচ্ছে অনেক মানুষ।

রিক্সা নিয়ে অনেক মত রয়েছে। রয়েছে অনেক আবেগ। অনেকে মনে করেন রিক্সা আমাদের ঐতিহ্য। এ কারণে দেশের পাঁচ তারকা হোটেলে ডামি রিক্সা স্থান পায়। রাস্তার মোড়ে তৈরি করে রাখা হয় রিক্সার শিল্পকর্ম। ত্রিচক্রের যানটি কে আবিষ্কার করেছিলেন তা নিশ্চিত নয়। হয়তো গবেষকরা এ নিয়ে খুব বেশি মাথাও ঘামাতে চান না। যন্ত্রযুগে অনেকে বলেন, এটি একটি অমানবিক যান। শরীর খাটিয়ে আরেকজনকে বহন করে নিতে হয়। রিক্সার যাত্রীকে টাকার বিনিময়ে হলেও একজনের প্রায় শরীরের ওপর বসেই

যাতায়াত করতে হয়। ধারণা করা হয়, ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় পালকির বিকল্প হিসেবে আবিষ্কার হয় রিক্সা। জাপানে প্রথম রিক্সা চলাচল শুরু হয়। তখন এটি ছিল দুই চাকার যান। প্রথম দিকে রিক্সা ব্যবহার করা হতো পণ্য পরিবহনে। মানুষ টেনে নিয়ে যেত দুই চাকার যানটি। পরে এটি যাত্রী পরিবহনে ব্যবহার শুরু হয়। ১৯০০ সালের দিকে পণ্য পরিবহনে কলকাতার রাস্তায় দেখা যায় এই রিক্সা। ১৯১৪ সাল থেকে কলকাতা পৌরসভা এতে যাত্রী পরিবহনেরও অনুমতি দেয়।

এর মধ্যে মিয়ানমারের রেঙ্গুনেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে রিক্সা। রেঙ্গুন থেকে ১৯২০ সালের দিকে রিক্সা আসে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। ঢাকায় রিক্সা আসে আরও পরে কলকাতা থেকে। কথিত আছে নারায়ণগঞ্জের পাট ব্যবসায়ীরা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কলকাতা থেকে ঢাকায় রিক্সা নিয়ে আসেন। তখন পাট ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল নারায়ণগঞ্জ বন্দর। দেশের সবচেয়ে অভিজাত ব্যবসা ছিল পাট। নারায়ণগঞ্জ বন্দরকে বলা হতো প্রাচ্যের ডান্ডি। তখনও গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়নি। সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা ব্যবহার করতেন পালকি। নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ীরা ছিলেন অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান। তাই তারা কলকাতা থেকে রিক্সা নিয়ে আসেন। পালকির বদলে ব্যবহার শুরু হয় রিক্সার। পরে দেশেই উৎপাদন শুরু হয় রিক্সার। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রথম রিক্সার লাইসেন্স দেওয়া শুরু হয় ১৯৪৪ সালে। জাপান, ভারত, মিয়ানমার ছাড়াও চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রিক্সার প্রচলন ছিল। এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশে জাদুঘর ছাড়া আর রিক্সা দেখা যায় না। বাংলাদেশে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই যান।

রিক্সা শব্দটি জাপানি জিনরিকশ শব্দ থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হয়। এর অর্থ মানুষের শক্তি দিয়ে চালিত। একেক দেশে রিক্সার আকার, গঠন ও প্রকৃতি হয় ভিন্ন। বিভিন্ন দেশে এর নামও ভিন্ন। চীনে এর নাম সানলুঞ্চে, কম্বোডিয়ায় সিক্লো, মালয়েশিয়ায় বেকা, ফ্রান্সে স্লাইকো ইত্যাদি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এটি পেডিক্যাব নামেও পরিচিত। এক গবেষণা থেকে জানা যায়, ১৯৪১ সালে ঢাকায় রিক্সার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৭টি। ১৯৪৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮১ টিতে। বর্তমানে দেশে কত রিক্সা রয়েছে এর কোনো পরিসংখ্যান নেই। ধারণা করা হয়, শুধু ঢাকাতেই রয়েছে নানা ধরনের দশ লাখের বেশি রিক্সা। ২০১৫ সালে ঢাকায় রিক্সার সংখ্যা পাঁচ লাখ হিসাব করে এটি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পায়। এ কারণে ঢাকাকে বলা হয় রিক্সার নগরী।

এখন দেখা যাক রিক্সা কীভাবে আমাদের সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে। প্রথমত যান্ত্রিক যুগে মানুষচালিত যানটি অমানবিক। যেখানে একটি ব্যাটারি এবং ছোট্ট মোটর লাগিয়ে এই যানটি টানা যায়, সেখানে মানুষের গায়ের শক্তি দিয়ে এটি চালানো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শরীরের এই শক্তি ব্যয় করে মানুষ আরও অনেক বড় কিছু করার ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়ত যন্ত্রচালিত যানের সঙ্গে স্বল্পগতির এই যানটি রাস্তায় বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। তৈরি হয় যানজট। রিক্সার কারণে বাসের মতো গণপরিবহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এ কারণে সরকার প্রায় এক যুগ আগে বড় রাস্তায় রিক্সা চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। পাড়া-মহল্লায় রিক্সার কারণে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চলাচল করতে পারে না। রিক্সাজটে স্থবির হয়ে যায় রাজপথ। মানুষের জীবন হয়ে পড়ে গতিহীন। রিক্সা অটো ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য উপযোগী নয়। এ জন্য রাস্তায় অটো সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা যায় না বলে ট্রাফিক বিভাগ মনে করে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় রিক্সা অচল। কেউ কেউ এই মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন। বিশেষ করে যারা নিয়মিত রিক্সায় চলাচল করেন, তারা হয়তো ক্ষিপ্তও হয়ে যেতে পারেন। একটা কথা তাদেরও ভাবার সময় এসেছে। রিক্সা উঠে গেলে রাস্তায় যন্ত্রচালিত অন্যান্য গণপরিবহন চলার সুযোগ পাবে। এতে অর্থ ও সময় দুটোরই সাশ্রয় হবে।

নগরকেন্দ্রিক অপরাধ সংঘটনে পরোক্ষভাবে রিক্সা দায়ী। রিক্সা চালিয়ে নগদ আয় করা যায়। কাঁচা টাকার হাতছানিতে রিক্সার ওপর ভরসা করে শহরমুখী হয় অনেক মানুষ। তাদের আবাসিক সমস্যা দূর করতে গড়ে ওঠে একের পর এক বস্তি। এক সময় এই বস্তিগুলো হয়ে ওঠে সামাজিক অপরাধের কেন্দ্র। গ্রাম থেকে এসে দরিদ্র মানুষ প্রতিদিন কাঁচা টাকা আয় করে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। গ্রাম থেকে মহিলাদের বিয়ে করে শহরে নিয়ে আসে। একের পর এক জন্ম দিতে থাকে সন্তান। বস্তিতে শিক্ষার আলো প্রবেশ করে খুব কম। শিশুরা রাস্তায় বড় হয় টোকাই হিসেবে। এরা বড় হয়ে কেউ যুক্ত হয় রিক্সা চালানোর কাজে। অধিকাংশই জড়িয়ে যায় অপরাধ জগতের সঙ্গে। বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে নারী-পুরুষরা রোগজীবাণু ছড়ায় লোকালয়ে। এক সময় ঢাকা নগরীতে রিক্সা চালাতে হতো লাইসেন্স নিয়ে। সিটি করপোরেশন থেকে এই লাইসেন্স ইস্যু করা হতো। অবৈধ রিক্সার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা হতো নিয়মিত। অবৈধ রিক্সা পাওয়া গেলে এগুলো ধরে নিয়ে ডাম্পিং এলাকায় নষ্ট করে ফেলা হতো। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে রিক্সার লাইসেন্স আইন এখন আর কার্যকর নেই। রিক্সার বিরুদ্ধে অভিযানও এখন আর দেখা যায় না। রিক্সার পেছনে এখন আর সিটি করপোরেশনের নম্বরপ্লেট নেই। রিক্সা চলছে আঞ্চলিক সমিতির নম্বরে। এ কারণে রাজধানীর রিক্সা সংখ্যার সঠিক হিসাব নেই কারও কাছে। রাস্তায় রিক্সার সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। প্যাডেলচালিত রিক্সার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ব্যাটারি রিক্সা ও ইজিবাইক। রাজধানীর রাস্তা নিরাপদ করতে রিক্সা নিয়ে এখনই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বর্তমান সরকার রাজধানীতে আবারও অটো সিগন্যাল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অটো সিগন্যাল কার্যকর করে রাজধানীকে যানজটমুক্ত করতে হলে সড়ক থেকে রিক্সা তুলে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

পার্বত্য লেবাননের দুটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলা, নিহত অন্তত ২৩

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননে দুটি বাড়িতে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর চালানো হামলায় কমপক্ষে ২৩ জন নিহত হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির পার্বত্য অঞ্চলের পৃথক গ্রামের দুটি বাড়িতে হামলায় প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে। গত মঙ্গলবার রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, মধ্য লেবাননের দুটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ২৩ জন নিহত হয়েছেন। এই দুটি বাড়িতে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো বসবাস করছিল। এর মধ্যে জউন গ্রামে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। সেখানে নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া বালচমায়ে গ্রামের কাছে আরেকটি বাড়িতে হামলায় আরও আটজন নিহত হয়েছেন। মাউন্ট লেবানন অঞ্চলে অবস্থিত এই দুটি গ্রামই মূলত এমন এলাকায় রয়েছে যেখানে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর শক্তিশালী উপস্থিতি নেই।এদিকে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর নাহারিয়ায় হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় দুইজন নিহত হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যুদ্ধের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করার একদিন পর এই হামলা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। অন্যদিকে লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে যে অভিযান চালিয়েছে তাতে আরও ৪৪ জন নিহত এবং ৮৮ জন আহত হয়েছেন। এতে করে গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা ইসরায়েলি হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩ হাজার ২৮৭ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষ। গত বছরের অক্টোবরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংঘাত চলছে ইসরায়েলের। তবে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হয়। এরপর গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী বৈরুতের পাশাপাশি লেবাননজুড়ে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।

মাস্ককে ১ লাখ সরকারি চাকরি বাতিলের দায়িত্ব দিলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারকে ঢেলে সাজাবেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ধনকুবের ইলন মাস্ক ও বিবেক রামাস্বামীকে 'ডিপার্টমেন্ট অব গভমেন্ট ইফিশিয়েন্সি' নামে নতুন এক বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছেন ট্রাম্প। গতকাল বুধবার এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। গত মঙ্গলবার 'ডোজ' নামের এই বিভাগ তৈরি করেন ট্রাম্প। মাস্ক ও রামাস্বামীকে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী এক লাখ সরকারি চাকরি বাতিলের দায়িত্ব দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি এই উদ্যোগকে 'আমাদের আমলের ম্যানহাটন প্রজেক্ট' বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সরকারের পারমাণবিক বোমা তৈরির অত্যন্ত গোপনীয় প্রকল্পের নাম ছিল ম্যানহাটন প্রজেক্ট। এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, 'একসঙ্গে, এই দুই চমৎকার আমেরিকান আমার প্রশাসনের জন্য সরকারি আমলাতন্ত্রকে আরও কার্যকর করে তুলবেন। বাড়তি নীতিমালা কমিয়ে আনা, অহেতুক ব্যয় কমানো ও কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলোর পুনর্গঠনের পথকে প্রশস্ত করবেন।' নতুন সরকারি পদ গ্রহণের পর ব্যবসায়ী ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে মাস্কের ভবিষ্যৎ কি, সেটা নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট ও সিলিকন ভ্যালিতে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। এই ঘোষণার অল্প সময় পর, আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান ওয়েডবুশ পূর্বাভাস দেয়, 'প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে টেসলা ও স্পেসএক্স ওয়াল স্ট্রিটের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাস্কের এই দুই ভূমিকায় কোনো পরিবর্তন আসবে না।' তবে একইসঙ্গে সরকার ও ব্যবসা খাতে পদচারণায় মাস্কের জন্য সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। দেখা দিতে পারে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। 'ডোজ' বিভাগের কার্যক্রমে তার ব্যবসায় পড়তে পারে প্রভাব। এই বিভাগের মাধ্যমে ট্রাম্প আরও যেসব লক্ষ্য পূরণ করবেন তার মধ্যে আছে 'বাড়তি নীতিমালা কমানো'। এ ধরনের কিছু নীতিমালার বেড়াজালে আটকে আছে টেসলা।

একইসঙ্গে টেসলার বিরুদ্ধে কিছু সরকারি বিভাগের তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিশ্লেষকরা অধীর আগ্রহে এই প্রক্রিয়াগুলোর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন। গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক।

ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা দিল্লি, বাতিল ফ্লাইট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দিল্লির বাতাসের গুণগত মান আরো নিচে নামল। গতকাল বুধবার সকালে ঘন ধোঁয়াশায় ঢাকল রাজধানী। কম দৃশ্যমানতার কারণে বাতিল করতে হয়েছে একাধিক ফ্লাইটও। দিল্লিতে উত্তরোত্তর দূষণ বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। আবহাওয়া ভবনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ছিল ৩৭০, যা 'খুব খারাপ' পর্যায়ে পড়ে। গত মঙ্গলবার একিউআই ছিল ৩৬১। সেই তুলনায় বাতাসের গুণগত মানের আরো অবনতি হয়েছে। স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৫টা থেকেই শহর ঘিরে ছিল ঘন ধোঁয়াশার আস্তরণ। দৃশ্যমানতা হ্রাস পাওয়ার কারণে দিল্লিগামী একাধিক বিমানের অভিমুখ বদলেছে। যদিও দুপুরের দিকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য সংলগ্ন এলাকায় বিকেল পর্যন্ত দৃশ্যমানতা কমই থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া ভবন। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে দিল্লিগামী তিনটি ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি ফ্লাইটের সময়সূচি বদলেছে। এমনকি ধোঁয়াশার কারণে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের ফ্লাইটও লুধিয়ানায় অবতরণ করতে পারেনি। শেষমেশ তার বিমান অমৃতসরে নামে। এ ছাড়া ধোঁয়াশায় ঢেকেছে দিল্লি-মীরট এক্সপ্রেসওয়ে। যার জেরে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচলও। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা শূন্যে নেমে এসেছে।

রাস্তায় চলাচলের জন্য 'ফগ লাইটের' সাহায্য নিতে হচ্ছে গাড়ি চালকদের। গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, নভেম্বরের মাসের শুরু থেকেই দিল্লির বাতাসের গুণগত মান পড়তে শুরু করেছে। গত মঙ্গলবার সকালেও রাজধানী ছিল ধোঁয়াশায় মোড়া। সকাল ৭টা নাগাদ বাতাসের গুণগত মান ছিল (একিউআই) ৩০০-এরও বেশি। গতকাল বুধবারও একই দৃশ্য। শহরের কোথাও কোথাও একিউআই ৪০০ ছাড়িয়ে গেছে। গতকাল বুধবার সকালে দিল্লির অক্ষরধাম ও আনন্দ বিহারে বাতাসের গুণগত মান ছিল ৩৮৯, যা 'খুব খারাপ' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। বিমানবন্দর এলাকায় ওই একই সময়ে একিউআই ছিল ৩৬৮, যার জেরে ব্যাহত হয়েছে বিমান পরিষেবা। উল্লেখ্য, দীপাবলির আগে থেকেই খারাপ হতে শুরু করেছিল ভারতের রাজধানীর দূষণ পরিস্থিতি। দীপাবলির পর বাতাসের গুণগত মান আরো খারাপ হতে শুরু করেছে। যদিও দীপাবলির আগে ও পরে দূষণ রোধের জন্য সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছিল দিল্লি সরকার। গত মাসের শেষেই মুখ্যমন্ত্রী অতিশী ও পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই দূষণ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। দূষণ ঠেকাতে ৯৯টি দলও গঠন করা হয়। ২০০টি 'অ্যান্টি স্মগ গান' মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ত দপ্তর। দিল্লি পৌরসভার পাশাপাশি দূষণ রোধে কোমর বেঁধে নামে এনসিআরটিসি ও দিল্লি মেট্রোও।

মহাকাশচারীদের নিয়ে বই লিখে বুকার পেলেন সামান্থা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২৪ সালের বুকার পুরস্কার জিতেছেন যুক্তরাজ্যের লেখক সামান্থা হার্ভে। আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ছয় মহাকাশচারীর কাটানো একটি দিনকে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তুলে লেখা 'অরবিটাল' বইয়ের জন্য সামান্থাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। গত মঙ্গলবার এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। খবর বিবিসির অরবিটালে যে ছয় মহাকাশচারীর কথা বলা আছে, তাদের দুজন পুরুষ এবং চারজন নারী। বিচারক প্যানেলের চেয়ারপারসন এডমুন্ড ডে ওয়াল বলেছেন, বিচারকদের সর্বসম্মতিক্রমে ব্রিটিশ লেখক হার্ভেকে বুকার পুরস্কারজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। ডে ওয়াল একে 'ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীর' গল্প হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ছয় নভোচারীর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা, সীমানা এবং টাইম জোনের নাজুক জায়গাজুড়ে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা নিয়ে লেখা এ গল্পে প্রত্যেকেই বিষয়বস্তু, আবার কেউই বিষয়বস্তু নয়। পুরস্কার পাওয়ার পর বক্তব্য দিয়েছেন হার্ভে। তিনি বলেছেন, যেসব মানুষ পৃথিবীর পক্ষে সরব থাকেন, অন্য মানুষের মর্যাদা, অন্য প্রাণের পক্ষে কথা বলেন এবং যেসব মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার থাকেন ও কাজ করেন, তাদের সবার জন্য তিনি পুরস্কারের ৫০ হাজার পাউন্ড অর্থ উৎসর্গ করছেন।

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে হুথির ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইয়েমেন উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি যুদ্ধ জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে হামলা চালিয়েছে হুথি। পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের দাবি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ আব্রাহাম লিংকন ও দুইটি ইউএস ডেস্ট্রয়ার লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। পেন্টাগনের মুখপাত্র বিমান বাহিনীর মেজর জেনারেল প্যাট্রিক রাইডার গত মঙ্গলবার জানিয়েছেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড সফলভাবে হুথিদের হামলা প্রতিহত করেছে। রাইডার বলেন, ড্রোন, ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। তবে এসব হামলা ঠেকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের একটি মেডিক্যাল সেন্টারে বোমা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি (এনএনএ) জানিয়েছে, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান থেকে গতকাল বুধবার সকালে রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হয়। হারেক হরেইকের দার আল-হাওরা মেডিকেল সেন্টারে লক্ষ্য করে কয়েক দফা হামলা চালানো হয়েছে। হামলা চালানোর আগে ওই এলাকার লোকজনকে অনত্র সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় দখলদার সেনারা।

এরপরেই সেখানে দফায় দফায় হামলা চালানো হয়। তবে সেখানে হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। সূত্র: আল-জাজিরা

পাকিস্তানে বিয়ের বাস নদীতে, বর-নববধূসহ ২৬ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানে সিন্ধু নদীতে একটি যাত্রিবাহী বাস পড়ে গেলে অন্তত ১৪ জন নিহত এবং আরো অনেক নিখোঁজ রয়েছে বলে আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাদের বহনকারী বাসটি নদীতে পড়ে গেলে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তবে পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় মৃতের সংখ্যা ২৬ জন বলা হয়েছে। নিখোঁজ সবার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার দুপুর ১টায় গিলগিট-বালতিস্তানের দিয়ামের জেলায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। চালক দ্রুত গতিতে বাসটি চালাচ্ছিলেন এবং এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ হারালে বাস নদীতে পড়ে যায়। তেলচি সেতু থেকে নদীতে পড়ে যায় বাসটি। দিয়ামের এসএসপি শের খান জানান, বাসটি জিবির আস্তোর জেলা থেকে পাঞ্জাবের চকওয়াল জেলার দিকে আসছিল।

স্পেনের বন্যা কবলিত এলাকায় এবার ঝড়ের পূর্বাভাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় কিছুদিন আগেই ভয়াবহ বন্যায় দুই শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বন্যার ক্ষতচিহ্ন মেটেনি এখনো। এর মধ্যেই আবহাওয়াজনিত নতুন বিপদের শঙ্কায় এলাকাটির বাসিন্দারা। বন্যার পর এবার ভ্যালেন্সিয়ায় আঘাত হানতে পারে শক্তিশালী ঝড় আর তার প্রভাবে হতে পারে তুমুল বৃষ্টি। স্পেনের রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া সংস্থা এইএমইটি গত মঙ্গলবার ভ্যালেন্সিয়ায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতার স্তর। এর আগে ২৯ অক্টোবর অঞ্চলটিতে একটি ঝড় আঘাত হেনেছিল। ভ্যালেন্সিয়ার জরুরি কমিটির মুখপাত্র রোসা টৌরিস সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পূর্বাভাস অনুযায়ী আসন্ন বৃষ্টিপাতের প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। কারণ আগের বন্যায় মাটিতে বিপুল পলিমাটির স্তর জমে রয়েছে এবং স্যুয়ারেজ ব্যবস্থার অবস্থাও ভালো নয়। এ অবস্থায় জরুরি কমিটি একটি বিশেষ সতর্কতা জারি করে পৌরসভা এবং সংস্থাগুলোকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এর মধ্যে স্কুল বন্ধ রাখার কথাও বলা হয়েছে।

বিনোদন

শাকিব খানে মুগ্ধ সৌমিতৃষা

বিনোদন ডেস্ক : শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে টালিউড অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুন্ডুর সঙ্গে দেখা হলো বাংলাদেশের কিং শাকিব খানের। কথা হলো বেশ কিছুক্ষণ। মুগ্ধতা যেন কাটতে চাইছিল না অভিনেত্রীর। শাকিবের মুগ্ধতায় কী কথা হলো সৌমিতৃষার। ঢালিউড অভিনেতা শাকিব খান এখন খুবই ব্যস্ত। ছবির ব্যস্ততা এতটাই বেড়েছে যে, দম নেওয়ার সুযোগ নেই, পরপর ছবি করছেন তিনি। কিন্তু তার নায়িকারা বেশিরভাই ভারতীয়। শাকিবের হাত ধরেই বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন টেলিঅভিনেত্রী ইধিকা পাল। সামনেই মুক্তি পাচ্ছে 'দরদ', সেখানেও শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করেছেন হিন্দি ছবির নায়িকা সোনাল চৌহান। এ ছাড়া একটি ছবির প্রস্তুতি শুরু করেছেন শাকিব। সেখানেও তার বিপরীতে আছেন ইধিকা পাল। এক সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার রাতে শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে সৌমিতৃষা কুন্ডুর সঙ্গে দেখা হয় ঢালিউড অভিনেতা শাকিব খানের। কথা হলো বেশ কিছুক্ষণ। মুগ্ধতা যেন কাটতে চাইছে না সৌমিতৃষার। শহরের এক প্রযোজনা সংস্থা আগামী বছর একসঙ্গে ১৮টি ছবি উপহার দিতে চলেছেন সিনেমাপ্রেমীদের। সেই ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মহাতারকাও। সৌমিতৃষার দাবি, এক ঝলকেই অভিনেত্রীকে চিনতে পেরেছেন শাকিব। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় তাদের। সৌমিতৃষা বলেন, খুব বেশিক্ষণ না হলেও যেটুকু কথা হলো বুঝলাম মানুষটা ভীষণ মাটির কাছাকাছি। ঠিক যেমন এখানকার দেবদা ও জিৎদা। আসলে বড় তারকারা এমনই হয়, তারা বোধহয় এতটাই অমায়িক হয়ে থাকেন। আলাদা করে পরিচয় দিতে হয়নি, নিজে থেকেই কথা বলেছেন শাকিব খান বলে জানালেন অভিনেত্রী। শাকিব খানের সঙ্গে কাজ করার খুব ইচ্ছে সৌমিতৃষার। তবে সে নিয়ে এখনই কোনো কথাবার্তা এগোয়নি। সৌমিতৃষা বলেন, আমি শাকিব খান থেকে শাহরুখ খানড় সবার সঙ্গে কাজ করতে চাই। তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারা তো জীবনের এক একটা অভিজ্ঞতা।

আসছে দীপিকার 'লেডি সিংহাম'

বিনোদন ডেস্ক : দীপাবলি উৎসবে মুক্তি পেয়েছে বলিউডের প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র 'সিংহাম এগেইন।' দীর্ঘদিন ধরেই সিনেমাটি ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। যার প্রভাব দেখা গেল বক্স অফিসে। সিনেমাটি বেশ ভালো আয় করেছে। অজয় দেবগন, কারিনা কাপুর, দীপিকা পাড়ুকোন, রণবীর সিং, টাইগার শ্রফ, অর্জুন কাপুর অভিনীত সিনেমাটি এখন ব্লকবাস্টার হওয়ার অপেক্ষায়। এরই মাঝে নতুন আরেক সিংহামের ঘোষণা করলেন পরিচালক রোহিত শেঠি। তবে এবার আর একগুচ্ছ তারকা পুলিশ অফিসার নয়, বরং সিংহামের দায়িত্ব সামলাবেন দীপিকা একাই! সম্প্রতি 'সিংহাম এগেইন' সিনেমার সাফল্য নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে রোহিত বলেন, "সিংহাম একেবারেই কপ ইউনির্ভাস। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই আলাদা করে সিনেমার পর্দায় আনব। অনেকটা হলিউডের অ্যাভেঞ্জার্সের মতো। শিগগিরই দীপিকাকে সঙ্গে নিয়ে লেডি সিংহাম তৈরি করার প্ল্যান আছে। সিনেমার নামও থাকবে 'লেডি সিংহাম'। আশা করছি পরের বছরই শুটিং শুরু করতে পারব।" ইতোমধ্যেই সিংহাম ফ্র্যাঞ্চাইজির 'সিম্বা' ও 'সুর্যবংশী' নিয়ে আলাদা আলাদা সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। যেগুলোতে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং ও অক্ষয় কুমার। এবার পালা দীপিকার। এরপর টাইগার শ্রফের চরিত্রটি নিয়েও সিনেমা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে রোহিতের। সেই সঙ্গে 'দাবাং'খ্যাত সালমান খানও প্রবেশ করতে যাচ্ছেন এই কপ ইউনিভার্সে। এদিকে মুক্তির পর থেকেই বক্স অফিস দখলে নেয় অজয়ের সিংহাম এগেইন। একই সঙ্গে মুক্তি পাওয়া কার্তিক আরিয়ানের 'ভুল ভুলাইয়া ৩'-কে টক্কর দিয়ে ইতোমধ্যেই ২১১ কোটির আয় তুলে নিয়েছে ভারতীয় বক্স অফিসে। ১১ দিনে বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ৩২৩ কোটি রুপি। বক্স অফিসে 'সিংহাম এগেইন'-এর সাফল্য অনুমেয় ছিল। রোহিত শেঠির 'কপ ইউনিভার্স'-এর সবচেয়ে বড় সিনেমা বলা যায় একে। এর মাধ্যমে পর্দায় এক হয়েছেন অজয় দেবগন, অক্ষয় কুমার, রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন, কারিনা কাপুরসহ এক ঝাঁক তারকা। আর সর্বশেষে চমক হিসেবে রয়েছেন 'দাবাং'খ্যাত সালমান খান। বিখ্যাত চুলবুল পান্ডের চরিত্রেই হাজির হয়েছেন তিনি। যার ফলে সিনেমাটি ঘিরে দর্শক প্রত্যাশা ছিল ব্যাপক। আর মুক্তির পর বক্স অফিসেও যার প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে।

চুপিসারে বিয়ে করলেন তৌহিদ আফ্রিদি

বিনোদন ডেস্ক : দেশের আলোচিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গত ৫ আগস্টে হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে এক অর্থে লোকচক্ষুর বাইরেই রয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিগত সরকারের পক্ষে কাজ করার গুঞ্জন এখনও কাটেনি। এদিকে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তার বিয়ের খবর। গত মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তৌহিদ আফ্রিদির বিয়ের ছবি। শোনা যাচ্ছে, তিনি বিয়ে করেছেন টিকটকার রাইসাকে। এতো দিন রাইসার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছিলেন। তবে সেই রাইসার সঙ্গেই আফ্রিদির বিয়ের ছবিতে ছয়লাব নেটদুনিয়া। তবে ছবিগুলো কবের বা কবে বিয়ে হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে আফ্রিদির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও উত্তর পাওয়া যায়নি। রাইসা দেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করেছেন। তবে গুঞ্জন চলছে, দুই পরিবারের সম্মতিতে তাদের বিয়ে হয়েছে। তৌহিদ আফ্রিদি তার ইউটিউব চ্যানেলটি চালু করেন ২০১৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। চ্যানেলটির সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা প্রায় ৬৩ লাখ। এখন পর্যন্ত তৌহিদ আফ্রিদির ইউটিউব চ্যানেলে ২০৮টি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে।

ট্রাম্পকে চিঠি লিখলেন জ্যাকলিনের প্রেমিক

বিনোদন ডেস্ক : ভারতে ২০০ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় বেশ আলোচিত নাম কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখর। এই ব্যক্তি বেশি আলোচনায় আসে কারণ তার সঙ্গে জড়িত ছিল বলিউডের প্রথম সারির কিছু তারকা। যার মধ্যে অন্যতম জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ। জ্যাকলিনকে তিনি নিজের প্রেমিকা দাবি করে এসেছেন বরাবরই। জেলে বসে প্রায়ই জ্যাকলিনকে পাঠান চিঠি। যেসব চিঠি উঠে আসে খবরের শিরোনামে। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখলেন সুকেশ। এমনকি ট্রাম্পকে 'বড়দা' বলেও সম্বোধন করেছেন তিনি! আমেরিকার নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুকেশ চন্দ্রশেখর। এমনকি ট্রাম্পকে 'বড় ভাই' বলে সম্বোধনও করেছেন তিনি। তার সঙ্গে প্রেমিকার জন্য একটি আর্জিও রেখেছেন। সুকেশ তার চিঠিতে লিখেছেন, ?''আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ ও মনে আছে। সেটা প্রায় এক যুগ আগের কথা। আপনি একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন, 'এই পৃথিবী যেমন, তেমন ভাবেই গ্রহণ করুন, বা আপনি যেভাবে দেখতে চান, সেইভাবেই দেখুন।' সেই কথাগুলো আমার কানে আবার বাজলো। আমাকে এমন উৎসাহ, ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আপনাকে ভালোবাসি ভাই।'' আমেরিকায় বিনিয়োগ করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেন সুকেশ চন্দ্রশেখর।

ভাইরাল স্ট্যাটাস নিয়ে মুখ খুললেন শবনম ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া ইতোমধ্যেই তার অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকমহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তিনি বেশ সরব। সে কারণে তার নাম অনেক সময় শিরোনামেও এসেছে। সম্প্রতি শবনম ফারিয়া নামে একটি ভুয়া পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাসিনা সরকার দেশ পরিচালনার সময় অভিনেত্রীকে কোনো পোস্ট ডিলিট করতে হয়নি। এ ঘটনার তিনদিন পরে ফারিয়া ভাইরাল হওয়া ভুয়া পোস্টের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফারিয়া। ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে তিনি জানান, গত ১৫ বছরে হাসিনা সরকার দেশ পরিচালনার সময় কয়েক হাজার পোস্ট ডিলিট করেছেন। ভুয়া পোস্টের ছবি শেয়ার করে ফারিয়া লিখেছেন, 'আমি গত ৩ দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত। আমি কোনও স্ট্যাটাস পোস্ট করিনি কোনও বিষয়ে। বিশেষ ভাবে রাজনীতি বিষয়ক, এই পোস্ট সম্পূর্ণ এডিটেড। এইটার সাথে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।' গত ১৫ বছরে কয়েক হাজার পোস্ট ডিলিট করতে হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আপনাদের অবস্থা এত খারাপ যে এখন এডিট করে অন্যদের নামে পোস্ট চালায় নিজেদের কথা বলতে হচ্ছে।' 'আমি এই পোস্ট দিয়েছি ভেবে যারা খুশি তারা প্লিজ খুশি হইয়েন না। আবার লিখেছে ১৫ বছরে নাকি কোনও পোস্ট ডিলিট করতে হয় নাই । গত ১৫ বছরে কয়েক হাজার পোস্ট ডিলিট করতে হয়েছে।' অভিনেত্রীর কথায়, 'স্ট্যাটাস দেওয়ার ৫ মিনিটে কল চলে আসতো, "আপা ডিলিট করেন, সমস্যা হবে", অন্যদের মতো তেল মারি নাই দেখে কোনো সুযোগ সুবিধাও পাই নাই! আমার আলোও আসে নাই।

এবার আসিফের গানে ভাইরাল কন্যা সিঁথি

বিনোদন ডেস্ক : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সামাজিক মাধ্যমে আলোচিত হন ফারজানা সিঁথি নামের এক তরুণী। প্রথমে আন্দোলন চলাকালে পুলিশ কর্মকর্তাদের সামনে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে নেটিজেনদের নজর কাড়েন। তবে সরকার পতনের পর আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে এক সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে ব্যাপক সমালোচিত হন সিঁথি। তার দুর্ব্যবহারের মুখে ধৈর্য এবং পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে তখন পুরস্কৃত হয়েছিলেন সেই সেনা কর্মকর্তা। এবার জানা গেল, জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের গানের ভিডিওচিত্রে মডেল হিসেবে দেখা যাবে তাকে। বিষয়টি নিশ্চিত করে গত মঙ্গলবার একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন আসিফ। যেখানে তার পাশে দেখা মিলেছে সিঁথি ও শেখ সাদীর। ভিডিওচিত্রে সিঁথির সঙ্গে সাদীকেও দেখা যাবে। আসিফ আকবরের সঙ্গে এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন মুম্বাইয়ের নিকিতা গান্ধী। নতুন গান প্রসঙ্গে আসিফ আকবর বলেছেন, 'মুম্বাই ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর রাজীব রয় চৌধুরী ভালোবেসে গানটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। গানটি প্রথমে বাংলা, পরে হিন্দি- দুই ভার্সনেই রিলিজ হবে। গানের রেকর্ডিং হয়েছে আরো পাঁচ মাস আগে। এখন শুরু হবে গানের শুটিং।' তিনি আরও বলেন, 'নিটোল প্রেমের গানটির মডেল হিসেবে আমি নিজে পছন্দ করেছি জেন-জি কন্যা ফারজানা সিঁথি ও তরুণ সংগীতশিল্পী শেখ সাদীকে। গানের শুটিং হবে শালদহ ইকো রিসোর্ট, গাজীপুরে। ভিডিও পরিচালনা করবেন স্নেহের সৌমিত্র ঘোষ ইমন।'

বাঁশ দিয়ে নানা গৃহস্থালি পণ্য তৈরি করে বাড়ির সামনে রাখছেন রিপন রায়। বেতগাড়ি, গঙ্গাচড়া, রংপুর।

নাগেশ্বরীতে বেড়েছে বাণিজ্যিকভাবে বস্তায় আদা চাষ

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ব্যাপকহারে বেড়েছে বাণিজ্যিকভাবে বস্তায় আদা চাষ। বাড়ির আনাচে-কানাচে, সুপারি বাগান, কলা বাগান, বাড়ির ছাদ, অনাবাদি ও পতিত জমিসহ বিভিন্ন জায়গায় বস্তায় মাটি ভরাট করে কিংবা টবে আদা চাষে আগ্রহ বেড়েছে কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের। কৃষকরা বলছেন সেচ, কীটনাশক ও সার প্রয়োগসহ বস্তা প্রতি উৎপাদন ব্যয় হয়েছে ৪০ থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত। অল্প পরিচর্যা আর উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ বেশি হওয়ায় আদা চাষ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন তারা। এছাড়াও বিয়ে, জন্মদিন, কুলখানি, আকিকাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তরকারি ও খাবারের স্বাদ বাড়াতে মশলা জাতীয় এই আদার ব্যবহার করে থাকেন রাঁধুনীরা। এমনকী বিভিন্ন রোগে ওষুধী হিসেবেও ব্যবহার করা হয় এটি। তাই বাজারে আদার চাহিদাও অনেক বেশি। ফলে আদা চাষে উৎসাহ বাড়ছে দিনে দিনে। আদা চাষের ফলে বেকারদের কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব আদা যাবে দেশের বিভিন্ন জেলায়। গাগলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক খাইরুল আলম জানান, গত বছর দৈনিক ভোরের দর্পণ ও বায়ান্নর আলোসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্য এবং ইউটিউবে আদা চাষের সাফল্য দেখে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তিনি। শেষে এ বছর নিজেই সুপারী বাগানের ভেতর ৯০০ বস্তায় আদা চাষ করেছেন। তিনি জানান ফলন ভালো হয়েছে। প্রতি বস্তায় অনেক লাভের আশা করছি। কৃষক বেলাল হোসেন জানান তিনিও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও ইউটিউবে দেখে তার বন্ধু শফিকুল মিলে এ বছর নাগেশ্বরী ব্যাক মোড় সংলগ্ন জায়গায় প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার বস্তায় আদা চাষ করেছেন। ফলন ভালো হয়েছে তাই ভালো লাভের আশা তাদের। পরের বছর আরও বেশি করে আদা চাষের পরিকল্পনাও রয়েছে এই দুই বন্ধুর। এদিকে রায়গঞ্জ ইউনিয়নের বড়বাড়ী এলাকার আজিবর রহমান একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকুরি করতেন। চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরলে বেকার হয়ে যান তিনি। পরে বাড়ির পাশে সুপারি বাগানের পাশে ৭৫০ বস্তায় আদা চাষ করেছেন তিনি। এতে বস্তা ক্রয়, মাটি ভরাট, সার প্রয়োগসহ সবমিলে তার খরচ হয়েছে বস্তা প্রতি ৪০ টাকা। এ বছর প্রতি বস্তায় ১ থেকে ২ কেজি পর্যন্ত আদা পাবেন বলে প্রত্যাশা তার। পার্শ্ববতী শহিদুল ইসলামও তার সুপারি বাগানে সাড়ে ১২শ বস্তায় আদা চাষ করেছেন। তিনি জানান, আদা চাষে পরিশ্রমও, খরচও কম। আশানুরুপ ভালো ফলন হয়েছে। তবে কিছু বস্তায় আদাগাছে ছত্রাকের আক্রমণ হয়েছে তার। এজন্য কৃষি অফিসের সহায়তা কামনা করেছেন তিনি। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শাহরিয়ার হোসেন বলেন, এ বছর উপজেলায় ব্যাপকহারে বস্তায় আদার চাষ হয়েছে। চলতি মৌসুমে প্রায় ৩০ হাজার বস্তায় আদার চাষ হয়েছে।

অল্প খরচ আর অল্প পরিচর্যার মাধ্যমে আদার ফলন ভালো হওয়ায় দিনদিন এই মশলা জাতীয় ফসল চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। মসলা জাতীয় এই আদা চাষে রোগবালাই নিরাময়সহ যাতে আদার ফলন ভালো হয়ে কৃষকরা লাভবান হয় সে ব্যাপারে কৃষি বিভাগের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কৃষকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন।

চাটমোহরে বীজ ও সার বিতরণ

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : চাটমোহরে চলতি রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৯ হাজার ৩৬০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীরজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মেহেদী হাসান শাকিল। এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জসিম উদ্দিন,সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আঃ মতিন,কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা তানিয়া আকতার,কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শোয়েব রহমান, প্রসক্লাবের সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েলসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চাটমোহরে ইঁদুর নিধন অভিযানের উদ্বোধন

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : চাটমোহরে ইঁদুর নিধন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মেহেদী হাসান শাকিল। এ উপলক্ষে একটি র‌্যালী বের হয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বর প্রদক্ষিণ করে। এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ জসিম উদ্দিন,সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আঃ মতিন,কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা তানিয়া আকতার,কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শোয়েব রহমান,প্রেসক্লাবের সভাপতি হেলালুর রহমান জুয়েলসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সুজানগরে আলু-বেগুনের দাম পাল্লা দিয়ে বাড়ছে

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরের হাট-বাজারে আলু এবং বেগুনের দাম পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এতে নিম্ন এবং মধ্য আয়ের মানুষের পক্ষে আলু এবং বেগুন কেনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সরেজমিন খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায়, গত ১০/১২দিন আগেও উপজেলার প্রতিটি হাট-বাজারে প্রতিকেজি আলু ৫৫ থেকে ৬০টাকা এবং প্রতিকেজি বেগুন ৪৫ থেকে ৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। অথচ মাত্র ১০/১২দিনের ব্যবধানে বর্তমানে উপজেলার প্রতিটি হাট-বাজারে প্রতিকেজি আলু ৭০টাকা এবং প্রতিকেজি বেগুনও ৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রমজান আলী শেখ বলেন প্রত্যেক বছর শীতের মৌসুমে আলু এবং বেগুনসহ অন্যান্য সবজি বেশ কম দামে বিক্রি হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে চলতি শীতের মৌসুমে বেশিরভাগ সবজি অস্বাভাবিক চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

বরাদ্দ পাওয়া আশ্রয়ণের ঘর ভেঙে আলিশান বাড়ি

বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামচরি গ্রামে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর ভেঙে আলিশান বাড়ি করেছে বরাদ্দ পাওয়া একটি পরিবার। সেই বাড়ি উদ্বোধনের সময় মিলাদে গরু জবাই করে ৩০০ লোককে ভুরিভোজ করানো হয়েছে। যা নিয়ে পুরো গ্রামজুড়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সরেজমিনে সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের লামচরি গাজীর খেয়াঘাট আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, আশ্রয়ণ প্রকল্প-১ এর আওতায় বরিশালে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ৬০টি ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি ঘর বরাদ্দ পান নগরীর ১০নং ওয়ার্ড কেডিসি কলোনিতে বসবাসরত নাজমা বেগম ও বাবু দম্পতি। তারা সেই ঘর ভেঙে নির্মাণ করেছেন আলিশান এক বাড়ি। তাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে সব নান্দনিক ডিজাইনের ফার্নিচার, বিশালাকার এলইডি টিভি ও দামি সব তৈজসপত্র। তার ঠিক বিপরীত পাশেই আরও একটি দালান নির্মাণ করেছেন আশ্রয়ণের ঘর বরাদ্দ পাওয়া একটি পরিবার। লামচরি গাজীর খেয়াঘাট আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নাজমা-বাবু দম্পতি নিজেদের অস্বচ্ছল দেখিয়ে তৎকালীন সময়ে এই ঘর বরাদ্দ নেন। পরে চলতি বছরের শুরুতে সেই ঘর ভেঙে প্রায় ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছেন আলিশান এক বাড়ি। যা উদ্বোধন করার সময়ে দোয়ার আয়োজন করা হয়। মিলাদে একটি গরু কেটে ৩০০ লোকের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। লামচরি গাজীর খেয়াঘাট আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা রাকিবুল ইসলাম বলেন, আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলো মূলত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য।

অবশেষে চালু হচ্ছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : তিন মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর অবশেষে চালু হতে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ঢাকায় যাতায়াতের একমাত্র আন্তঃনগর ট্রেন সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস। আগামীকাল শুক্রবার সকাল থেকে ট্রেনটি চলাচল করবে বলে জানিয়েছে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। গত ৪ আগস্ট সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গত মঙ্গলবার দুপুরে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (পাকশী) শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বন্ধ হওয়ার আগে যেভাবে যে সময়ে চলাচল করেছে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস সেভাবেই চালু হবে। গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে স্টেশন ও সদানন্দপুর রেলওয়ে স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর থেকেই সিরাজগঞ্জ শহর থেকে চলাচল করা একমাত্র ট্রেনটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ট্রেনটি চালুর দাবিতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চুর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জবাসী আন্দোলন করে গড়ে তোলে। সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস চালুসহ বিভিন্ন দাবিতে চলতে থাকে সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন, সাংস্কৃতিক পদযাত্রা, স্মারকলিপি প্রদানসহ নানা কর্মসূচি। পাশাপাশি রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা জারি রাখেন বিএনপি নেতা বাচ্চু। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস চালু ও সিরাজগঞ্জ শহর হয়ে সব ট্রেন চলাচলের দাবিতে আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালানের পাশাপাশি রেলসচিব ও পশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনটি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে আন্তঃনগর ট্রেনটি যেন আগের মতো লোকাল হয়ে চলাচল না করে সে ব্যাপারেও দাবি জানিয়েছি। তিনি আরও বলেন, সিরাজগঞ্জ একসময় রেলের শহর ছিল। এ শহরের ভেতরেই চারটি স্টেশন ছিল। এখনো শত শত একর রেলওয়ের জায়গা রয়েছে। নতুন যমুনা রেলসেতু চালু হওয়ার পর সিরাজগঞ্জ-বগুড়া রেলপথ চালুর মাধ্যমে রায়পুর জংশন হয়ে শহরের ভেতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সব ট্রেন চলাচল করা আমাদের প্রাণের দাবী। আশা করছি বর্তমান সরকার আমাদের এ দাবি পূরণ করবে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (পাকশী) শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ বলেন, গত ৫ আগস্টের আগে সাতটি বগি নিয়ে প্রতিদিন ভোর ৬টায় সিরাজগঞ্জ বাজার থেকে ছেড়ে যাবে সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস। ঢাকার কমলাপুর থেকে বিকেল সোয়া চারটায় ছাড়বে। দ্রুতই সিরাজগঞ্জ বাজার মেরামত কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি।

বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

সবুজবাগ প্রতিনিধি : রাজধানীর সবুজবাগ থানাধীন পূর্ব মাদারটেক এলাকায় সুপরিকল্পিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে সংঘটিত চাঞ্চল্যকর ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি ওয়াসিম উদ্দিনকে (৪৭) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। গতকাল বুধবার দুপুরে র‌্যাব-৩ এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) মোহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার বিকেলে কেরানীগঞ্জ থানা এলাকায় র‌্যাব-৩ ও র‌্যাব-১০ এর একটি দল যৌথ অভিযান চলায়। অভিযানে ঢাকা মহানগরীর সবুজবাদ থানার থানার ধর্ষণ মামলার আসামি ওয়াসিম উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তিনি জানান, আসামি ওয়াসিম উদ্দিন ওই মামলার ভিকটিমের সঙ্গে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন কাজ করার সময় তাদের পরিচয় হয়। সে সুবাদে তাদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ হয়। ভিকটিম একজন ডিভোর্সি নারী জানানোর পরও আসামি ভিকটিমকে প্রেম ও বিয়ের প্রস্তাব দেয়। পরে তাদের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পবিত্র কোরআন শরীফ ও আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বিয়ে ও রেজিস্ট্রি করার প্রলোভন দেখিয়ে ভিকটিমের ভাড়া বাসায় নিয়ে ভিকটিমকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। এছাড়াও গ্রেপ্তার আসামি ভিকটিমকে তার স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন এনজিও হতে বিপুল পরিমাণ ঋণ উত্তোলন করে। এ ব্যাপারে ভিকটিম আসামির প্রথম স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে কথা বললে তারা টাকা ও বিয়ের বিষয়ে সমাধান করে দেবে বলে আশ্বাস দেয় কিন্তু আসামি ভিকটিমকে বিয়ে ও কাবিন রেজিস্ট্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়।

ধামইরহাটে আন্তঃজেলা ফুটবল খেলায় বিজয়ী রংপুর জেলা

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি আন্তঃজেলা ফুটবল ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকালে ফার্শিপাড়া মিনি স্টেডিয়াম মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় নওগাঁ জেলা ফুটবল দল এবং রংপুর জেলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেন। খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাহবুবার রহমান চৌধুরী চপল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইঞ্জিঃ কে.এম.এস মুসাব্বির শাফি, জাতীয় ফুটবল দলের তারকা ও রাজশাহী বিভাগীয় ফুটবল উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হক, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. ফেরদাউস খান, নওগাঁ জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি বেলী খাতুন, নওগাঁ জেলা ফুটবল উন্নয়ন সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান, প্রধান শিক্ষক আব্দুল বারি পলাশ, ক্রীড়া সংগঠক মিজানুর রহমান, যুবদল নেতা রুহেল হোসেন সুমন, মনিরুজ্জামান লিটন, ছাত্রদল নেতা আহসান হাবিব প্রমুখ। খেলায় হাজার হাজার ফুটবল প্রেমী দর্শক অংশগ্রহণ করে। উক্ত খেলায় নওগাঁ জেলা দলকে রংপুর জেলা দল ২-০ গোলে পরাজিত করেন।

ভাঙ্গুড়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

ভাঙ্গুড়া, পাবনা প্রতিনিধি : রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ; হবে সোনার বাংলাদেশ- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১৬২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

জিটিসি কর্তৃক পাথর খনি শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান

পার্বতীপুর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দেশের একমাত্র দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়া পাথর খনির ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জামার্নীয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর অধীনে গতকাল বুধবার বেলা ৩ টায় খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের উচ্চ শিক্ষায় অধ্যায়নরত ৫২ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়েছে। মধ্যপাড়া পাথর খনি এলাকাবাসীর জন্য জিটিসি চ্যারিটি হোম এর সামজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খনির সন্মুখে অবস্থিত জিটিসি চ্যারিটি হোমে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের উচ্চ শিক্ষায় অধ্যায়নরত ৫২ শিক্ষার্থীর মাঝে মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ প্রদান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হাতে এই বৃত্তির অর্থ প্রদান করেন জামার্নীয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম জিটিসি'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাবেদ সিদ্দিকী এর পক্ষে উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ জাহিদ হোসেন । মধ্যপাড়া পাথর খনির ব্যবস্থাপনা, রক্ষনাবেক্ষণ এবং উৎপাদন কাজে নিয়োজিত দেশীয় একমাত্র মাইনিং কোম্পানী জামার্নীয়া কর্পোরেশন লিমিটেড ও বেলারুশ কোম্পানী এর যৌথ প্রতিষ্ঠান জামার্নীয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) তাদের অধীনে কর্মরত খনি শ্রমিক সহ সংশ্লিষ্ট খনি এলাকাবাসীর মাঝে সেবামূলক এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে শ্রমিকদের উচ্চ শিক্ষায় অধ্যায়নরত সন্তানদের মাঝে মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম এবং মধ্যপাড়া পাথর খনির এলাকাবাসীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ সেবা প্রদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ সংস্থা "জিটিসি চ্যারিটি হোম" স্থাপন করেছে। খনি এলাকায় সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন বাড়াতে এলাকার বিভিন্ন মহলের সহযোগিতা কামনা করেছে জিটিসি কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, জিটিসি চ্যারিটি হোমে ১ জন অভিজ্ঞ এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা সপ্তাহে ৫ দিন খনি এলাকার মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন গড়ে খনি এলাকার প্রায় অর্ধশত রোগী এই চিকিৎসা সেবা গ্রহন করছেন।

বাজিতপুরে কৃষক ও কৃষাণীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দিলালপুর ইউনিয়নের মাইজপাড়ার পার্টনার ফিল্ড স্কুলে গতকাল বুধবার সকাল ১১ টা হতে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত উপজেলার কৃষি অফিসের মাধ্যমে ১৫ জন কৃষক ও ১০ জন কৃষাণীদের মধ্যে রূপা আমন ফসলের আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত দেওয়া হয়। আলোচনা সভায় বিজতলা তৈরী, ভালো বীজ নির্বাচন করা, বিভিন্ন রোগ বালাই পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেন, উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আজিজুল হক ও হাদিকুল ইসলাম।

বাজিতপুরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ৩

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গতকাল বুধবার সকালে ৩ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন। ডেঙ্গু আক্রান্তরা হলেন, দিলালপুর খলাহাটি গ্রামের বজলু মিয়ার ছেলে সাকিব মিয়া (১৯), একই ইউনিয়নের বড়খাটুলা গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে তারেক মিয়া (২৭) ও কৈলাগ ইউনিয়নের পিউরী গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে মোঃ মিলন মিয়া (৩৩)। হাসপাতাল সূত্রে জানাযায়, গত ১ মাসে ডেঙ্গু রোগী ১০ থেকে ১৫ জন ভর্তি হওয়ার পর সবাই সুস্থ্য হয়ে বাড়ীতে ফিরেছেন।

কালীগঞ্জে মাছের আঁশ বিক্রি করেন আশরাফুল

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জ শহরের হাট চাঁদনীর নিচে মাছ বাজারে ঢুকলেই দেখা যাবে আশরাফুল ইসলাম নামের একজন মাছ ব্যবসায়িকে। তিনি কখনো বড় বটিতে বসে মাছ কাটছেন আবার কখনো মাছের কাঁচা আঁশ বিভিন্ন মাছের দোকান থেকে সংগ্রহ করছেন। আশরাফুল তার সংগৃহিত মাছের কাঁচা আঁশ বস্তা ভরে তিনি হাট চাঁদনীর ছাদে নিয়ে রোদে শুকাতে দিচ্ছেন। মাছের এই কাঁচা আঁশ রোদে ভালোভাবে শুকিয়েতো বস্তা ভরে ওজন করে যশোর এবং খুলনা থেকে আসা মাছের আঁশ ব্যবসায়িদের নিকট বিক্রি করে বাড়তি টাকা আয়করছেন। মাছের আঁশ থেকে বাড়তি আয়ের জন্য আশরাফুল ইসলাম প্রতিদিন এভাবেই তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছেন। কালীগঞ্জ শহরের মাছ বাজারে তিনি প্রায় ২০ বছর যাবত মাছ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন। আবার ১০ টাকা কেজি মূল্যে মাছ কাটা এবং মাছের কাঁচা আঁশ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে বাড়তি টাকা আয় করেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ফেলে দেওয়া একটি আবর্জনা হলো মাছের আঁশ। বর্তমানে সেই মাছের আঁশ রোদে শুকিয়ে তা শুকনো আঁশ হিসেবে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এই ফেলে দেওয়া আঁশ বিক্রি করেই বাড়তি আয় করছেন কালীগঞ্জ উপজেলার ফরাসপুর গ্রামের শাখের আলী বিশ্বাসের ছেলে আশরাফুল ইসলাম ।প্রতিদিন মাছ বাজার থেকে ১০ থেকে ১৫ কেজি মাছের কাঁচা আঁশ সংগ্রহ করে থাকেন। আশ গুলো ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে বস্তা ভর্তি করেন। এভাবে মাসে প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ কেজি মাছের কাঁচা আঁশ সংগ্রহ করে থাকেন। যা রোদে শুকিয়ে প্রায় ১৭০ কেজি হয়। প্রতি কেজি শুকনা মাছের আঁশ বাজার অনুযায়ী ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে যশোর এবং খুলনা থেকে আগত আঁশ ব্যবসায়িদের নিকট বিক্রি করে থাকেন। এভাবে তিনি মাসে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা বাড়তি টাকা আয় করে থাকেন। মাছ বব্যবসায়ি আশরাফুল ইসলাম জানান, আগে তো মাছের আঁশ আমরা ফেলে দিতাম। যখন শুনলাম এটি রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে রোদে শুকিয়ে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব ।তখন থেকে প্রতিদিন কাজের পাশাপাশি আঁশ সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে বিক্রি করে থাকি। এই টাকা আমার ব্যক্তিগত ও সংসারের কাজে খরচ করে থাকি। মাছ কুটার পাশাপশি এটা তার বাড়তি আয় হয় বলে তিনি অনেকটা খুশি হন। আশরাফুল বলেন এক কাজের সঙ্গে দুটি আয়ের উৎসহ রয়েছে। আবার পাইকারি ব্যবসায়িরা ও ক্রমান্বয়ে মাছের শুকনা আশ বেশি চাহিদা করছেন। কালীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাসান সাজ্জাদ বলেন,বাংলাদেশ থেকে চীনে আঁশ রফতানি হয়। সেখানে মাছের আঁশ থেকে কোলাজেন ও জিলেটিন তৈরি করা হয়।। ওষুধ, প্রসাধনী সামগ্রী, ফুড সাপ্লিমেন্ট তৈরিতে মাছের আঁশ ব্যবহৃত হয়। তাই এটিকে সম্ভাবনাময় একটি খাত হিসাবে ধরা যায়। কালীগঞ্জ মাছ বাজারে কেউ এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন তা আমার জানা ছিল না। আমি মাছ বাজারে যেয়ে তাদের সাথে কথা বলব এবং এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিব। মাছের আঁশ সংগ্রহের উপর তাদেরকে কোনো প্রশিক্ষন দেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারেও আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলব।

খন্দকবাড়িয়া মেছো বাঘকে পিটিয়ে হত্যা

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের খন্দকবাড়ীয়া গ্রামে একটি মেছো বাঘকে পিটিয়ে হত্যা করেছে গ্রামবাসি। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ওই গ্রামের পুর্ব-উত্তরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে ।ওই গ্রামের কলেজ ছাত্র আসমাউল জানান, গত সোমবার রাতে ওই গ্রামের কালু নামের এক কৃষকের গোয়ালে ঢুকে মেছো বাঘটি দু'টি ছাগল মেরে ফেলে। সকালে তারা বুঝতে পারে যে মেছো বাঘ ছাগল দু'টিকে মেরে ফেলেছে। গত মঙ্গলবার রাতে তার বাড়িতে আবার এসে মুরগির ঘরে প্রবেশ করে। বাড়ির লোকজন টের পেয়ে ধাওয়া করলে ঘরের পাশে জালে আটকা পড়ে। পরে গ্রামবাসি এসে বাঘটিকে পিটিয়ে হত্যা করে। এ ব্যাপারে খুলনা বন্যপ্রানি ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের বন্যপ্রানি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা তন্ময় আচার্য্য বলেন, যেহেতু বাঘটিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সেহেতু এখন কিছু করার নেই। জীবিত থাকলে আমরা উদ্ধার করতে পারতাম। বন্যপ্রানি হত্যা না করার জন্য গ্রামবাসিকে অনুরোধ জানান তিনি।

গজারিয়া নেট জালে আটকা পড়েছে অজগর সাপ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার পুরান বাউশিয়া দক্ষিণপাড়ায় এক জেলের নেট জালে আটকা পড়েছে বিশাল আকৃতির এক অজগর সাপ। সাপটি দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় বাড়ছে। গতকাল বুধবার সকাল ভোরে পুরান বাউশিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়া মিয়াজী বাড়ির পিছনে পরিত্যাক্ত ডোবায় নেট জালে বিশাল এক অজগর সাপ আটকায়। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয় কয়েকজনের সহযোগিতায় সাহসিকতার সাথে সাপটি বস্তাবন্দী করা হয়। বন বিভাগে যোগাযোগ করা হলে তারা দুপুর নাগাদ আসবে বলেছেন। এইসব দেখার জন্য গজারিয়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে এদিকে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে এই বড় অজগর সাপ খবরে ছড়িয়ে পড়েছে।

শরণখোলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক ২দিনের প্রশিক্ষণ

শরণখোলা, বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটের শরণখোলায় স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট প্রনয়ণ বিষয়ক দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে ইউরোপিয় ইউনিয়ন এর অর্থায়নে এবং হেলভেটাস বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় উন্নয়ন সংস্থা সিএনআরএস এবং ইভলভ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। শরণখোলার ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি, মুক্তিযোদ্ধা, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং সাংবাদিক উপজেলার সিভিল সোসাইটি, সিএসও নেটওয়ার্ক সদস্যদের নিয়ে ২ দিন ব্যাপি স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট প্রনয়ণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন (সিএনআরএস) এর প্রজেক্ট কোওর্ডিনেটর (প্রকল্প সমন্বয়কারী) মোঃ মিলন চৌধুরী ও মোঃ আজহারুল হক। এ সময় আলোচনায় অংশ নেয় বীর মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন বাদশা, মোঃ হারুন অর রশিদ, এনজিও সমন্বয় কমিটির সভাপতি মীর সরোয়ার হোসেন, সাংবাদিক সাবেরা ঝর্ণা, মাহফুজুর রহমান বাপ্পি প্রমূখ।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কর্মবিরতি, হামলায় আহত ২

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ি এলাকায় এম এম নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালনের সময় শিল্পপুলিশ ও কারখানার স্টাফদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় কারখানার নিরাপত্তা ইনচার্জ এবং শিল্পপুলিশের এক কনস্টেবলসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার প্রধান ফটকে তালে ঝুলিয়ে তাদের কাছে চাবি রেখে দেয়। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‌্যাব, শিল্পপুলিশ ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত আছেন। গতকাল বুধবার সকাল ৯ টার দিকে ওই কারখানার অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে। কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহতরা হলেন কারখানার নিরাপত্তা ইনচার্জ আজিজুর রহমান (৪৫) ও গাজীপুর শিল্পপুলিশ-২-এর কনস্টেবল নাহিদ (২৮)। আহত অন্যদের নাম জানা যায়নি। গুরুতর আহত পুলিশ কনস্টেবলকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, শ্রমিক আন্দোলনের সময় কারখানায় হামলা করে ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে এম এম নিটওয়্যার এবং ও মামুন নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষ ১১৩ জন শ্রমিক ছাঁটাই করে। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের সকল পাওনা পরিশোধ করার পরও তারা আবার চাকরি ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশায় কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হয়। তাদের পুনরায় চাকরিতে নিতে দুই দিন যাবৎ সকাল থেকেই কারখানার সকল শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করে আসছেন। পরে কারখানার ভেতরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন তারা। এম এম নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিক সাদ্দাম হোসেন বলেন, শুনেছি, নতুন করে আরও শ্রমিক ছাঁটাই করছে। এ খবরে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ভেতরে অন্দোলন করেছে।

টাঙ্গাইলে নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইল পৌর শহরের বেড়াডোমা এলাকায় পৃথক পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও একজন আহত হওয়ার প্রতিবাদ এবং নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের বেড়াডোমা চৌরাস্তায় এলাকাবাসীর ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, টাঙ্গাইল পৌর সভার সাবেক কাউন্সিলর নুরুল আমিন, সাবেক কাউন্সিলর জহুরুল ইসলাম আজাদ, এলাকাবাসী মো. শামীম আল মামুন, রুহুল আমিন তালুকদার প্রমুখ। এ দিকে বক্তারা বলেন, সড়কে যাত্রী ও পথচারীদের নিরাপত্তা দিতে হবে। প্রত্যেকটি মোড়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সামনে স্পিডব্রেকার দিতে হবে। সড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও মোড়ে প্রয়োজনে ফুটওভার ব্রিজ চাই, যানবাহনের বেপরোয়া গতির নিয়ন্ত্রণ চাই। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, আর যেন কেউ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত না হয়। মানববন্ধনে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীরা অংশ গ্রহণ করেন।

বাউফলে খাদ্যগুদামের নিরাপত্তা প্রহরী

বাউফল, পটুয়াখালী প্রতিনিধি : অবসরে গেছেন দুই বছর আগে। এখনও চাকুরিতে বহাল আছেন। শুধু তাই নয় পরিবার নিয়ে সরকারি কোয়ার্টারে বসবাস করছেন নিয়মিত। এমন অভিযোগ উঠেছে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বগা খাদ্য গুদামের অবসরপ্রাপ্ত নিরাপত্তা প্রহরী লাল মিয়ার বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দুই বছর আগে লাল মিয়া অবসরে যান। এরপর রেজাউল করিম নামের অপর একজনকে পোষ্টিং দেওয়া হয় লাল মিয়ার শূণ্য পদে। রেজাউল করিম নিয়মিত গুদামে থাকেন না। মাঝেমধ্যে গুদামে গিয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে আসেন। এদিকে অবসরে যাওয়ার পরও লাল মিয়াকে স্বপদে থেকে দায়িত্ব পালনের মৌখিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওই গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবার নিয়ে লাল মিয়াকে সরকারি কোয়ার্টারে থাকারও সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একটি সূত্র জানায়, খাদ্য গুদাম থেকে অবৈধ উপার্জন করতে পাকা নিরাপত্তা প্রহরী লাল মিয়া। লাল মিয়াকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভিন্ন অবৈধ কাজ হাসিল করেন। বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে কমিশন আদায়, কালো বাজারে প্রকল্পের চাল বিক্রির ক্ষেত্রে কমিশন আদায়, ধান চাল সংগ্রহ অভিযান চলাকালে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কমিশন আদায়সহ নানান অভিযোগ রয়েছে খাদ্য গুদামের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। আর এসব কাজ করতে পাকা নিরাপত্তা প্রহরী লাল মিয়া।

ভাটায় ইট তৈরির কাজ করছেন শ্রমিকেরা। পানাপুকুর, রংপুর,

ব্রাজিল দলে ফিরলেন ভিনি আর্জেন্টিনার স্বস্তি এমিলিয়ানো

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বছরের শেষ দুই রাউন্ডের ম্যাচ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এর আগে দল দুটি সুসংবাদ পেয়েছে। দল দুটিতে ফিরেছেন দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ গত অক্টোবরে দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নিষেধাজ্ঞা শেষে ফের পোস্টের সামনে দেখা যাবে তাকে। আর ইনজুরির কারণে বাছাইয়ের সর্বশেষ দুই ম্যাচ না খেলতে পারা ভিনি পুরোপুরি ফিট হয়ে ফিরেছেন ব্রাজিল দলে। সর্বশেষ রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে হ্যাটট্রিকও করেছেন এই উইঙ্গার। আগামী শুক্রবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে পাঁচটায় প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এর আড়াই ঘণ্টা আগে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এরপর ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় নিজেদের মাটিতে পেরুর বিপক্ষে খেলবে আলবিসেলেস্তেরা। এর ৪৫ মিনিট পরেই মাঠে নামবে ব্রাজিল ও উরুগুয়ে।

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। তিন পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে কলম্বিয়া। তিন ও চারে আছে যথাক্রমে উরুগুয়ে ও ব্রাজিল। দুই দলেরই পয়েন্ট ১৬ করে। শীর্ষ ৬ দল সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। প্যারাগুয়ে ও পেরুকে হারাতে পারলে কোয়ালিফাই করার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে আর্জেন্টিনা। আর তাদের মূল ভরসা লিওনেল মেসি। অক্টোবরে বলিভিয়ার বিপক্ষে নিজে হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে দুই গোল করিয়েছিলেন। ম্যাচটি ৬-০ গোলে জিতে নেয় আর্জেন্টাইনরা। ওই অঞ্চলের বাছাইয়েই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক মেসিই।

সৌদিতেই থাকতে চান নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপে থাকা অবস্থায় লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর নেইমার জুনিয়রকেই সেরা ভাবা হতো। কিন্তু ইনজুরির কারণে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। যে কারণে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে সৌদি ক্লাব আল হিলাল ছেড়ে দিতে পারে তাকে। কিন্তু নেইমার আরও সময় এই ক্লাবে থাকার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। গত বছর জাতীয় দলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সময় ইনজুরিতে পড়েন নেইমার। এরপর লম্বা সময় পুনর্বাসনের পর দীর্ঘ এক বছর পর গত মাসে মাঠে ফেরেন তিনি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইরানের ক্লাব এস্তেগলালের বিপক্ষে বদলি হয়ে নেমে ২৯ মিনিট খেলতে পারেন। এরপর ফের পড়েন ইনজুরিতে। পরবর্তীতে জানা যায় হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়া এই তারকা ফের ছিটকে গেছেন চার থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য।

এক বছর না খেলা মালদ্বীপের কাছে বাংলাদেশের হার

স্পোর্টস ডেস্ক : রেফারির শেষ বাঁশি। বাংলাদেশের ফুটবলাররা কিংস অ্যারেনায় মুখ লুকানোর চেষ্টা করছেন। অন্য দিকে স্বস্তির হাসি দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের। নভেম্বর ফিফা উইন্ডোতে দু'টি প্রীতি ম্যাচের সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ-মালদ্বীপ। প্রথম ম্যাচে সফরকারী মালদ্বীপ ১-০ গোলে স্বাগতিক বাংলাদেশকে হারিয়েছে।

প্রীতি ম্যাচে জয়-পরাজয়ের বাইরে দুই দলের জন্য ভিন্ন বার্তা। কিংস অ্যারেনায় গত বছর অক্টোবরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম ধাপে মালদ্বীপকে

২-১ গোলে হারিয়ে পরের পর্ব নিশ্চিত করেছিল। এতে মালদ্বীপ বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাই থেকে ছিটকে যায়। এক বছর পর এই কিংস অ্যারেনায় বাংলাদেশকে হারিয়ে মালদ্বীপ সেই মধুর প্রতিশোধ নিলো। গত বছর অক্টোবরে বাংলাদেশের বিপক্ষে হারের পর মালদ্বীপের ফুটবল অনেকটা নির্বাসনে চলে যায়। গত এক বছর মালদ্বীপ আন্তর্জাতিক কোনো ম্যাচই খেলেনি। শুধু আন্তর্জাতিক নয়, ঘরোয়া ফুটবলও হয়নি মালদ্বীপে। এক বছর না খেলা মালদ্বীপের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নিজেদের মাঠে হারল। ম্যাচের ১৮ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে আলী ফাসিরের গোলে মালদ্বীপ লিড নেয়। দিন শেষে সেটাই জয়সূচক গোলে পরিণত হয়। বাংলাদেশ ম্যাচ জুড়ে বেশ কয়েকটি আক্রমণ করেও ম্যাচে সমতা আনতে পারেনি। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড শেখ মোরসালিন দুর্দান্ত কয়েকটি শট নেন। মালদ্বীপের গোলরক্ষক হুসেইন শরীফ দারুণ সেভ করেন। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে বাংলাদেশের স্পেনিশ কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা তিনটি পরিবর্তন করেন। শাহরিয়ার ইমন, চন্দন রায় ও মজিবর রহমান জনি নামার পর খেলার গতি আরো বাড়ে। মজিবর রহমান জনি বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটও নিয়েছিলেন। সেই শট গোলরক্ষক প্রতিহতও করেন। আজকের ম্যাচে বাংলাদেশ দুভার্গ্যরেও শিকার। ৪৩ মিনিটে মিডফিল্ডার সোহেল রানার দূরপাল্লার শট সাইড পোস্টে লেগে ফেরত আসে। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি সময়ে কর্ণার থেকে রাকিবের ব্যাক হিল গোল লাইন প্রবেশ করতে করতে বাইরে দিয়ে যায়। এ রকম বেশ কয়েকবার গোল বঞ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে মালদ্বীপও একাধিক সুযোগ পেয়েছিল। দুই-তিন দফা কাউন্টার অ্যাটাক থেকে বক্সে একা থেকেও মালদ্বীপের ফরোয়ার্ড গোল করতে পারেননি। এক্ষেত্রে অবশ্য বাংলাদেশের ফুটবলাররা দারুণ দুই-তিনটি ক্লিয়ার করেন। বক্সের মধ্যে সেই ক্লিয়ারগুলো অনেকটা ফাউলের কাছাকাছি ছিল। ভুটানী রেফারি ভিরেন্দা রাই দারুণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

যৌন নিপীড়নের দায়ে ফরাসি ফুটবলারের কারাদণ্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শাস্তি পাচ্ছেন ফরাসি ফুটবলার উইসাম বেন ইয়েদার। ফ্রান্সের আদালত তাকে দুই বছরের স্থগিত কারাদণ্ড দিয়েছে। তবে প্রসিকিউটর ১৮ মাসের স্থগিতসহ ৩৪ বছর বয়সী এই ফুটবলারের দুই বছর ছয় মাসের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন। বাদীর এক আইনজীবী আদালতে নিপীড়নের শিকার নারীকে ২৫ হাজার ইউরো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান। কিন্তু অভিযুক্ত বেন ইয়েদারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ভুক্তভোগীকে ৫ হাজার ইউরো দিতে নির্দেশ দিয়েছে ফ্রান্সের নিস শহরের আদালত। সেই সঙ্গে ওই নারীর চিকিৎসা ব্যয়ও বহন করতে হবে ফরাসি ফুটবল তারকাকে।

শাস্তির ঘোষণার বিরোধিতা করেছেন বেন ইয়েদারের আইনজীবী। দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে তিনি জানান, বেন ইয়েদার নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। আদালতে বেন ইয়েদার নিজে দাবি করেন, তিনি মাতাল ছিলেন। ওই অবস্থায় কোনো যৌন নিপীড়নের কথা তার মনে নেই।

গত সেপ্টেম্বরে বেন ইয়েদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এক নারী। অভিযোগে বলা হয়, ফ্রেঞ্চ রিভেরায় নিজের গাড়িতে ওই নারীর ওপর যৌন নিপীড়ন চালান বেন ইয়েদার। ঘটনার পর পুলিশ তাকে গাড়ি থামাতে বললেও তিনি পালিয়ে যান। পরে তাকে তার নিজের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

১৯ বছর বয়সেই অবসরে রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার

স্পোর্টস ডেস্ক : অনেক ফুটবলারই আছেন, যাদের পেশাদার ফুটবলের যাত্রা শুরু হয় ১৯ বছর বয়সে। অথচ এই টিন এইজেই ফুটবল ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন মার্ক কুকালনকে। চোটে জর্জরিত হয়ে রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমির এই খেলোয়াড় মাত্র ১৯ বছর বয়সেই ফুটবল ছাড়লেন। স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার ২০১৬ সালে যোগ দেন রিয়ালের একাডেমিতে। এরপর থেকে আছেন এখানেই। তবে দীর্ঘ এই পথচলায় একের পর এক চোটে তাকে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে মাঠের বাইরেই। ২০২২ সালের গুরুতর এক চোটই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল প্রতিভাবান এই ফুটবলারের জন্য। ওই চোটের পর অনেক চেষ্টা করলেও আর বেশিদূর টেনে নিতে পারেননি ক্যারিয়ার। রিয়ালের সিনিয়র দলে খেলার স্বপ্নকে বলি দিয়ে বাধ্য হয়েছেন অবসর নেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রিয়ালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কুকালন বলেছেন 'আমি বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে এই চিঠিটা শুরু করব। তাই আমি সবাইকে হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানিয়েই শুরু করলাম। আমি রিয়াল মাদ্রিদ একাডেমিতে ২০১৬ সালের গ্রীষ্মে একটি ছোট ব্যাকপ্যাকে বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম এবং আমি খুব খুশি ছিলাম।' 'আমার মনে হয় আমি সত্যিকার অর্থেই বিশ্বের সেরা ক্লাবের অংশ হতে পেরেছি এবং স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছি। আমি একজন ব্যক্তি এবং একজন খেলোয়াড় হিসাবে শিখেছি এবং পরিণত হয়েছি। আমি জীবনের বাকি অংশে এই মূল্যবোধগুলি বহন করব, যা আমাকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ফুটবল আমাকে প্রতিটি জয়ে এবং প্রতিটি পরাজয়ে শিখিয়েছে যে, আপনাকে সবসময় বাধা অতিক্রম করতে হবে এবং লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সেই শিক্ষাগুলো চিরকাল আমার জীবনের অংশ হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ

বেড়েছে টিকিটের দাম, কমেছে দর্শক

স্পোর্টস ডেস্ক : দেশের ফুটবলের প্রধান ভেন্যু বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংস্কারাধীন। তাই প্রায় আড়াই বছর যাবৎ এখন বাফুফের সবেধন নীলমণি বসুন্ধরা কিংসের কিংস অ্যারেনা। এই মাঠে বাংলাদেশের ম্যাচে গ্যালারীতে দর্শক উপস্থিতি থাকে ব্যাপক। সেই তুলনায় আজ বাংলাদেশ-মালদ্বীপ ম্যাচে দর্শক উপস্থিতি এখন পর্যন্ত অনেকটাই কম। বাফুফে বাংলাদেশ-মালদ্বীপ দুই ম্যাচ সিরিজের জন্য টিকিট মূল্য ধার্য করেছে ৩০০, ৫০০ ও ৮০০ টাকা। যা মাস পাঁচেক আগে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ছিল ২০০, ৩০০ ও ৫০০। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে বাফুফে টিকিটের মূল্যও বাড়ায়। এ নিয়ে ফুটবল সমর্থকরা সমালোচনা করেন। টিকিট বৃদ্ধির প্রভাব খানিকটা পড়েছে আজকের গ্যালারীতে। দুই পাশের সাধারণ গ্যালারী ম্যাচ শুরুর সময় প্রায় ৭০ ভাগই ছিল ফাঁকা। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার সময় লোকজন খানিকটা আসায় গ্যালারী কিছুটা ভরেছে। এরপরও ফাঁকার অংশ সাদা চোখে ধরা পড়েছে ব্যাপকভাবে। স্বল্প দর্শকদের মধ্যেও বাংলাদেশ ফুটবল আলট্রাস গ্রুপ মাতিয়ে রেখেছে গ্যালারী। চেচিয়ে, বাদ্য বাজিয়ে সরব রেখেছেন স্টেডিয়াম। প্রথমার্ধে মিতুল মারমা নড়বড়ে থাকায় গ্যালারী থেকে 'জিক', 'জিকো' রব উঠছিল। সাধারণ গ্যালারী ফাঁকা থাকলেও ভিআইপি ও ক্লাব হাউজ পরিপূর্ণই ছিল। জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন ফুটবল মনেপ্রাণে ভালোবাসেন।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে হিসাব নেওয়া হবে

ধর্ম ডেস্ক : ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। তন্মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ভিত্তি হলো নামাজ। নামাজ আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মহান রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য অর্জন করার জন্য, মুসলমানদের প্রতি মিরাজের উপহার। যা আল্লাহতায়ালা তাঁর পিয়-ারা হাবিবকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে মিরাজের রাতে আল্লাহ পাকের আরশে আজিমে মেহমান বানিয়ে মুসলমানদের জন্য এই উপহার প্রদান করেন। হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার পূর্বে পবিত্র মক্কাভূমিতেই নামাজ ফরজ হয়েছিল। মক্কার অধিবাসী আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এক প্রশ্নের উত্তরে নবীজি সম্পর্কে এভাবে পরিচয় দান করেন যে এই নবী আমাদিগকে নামাজ, সত্যবাদিতা ও সংযমশীলতার আদেশ করিয়া থাকেন (বোখারি-১৭৭) নবীজি ইরশাদ করেন : কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাত বা নামাজের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সব আমল সঠিকভাবে হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সব আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। (তিরমিজি-২৭৮) আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের নামাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোরআনুল কারিমে ৮২ বার নামাজের কথা বলেছেন। মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, পাপীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কেন জাহান্নামে যাইতেছ? তারা বলবে আমরা নামাজি ছিলাম না, মিসকিনদের আহার করাইতাম না, অন্যের দোষ তালাশকারীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম, যার কারণে আজ আমরা জাহান্নামে যাচ্ছি। (সুরা মুদ্দাসসির-৪০/৪৫) অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন : মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও

ভয়ভীতির সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়। (সুরা মুমিনুন-১/২) অন্যত্র ইরশাদ করেন : আর যারা তাদের নিজেদের নামাজ যত্নের সহিত হেফাজত করে অর্থাৎ যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নামাজ আদায় করে, তারাই জান্নাতে অতি সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে বসবাস করবে। (সুরা মাআরিজ ৩৪/৩৫) আল্লাহতায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন : ওই সব নামাজির জন্য বড়ই আফসোসের বিষয় যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী ও উদাসীন থাকে, (সুরা মাউন-৪/৫) আল্লাহতায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন : আর যারা তাদের নামাজে যত্নবান তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ, যারা ফিরদৌসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে, (সুরা মুমিনুন-৯, ১০, ১১) আল্লাহতায়ালা অন্যত্র বলেন : নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ মহান রাব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর জন্য সেজদা, সালাত আদায় করতে থাকো, তোমার প্রতিটি সেজদার কারণে আল্লাহতায়ালা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাফ করবেন, (মুসলিম শরিফ-৭৩৫) নবীজি বলেন : বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে তখন, যখন সে সেজদারত থাকে, সুতরাং তোমরা সেজদা অবস্থায় বেশি বেশি প্রার্থনা কর। (মুসলিম শরিফ-৭৪৪) নবীজি আরও বলেন : সালাত পাপমোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত রূপ, এক জুম্মা হতে আরেক জুম্মা মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়, (মুসলিম-৩৪৪) নবীজি বলেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে সালাত ছেড়ে দিল সে যেন কুফরি করল, (বোখারি) নবীজি অন্যত্র ইরশাদ করেন : বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেমন বৃক্ষের পাতা ঝরে, (মুসনাদে আহমদ) একজন মুমিন ইমান আনার পর সর্বপ্রথম নামাজের আমলের ব্যাপারে নির্দেশিত হয়। এই আমলের ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, আজাদ-গোলাম, নারী-পুরুষের কোনো বিভেদ নেই।

মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের বিধান

ধর্ম ডেস্ক : কোনো ব্যক্তি যদি ঋণ রেখে মারা যায়, তাহলে মৃতের সব সম্পদ বিক্রি করে হলেও পরিবারকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কারণ ঋণ পরিশোধ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজ নেকি থেকে ঋণের দাবি পূরণ করতে হবে। (বুখারি, হাদিস : ২৪৪৯) মহান আল্লাহ মিরাস বা উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোচনা শেষে বলেন, 'মৃতের অসিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর (মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন হবে)।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১১) নিজ সম্পত্তি থেকে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। (ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/২৩২) তথাপি ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খিদমতের অংশ ও অশেষ সওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পরিশোধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। (তিরমিজি, হাদিস : ১০৭৮) আর যদি ঋণগ্রস্ত মাইয়েতের কিছুই না থাকে এবং তার স্ত্রী-সন্তানরাও যদি সক্ষম না হয়, সমাজ, সংগঠন বা সরকার সে দায়িত্ব বহন করবে।

(বুখারি, হাদিস : ২২৯৮) এ ক্ষেত্রে সুদ না দিয়ে শুধু মূল অংশ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৮-২৭৯) অতএব প্রত্যেকের উচিত যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা, যা পরিশোধ করতে না পারলে ইহকালে পরিবারের জন্য এবং পরকালে নিজের জন্য কঠিন বোঝা হয়ে দেখা দেবে।

অন্তরে আল্লাহভীতি অর্জনের গুরুত্ব

ধর্ম ডেস্ক : আল্লাহভীতি মুমিনজীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ ও সৌন্দর্য। আল্লাহভীতি মানুষকে পাপাচার ও অপরাধ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে উৎসাহিত করে। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদিসে মুমিনদের আল্লাহভীতি অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারে সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ৪)

আল্লাহভীতি অর্জনের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ মুমিনের অন্তরে তাঁর ভয় ধারণ করার নানামুখী পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। যেমন-

১. ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় : আল্লাহভীরু মানুষকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।'

(সুরা : আনফাল, আয়াত : ২৯)

২. পুরস্কার লাভ : তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিনের জীবনকে সংযত করে। এই সংযত জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহর রাসুলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন।

কোরআনের নির্দেশনায় কথা বলার আদব

ধর্ম ডেস্ক : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজনে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে হয়। তাই তো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কথা বলার ধরন কেমন হবে আর কোথায়, কখন, কিভাবে কথা বলতে হবে তার সবই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী (সা.) নিজ উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। আজ আমরা একজন মুমিনের কথা বলার আদব নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ। এক. সালাম দিয়ে কথা শুরু করা : সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। নবী (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫১৯৭) সালামের মাধ্যমে পরস্পরে হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। নবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কি এমন একটি বিষয়ের কথা বলব, যা করলে তোমাদের পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও।' (মুসলিম, হাদিস : ৫৪) দুই. আওয়াজ নিয়ন্ত্রণে রেখে কথা বলা : কথা এমন পর্যায়ের আওয়াজে হওয়া উচিত নয় যে তা অন্যের বিরক্তির কারণ হয়। আবার এত ক্ষীণও যেন না

হয় যে অন্য একজনের তা শুনতে অসুবিধা হয়; বরং স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে কথা বলা উচিত। আল্লাহ বলেন, 'তুমি পদচারণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো।

নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হলো গাধার কণ্ঠস্বর।' (সুরা : লুকমান, আয়াত : ১৯) তিন. অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকা : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষের উচ্চারিত প্রতিটি কথা আল্লাহর দরবারে সংরক্ষিত হয়।

সন্ধ্যায় মুমিনের করণীয়

ধর্ম ডেস্ক: যখন সূর্য বিদায় নেয়, তখন পৃথিবীটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। ওই সময় মানুষ আড্ডা দিতে, প্রিয় মানুষদের সঙ্গে গল্প করতে পছন্দ করে। কিন্তু আসলে এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ; দোয়া কবুলের সময়। এই সময়টা আড্ডা, গল্প-গুজবে কাটানো উচিত নয়। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! গত রাতে আমাকে একটা বিচ্ছু কামড় দেওয়ায় কী কষ্টটাই না পেয়েছি! তিনি বলেন, তুমি যদি সন্ধ্যাকালে বলতে-উচ্চারণ : 'আউজু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা খালাক্ব।' অর্থ : আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার অসিলায় আমি তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই। তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো না। (মুসলিম, হাদিস : ২৭০৯) জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা যখন সন্ধ্যা হয় তখন তোমরা তোমাদের শিশুদের (বাইরে বের হওয়া থেকে) আটকিয়ে রাখবে।

বিশ্বনবী (সা.)-এর বিশেষ অসিয়ত

ধর্ম ডেস্ক : বিদায় হজ সবে মাত্র শেষ হল। নবীজি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে উম্মতে মুহাম্মাদীর কর্মপন্থা পরিপূর্ণ রূপে বলে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তখন বুঝতে পেরেছিলেন এটাই নবীজির শেষ হজ। নবীজি মদিনায় ফিরে আসার কয়েক মাস (১১ হিজরী সফর মাস) পরেই অসুস্থতা অনুভব করেন। ইন্তেকালের আগে নবীজি (সা.) তার কলিজার টুকরা মেয়ে হজরত ফাতেমা (রা.)-এর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী (সা.) মৃত্যুর সময় ফাতেমাকে (রা.) ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতেমা (রা.) কেঁদে ফেললেন। এরপর নবী (সা.) পুনরায় তাকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হাসলেন। আমরা এই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী (সা.) যে রোগে আক্রান্ত আছেন, এই রোগেই তার ইন্তেকাল হবে। এ কথা তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার

তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তার পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি তার সঙ্গে মিলিত হবো। তখন আমি হাসলাম। (সহিহ বুখারিঃ ৪৪৩৪) নবীজি (সা.) অন্তিমকালে উম্মতকে অসিয়ত করেন ও বিশেষ আমল শিক্ষা দিয়েছিলেন। নবীজির অসিয়ত যথাযথ নামাজ আদায়: আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়নের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ইবাদত হল ফরজ সালাত আদায় করা। কেননা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। প্রত্যাশিত জান্নাতের চাবিও এই নামাজ। নামাজ ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। নবী (সা.) ইন্তেকালের আগ মূহূর্তে উম্মতকে নামাজের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিয়ে অসিয়ত করেছিলেন। হাদিসে এসেছে, হজরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তিম মুহূর্তে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তার অসিয়ত এই ছিল যে 'নামাজ পড়বে এবং তোমাদের অধীনস্থদের সঙ্গে সদাচার করবে।'